NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ শব্দবাজি নিয়ে রাজ্যের গাইডলাইন পালনের নির্দেশ হাইকোর্টের

মুখ্যমন্ত্রী একশো শতাংশ নিশ্চিত এসআইআর হলে তৃণমূল হারবে: সুকান্ত ৩

কলকাতা ১৭ অক্টোবর ২০২৫ ৩০ আশ্বিন ১৪৩২ শুক্রবার উনবিংশ বর্ষ ১২৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 17.10.2025, Vol.19, Issue No. 125, 8 Pages, Price 3.00

এবার উত্তরবঙ্গে মহাকাল মন্দির

শিলিগুড়িতে বিশাল শিব, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

ম্যালে বিখ্যাত মহাকাল মন্দিরে বৃহস্পতিবার পুজো দেন মুখ্যমন্ত্রী।

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের পর এ বার দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়িতে গড়ে উঠবে বিশাল মহাকাল মন্দির। দুর্যোগক্লিষ্ট উত্তরবঙ্গ সফরে সরেজমিনে পরিদর্শন এবং ত্রাণ বিলির কর্মসূচির পরে বৃহস্পতিবার কলকাতায় ফেরার আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, দার্জিলিঙের ম্যালের মহাকাল মন্দিরের মতো সমতলে নতুন একটি মহাকাল মন্দির গড়তে চান তিনি। শিলিগুড়ির আশপাশে তার জন্য জমিও দেখতে বলে দিয়েছেন। মমতা জানিয়েছেন, ওই মন্দিরে থাকবে সবচেয়ে বড় শিবমূর্তি। আপাতত শিলিগুড়ির ওই মহাকাল মন্দির পরিকল্পনার পর্যায়ে রয়েছে। তবে শীঘ্রই তা বাস্তবায়িত করতে চান মুখ্যমন্ত্রী মমতা।

দার্জিলিংয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মমতা বলেন, 'পাহাড়ে পর্যটনের গুরুত্ব আরও বাড়াতে আমরা এই মন্দির নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। শুধু তাই নয়, প্রবীণ ও শারীরিকভাবে অসহায় ভক্তদের সুবিধার জন্য মহাকাল মন্দির এলাকায় ইলেকট্রিক গাড়ির ব্যবস্থাও করা হবে।' সকালের দিকেই মুখ্যমন্ত্রী রিচমন্ড হিল থেকে পায়ে হেঁটে স্থানীয় মানুষ ও পর্যটকদের সঙ্গে কথা বলেন। কেউ কোনও অসুবিধায় পড়েছেন কিনা তাও খোঁজ নেন। খুদেদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং তাদের হাতে পুতুল ও চকোলেট তুলে দেন। এরপর মহাকাল মন্দিরে পুজো দিয়ে পাহাড়বাসীর শান্তি ও মঙ্গল কামনা করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, দিঘায় 'জগন্নাথ ধাম' ও নিউ টাউনে 'দুর্গাঙ্গন'-এর মতোই শিলিগুড়ির মহাকাল মন্দিরের কাজও ট্রাস্ট গঠন করে শুরু করা হবে। তিনি ইতিমধ্যেই জেলা প্রশাসনকে উপযুক্ত জায়গা নির্ধারণের নির্দেশ দিয়েছেন, যেখানে কনভেনশন সেন্টার ও নতুন মন্দির দুই-ই থাকবে।

মহাকাল মন্দির তৈরির জন্য আগে তহবিল গড়তে হবে বলেও জানান মমতা। বস্তুত, দিঘার জগন্নাথধামের আদলেই ট্রাস্ট গড়ে শিলিগুড়ির মহাকাল মন্দির তৈরি করবেন মমতা। যাতে তা নিয়ে কোনও বিতর্ক তৈরি না হয়। জগন্নাথ মন্দিরের দায়িত্ব একটি ট্রাস্টের হাতে। সেটির পরিচালন ভার ইস্কনের। তাঁর কথায়, 'তার আগে (মন্দির তৈরির আগে) আমাকে একটা ট্রাস্ট করতে হবে। তাদের দিয়ে করাতে হবে। সকলকে নিয়ে আমরা নিজেরা করব।'

মমতার ভাষায়, 'দার্জিলিংয়ের পর্যটন ইতিমধ্যেই ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। বিপর্যয়ের সময় আমরা দেড় হাজারেরও বেশি পর্যটককে নিরাপদে নিচে নামাতে পেরেছিলাম।

এসআইআর না হলে বঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন হবে, দাবি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসআইআর না হতে দিলে বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হবে। বৃহস্পতিবার নাগরাকাটায় দুর্গত এলাকায় গিয়ে আবারও সুর চড়ালেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। নাগরাকাটাতে গিয়েই আক্রান্ত হয়েছেন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। খগেন মুর্মুর ওপর হামলার ঘটনায় এনআইএ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন শুভেন্দু। পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করলেন, খগেন মুর্মুর ওপর তৃণমূলের জিহাদিরাই হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ।

পাশাপাশি শুভেন্দু এও হুঙ্কার দেন, 'বাংলা এসআইআর করতে না দিলে রাষ্ট্রপতি শাসন হবে। এসআইআর হলে বাংলাদেশি ও ভুতুড়ে ভোটারের নাম বাদ যাবে।' তবে ভারতীয় মুসলিমদের কোনও ভয় নেই বলেও আশ্বস্ত করেন তিনি। ছাব্বিশে বিজেপিই ক্ষমতায় আসবে, আর তারপর বদল হবে, বদলাও হবে বলে সুর চড়ান শুভেন্দু।

অন্যদিকে, পাহাড়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরবঙ্গ সফরকে 'রাজনৈতিক ভ্রমণ' বলে তীব্র সমালোচনা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, এই সফরের আড়ালে মূল লক্ষ্য শুধুমাত্র নির্বাচনের আগের প্রচার, মানুষের দুর্দশা নয়। বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামার পর শুভেন্দু জানান, মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর আসলে পুজোর ছুটি কাটানোর মতো, বাস্তব পরিস্থিতি পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে নয়। তিনি বলেন, 'পাহাড়ের মানুষ আজ ভয়ঙ্কর কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন, বহু ঘরবাড়ি মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছে। সেই সব মানুষকে পুনর্বাসনের কোনও বাস্তবিক পরিকল্পনা সরকার দিতে পারেনি।' তাঁর দাবি, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে ন্যূনতম দুই কাঠা জমি দেওয়া ও অন্তত পাঁচ লাখ টাকায় ঘর বানানোর ব্যবস্থা করা জরুরি, যা বর্তমানে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকায় সম্ভব নয়।

বিএলওদের নিরাপত্তা কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের আগে রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর ঘিরে উত্তেজনা বাড়ছে। বেশ কিছু জায়গা থেকে বিএলওদের হেনস্তা ও হুমকির অভিযোগ আসায় প্রয়োজনে তাঁদের নিরাপত্তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারে নির্বাচন কমিশন। সূত্রের দাবি, ইতিমধ্যে কয়েকটি জেলার প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করে কমিশন নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে। প্রয়োজনে পুলিশি সহায়তা দেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে।

কমিশন সূত্রে খবর, কিছু এলাকায় ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া বা নতুন নাম অন্তর্ভুক্তি আটকে যাওয়াকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও বিজেপি, দুই শিবিরেরই ক্ষোভের মুখে পড়ছেন সরকারি কর্মীরা।

কলকাতার কসবা, খিদিরপুর, গুলশন কলোনির মতো এলাকায় বন্দুক দেখিয়ে চাপ সৃষ্টি ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ উঠেছে। বিএলওদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বুধবার সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ কমিশনের সঙ্গে দেখা করে। তাঁদের অভিযোগ, ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ দেওয়া নিয়ে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। কমিশনের তরফে বিএলওদের আশ্বস্ত করা হয়েছে, প্রয়োজনে তাঁদের নিরাপত্তার সমস্ত ব্যবস্থা করা হবে।

সহপাঠীর হস্টেলের ঘর থেকে উদ্ধার ১১ কন্ডোম

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্গাপুরে 'নির্যাতিতা' ডাক্তারি ছাত্রীর সহপাঠী-বন্ধুকে নিয়ে রহস্য ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে। লাগাতার জেরার পরেও তিনি যে সন্দেহের ঊর্ধ্বে নন, তা আগেই জানিয়েছিলেন দুর্গাপুরের পুলিশ কমিশনার সুনীলকুমার চৌধরি। পরে তাঁকে গ্রেপ্তারও করা হয়। বর্তমানে পুলিশি হেপাজতে থাকা সেই সহপাঠীকে জেরা করে এবং তাঁর হস্টেলে তল্লাশি চালিয়ে কন্ডোম উদ্ধার করেন তদন্তকারীরা। শুধু যুবকের হস্টেলের ঘর থেকেই নয়, জঙ্গলের যে জায়গায় তরুণী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ, সেই জায়গা থেকেও একটি কন্ডোম মিলেছে বলে খবর মিলল পুলিশ সূত্রে।

পাঁচ দিন পর নতুন করে জঙ্গল ঘিরল পুলিশ। আই কিউ সিটি মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক ছাত্রীর গণধর্ষণ-কাণ্ডে তদন্তে ফের নতুন মোড়। ঘটনার প্রায় ৩৬ ঘণ্টা পর যে জায়গাটি প্রথমে ঘিরে রাখা হয়েছিল যেখানে ঘটেছিল সেই ঘটনা। কিন্তু এবার দেখা গেল, পুলিশের নজর আরও বিস্তৃত। আগের ঘেরা জায়গার পাশেই আরও ৫০ মিটার এলাকা নতুন করে কর্ডন করে দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে যুবককে নিয়ে ঘটনাস্থলে যান তদন্তকারীরা।

দুর্গাপুরে ঘেরা জায়গার পাশেই আরও ৫০ মিটার এলাকা বৃহস্পতিবার নতুন করে ঘিরলেন তদন্তকারীরা।

পুলিশ সূত্রের খবর, সেখানেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। গণধর্ষণের অভিযোগের প্রেক্ষিতে যে পাঁচ জনকে আগেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তাঁদের এবং 'নির্যাতিতা'র বয়ানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয় সহপাঠীর বয়ান। কারণ, মূলত বয়ানে অসঙ্গতির কারণেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সেই কারণেই বার বার তাঁর বয়ান যাচাই করার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা।

ঘটনাস্থলটি ক্যাম্পাসের প্রায় পাঁচশো মিটারের মধ্যে। পাকা রাস্তা থেকে একটি মাটির রাস্তা বেরিয়ে গিয়েছে সেখানে। প্রায় একশো ফুট এগিয়ে দু'ভাগ হয়েছে। সেখান থেকেই জঙ্গলের শুরু। বাঁ দিকের সামান্য চওড়া রাস্তা গিয়েছে একটি শ্মশান ও মন্দিরের দিকে। সঙ্কীর্ণ রাস্তা গিয়েছে গ্রামে। সে রাতে ওই সঙ্কীর্ণ রাস্তাতেই অপরাধের ঘটনা ঘটে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। তদন্তকারীদের সূত্র জানিয়েছে, গণধর্ষণের অভিযোগ পাওয়ার পরেই ঘটনাস্থলটি ঘিরে ফেলা হয়েছিল তদন্তের নিয়ম মেনে। বৃহস্পতিবার সেই ঘেরা এলাকাই আর খানিকটা বিস্তৃত করা হয়েছে। আরও ৫০ মিটার এলাকা ঘেরা হয়েছে।

এ বিষয়ে অবশ্য তদন্তকারীরা এখনই মুখ খুলতে চাননি। ঘটনাস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ফরেন্সিক দলকেও। সূত্রের খবর, তারাও নমুনা সংগ্রহ করে।

বালি পাচার মামলায় ইডির জোরদার তল্লাশি রাজ্যজুড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের বালি পাচার মামলায় তৎপর এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। আর এই বালি পাচারের ঘটনায় রাজ্যের প্রায় আট জায়গায় চলে জোরদার তল্লাশি অভিযান। সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার ঝাড়গ্রাম, আসানসোলে হানা দেয় কেন্দ্রীয় এজেন্সি। পাশাপাশি অভিযান চালানো হয়, লালগড় আর গোপীবল্লভপুরেও। সঙ্গে এও জানা গিয়েছে, যে সময় ইডি আধিকারিকরা পৌঁছন সেই সময়ও বালি তোলা হচ্ছিল বলে খবর।

জানা যাচ্ছে, সৌরভের এই লালগড়ের সিজুয়ার খাদানে লাগাতার বালি তোলা হচ্ছিল। সারি সারি লরি দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে। তবে কোনও মালিককে দেখা যায়নি। শেষ পাওয়া খবর থেকে জানা যাচ্ছে, গোপাল নামে এক ব্যক্তিকে ইডি জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। তবে কে এই গোপাল তার পরিচয় এখনও জানতে পারা যায়নি।

অপরদিকে, আসানসোলের মুরগাসলে বালি ব্যবসায়ী মনীশ বাগারিয়ার বাড়িতেও হানা দেয় কেন্দ্রীয় এজেন্সির অপর একটি দল। একই সঙ্গে কলকাতারও একটি অফিসের সন্ধান করছে ইডি। মধ্য কলকাতার পোদ্দার কোর্ট এলাকায় একটি অফিসের সন্ধান করছে তারা। এর আগে বেহালার একটি কোম্পানিতে তল্লাশি চালিয়েছিলেন গোয়েন্দারা।

ইডি-র তরফ থেকে এই প্রসঙ্গে এও জানানো হয়েছে, বালি তোলার জন্য যে অনুমতি পত্র থাকে তা জাল করে একাংশ অসাধু ব্যবসায়ী বেআইনি ভাবে বালি তোলে। সুতরাং সেই জালিয়াতির মাধ্যমে বড় অঙ্কের টাকার লেনদেন কীভাবে হয়েছে সেটা তদন্ত করে দেখার জন্য ইডি আধিকারিকরা এই তদন্ত করছে।

এর আগে ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুরে শেখ জহিরুল আলির বাড়িতে হানা দিয়েছিল পুলিশ। এই ব্যক্তি আগে ভিলেজ পুলিশ ছিলেন। তারপর চাকরি ছেড়ে বালির ব্যবসায় নামেন। তাঁর একাধিক বালির খাদান রয়েছে। সেখানেও হানা দেয় এজেন্সি। এর পাশাপাশি তল্লাশি চলে বেহালার জেমস লং সরণীর জিডি মাইনিং সংস্থায়। এই সংস্থার আরেও একটি অফিস রয়েছে বিধাননগরের সেক্টর ফাইভে। দুই অফিসেই চলে তল্লাশি।

রুশ তেলে 'জল' ট্রাম্পের, সরব ভারত

ওয়াশিংটন, ১৬ অক্টোবর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কেরিয়ার ধ্বংস করতে চান না! বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, মোদী ট্রাম্পকে ভালোবাসেন। তাই ট্রাম্প কখনই মোদীর রাজনৈতিক কেরিয়ার শেষ করে দিতে চান না। উল্লেখ্য, ট্রাম্প আরও দাবি করেন, ভারত নাকি রুশ তেল কেনা বন্ধ করে দেবে বলে আশ্বাস দিয়েছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কোনও ফোনালাপই হয়নি। বৃহস্পতিবার এই কথা সাফ জানিয়ে দিল বিদেশ মন্ত্রক। বুধবার হোয়াইট হাউসে দাঁড়িয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট দাবি করেন, রাশিয়া থেকে আর তেল কিনবে না ভারত। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নাকি এই আশ্বাস দিয়েছেন। ট্রাম্পের সেই দাবি এবার উড়িয়ে দিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক।

বৃহস্পতিবার বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতিতে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়,

> উনি (মোদী) আমায় আজ আশ্বাস দিয়েছেন যে, রাশিয়া থেকে তাঁরা আর তেল কিনবেন না। আমরা চাই চিনও একই পথে হাঁটুক।
> —ডোনাল্ড ট্রাম্প

> ফোনে হোক বা সামনাসামনি আলোচনা, বুধবার কোনওটাই হয়নি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মধ্যে। বুধবার দুই রাষ্ট্রপ্রধান একে অপরকে ফোন করেননি।
> —ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক

'ফোনে হোক বা সামনাসামনি আলোচনা, বুধবার কোনওটাই হয়নি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মধ্যে। বুধবার দুই রাষ্ট্রপ্রধান একে অপরকে ফোন করেননি।'

উল্লেখ্য, সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ট্রাম্প বলেন, 'মোদী দারুণ মানুষ। মোদী ট্রাম্পকে খুবই পছন্দ করেন। তবে পছন্দ করা শব্দটি আপনারা আবার খারাপভাবে ব্যাখ্যা করবেন না। আর আমি কখনই মোদীর রাজনৈতিক কেরিয়ার ধ্বংস করতে চাই না।' উল্লেখ্য, সম্প্রতি গাজার শান্তি বৈঠকের মঞ্চ থেকেও প্রধানমন্ত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন ট্রাম্প। ভাষণ দিতে উঠে ট্রাম্প বলেন, 'ভারত মহান দেশ। ভারতের নেতৃত্বে যিনি রয়েছেন, তিনি আমার খুব ভালো বন্ধু। নেতা হিসাবে তিনি দারুণ কাজ করছেন। আমার মনে হয় ভারত আর পাকিস্তান এবার থেকে খুব ভালোভাবেই পাশাপাশি থাকবে।'

উল্লেখ্য, আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি না হওয়ায় প্রথম দফায় ২৫ শতাংশ, পরে রাশিয়ার থেকে তেল কেনার জন্য ভারতের উপর আরও ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। ট্রাম্পের দাবি, ভারতের তেল কেনার জন্যই রাশিয়া ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার অর্থ পাচ্ছে। যদিও ভারত আমেরিকার এ দাবি সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে মোদীর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে ইঙ্গিতবাহী মন্তব্য করেন ট্রাম্প।

প্রসঙ্গত, হোয়াইট হাউসের এই সাংবাদিক বৈঠকেই ট্রাম্প দাবি করেছেন যে, তাঁকে মোদী এই বলে আশ্বস্ত করেছেন যে, রাশিয়া থেকে আর তেল কিনবে না ভারত। ট্রাম্প বলেন, 'উনি আমায় আজ আশ্বাস দিয়েছেন যে, রাশিয়া থেকে তাঁরা আর তেল কিনবেন না। আমরা চাই চিনও একই পথে হাঁটুক।' রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য তিনি যে ভারতের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন, তা-ও জানিয়েছেন ট্রাম্প। ভারত আমেরিকার নির্ভরযোগ্য সঙ্গী কি না, ট্রাম্পের কাছে তা জানতে চাওয়া হয়েছিল। জবাবে ট্রাম্প বলেন, 'উনি আমার বন্ধু। আমাদের মধ্যে দারুণ সম্পর্ক রয়েছে।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, মানুষপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১১৩ নিবাসী ১)শ্রীমতী সবিতা ঘোষ স্বামী ৺ভরতপদ ঘোষ, ২)শ্রী দিলীপ ঘোষ, ৩)শ্রী সুব্রত ঘোষ, ৪)শ্রীমতী প্রতিমা কোলে স্বামী শ্রী মানিক লাল কোলে, ৫)শ্রীমতী মিনতী সরকার স্বামী ৺রবেশ্রী সরকার, ৬)শ্রীমতী তন্দ্রা ঘোষ স্বামী শ্রী জয়দেব ঘোষ বিগত ইং ২৭/০৮/২০০৮ তারিখে ডি.এস. আর.-I, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00225/2008 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে শ্রী অবনেন্দ্র নাথ ঘোষ পিতা ৺ভরতপদ ঘোষ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিগত ইং ০৬/০১/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-00155/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমার মক্কেল শ্রীমত্যা মুনমুন সিং স্বামী ৺মহেশ সিং সাকিম মানুষপুর লাহাবাগান, আশ্রম, মানুষপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১১৩ মহাশয়াকে তপশীল- জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা মানুষপুর, ৪ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ১৮০ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৪৮৩ তথা হাল এল.আর. ৭৭৭ নং দাগে শালি জমি ০৮ ছটাক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, শ্রীমত্যা মুনমুন সিং স্বামী ৺মহেশ সিং তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

CHANGE OF NAME

I, **Ayush Shaw**, S/o Jai Prakash Shaw, residing at 11, Setna Road. P.O. & P.S. Budge Budge, Kolkata-700137, Dist.- South 24 Parganas, have changed name and shall henceforth be known as Jai Prakash Shaw as declare before the Notary Public at Alipur Judges Court, South 24 Parganas, vide affidavit no. 89 Dated 19.08.2025. Jay Prakash Shaw and Jai Prakash Shaw are same and identical person.

B. Das
8420444073

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী চন্দ্র শেখর সেনগুপ্ত** পিতা ৺প্রমোদ রঞ্জন সেনগুপ্ত ও **২)শ্রী মৈত্রেয় দাসগুপ্ত** পিতা মানিক লাল দাসগুপ্ত বিগত ইং ০১/১১/২০১৩ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00328/2013 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **১)শ্রীমতী অর্চনা দত্ত** পিতা ৺বীরেন্দ্র নাথ দত্ত ও **২)শ্রীমতী শ্রাবন্তী রায়চৌধুরী** স্বামী শ্রী বাবুল রায়চৌধুরী উভয়ের সাকিম কাপাসডাঙ্গা পাঞ্চাটুলী, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, মহাশয়াদ্বয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে বিগত ইং ২৭/০৪/২০১৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-01746/2015 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমার মক্কেল **মিস উমা দাস** পিতা শ্রী রনেন্দ্র ভুষণ দাস সাকিম ৫৮৮ মেরী পার্ক, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩ মহাশয়াকে **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা কাপাসডাঙ্গা, ১০ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৪২৭০ ও ৪২৭১ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৩১৫৬ নং দাগে ভিটি জমির উপর নির্মিত 'চন্দ্রজিৎ এ্যাপার্টমেন্ট'-এর মধ্যে একটি ফ্ল্যাট, বিয়িং নং 'G', যাহার সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া ৮০০ বর্গফুট যাহা অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **মিস উমা দাস** পিতা শ্রী রনেন্দ্র ভুষণ দাস তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য **বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে** আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু)**,
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

PUBLICATION

It is herby inform that I, **Sri Abhijit Nandy,** Son of Sri Swapan Kumar Nandy, residing at Vill+PO-Jamgram, PS-Pandua, District-Hooghly, Pin-712146, have lost 1 (One) Original Chain deed of my following property situated at **District-Hooghly, PS-Pandua, Mouja-Jamgram, JL no-36, under Jamgram-Mondalai Gram Panchayet, RS & LR Dag no-1358, LR Khatian no-1370,** within the jurisdiction of the Ofice of DSR Hooghly & ADSR Pandua in the State of West Bengal. The Deed the above property is as follows: **i) 6152 for the year 1966 registered before ADSR Pandua, vide book no-1, vol no-52, pages from 173 to 177.**

We have already registered a General Diary before Pandua P.S, vide **GDE no-1055 dt-15/1O/2025** Regard to the above mention lost. If anybody find the above deed, then please return it by contacting at the following address within 15 days of publication of the notice. We will remain ever grateful if their return.

Santnu Nandy
Advocate
District Judge's Court, Hooghly
M-9734048759

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১৭ ই অক্টোবর, ৩০ শে আশ্বিন। শুক্র বার , একাদশী তিথি, জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা ও বিংশোত্তোরী কেতু র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : এক বান্ধবের পূর্ণ সহযোগিতায় কোন আইনি বিষয় থেকে লাভ প্রাপ্তি। অর্থ বৃদ্ধি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম কেনার জন্য পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রিত অতিথি দ্বারা শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। জয় তারা জয় তারা বলুন পথ চলুন।

বৃষ রাশি : আজ কর্মে সুনাম বৃদ্ধি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রশংসিত হবেন পুরাতন বান্ধবের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। যে প্রতিবেশী কিছুদিন আগে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, তিনি আজ আপনার বন্ধুর জায়গায় থাকবেন। প্রেমের সফলতা প্রাপ্তি। দেবতা গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা দিন। হলুদ পুষ্প দিন। অতীব শুভ হবে।

মিথুন রাশি : সচেতন ভাবে আজ পথ চলুন। ধৈর্য সহ আজ কথা বলুন। অন্যের কথার গুরুত্ব দিন। অর্থনৈতিক লাভ প্রাপ্তি হবে। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ বৃদ্ধি। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন বা কোন প্রতিনিধি মূলক কর্মে আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। এক প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলুন পথ চলুন বিপদ নাশ হবে।

কর্কট রাশি : কর্মে সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। এক শিক্ষকের আচরণে সম্মান বৃদ্ধি। কোন এনজিওর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন বলে ঠিক করেছেন, তা আজ ক্রয় করুন। দেবতা ভগবান বিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন।

সিংহ রাশি : আজ দৈব আশীর্বাদ প্রয়োজন। কর্মে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে মুক্তির কারণে দৈব আশীর্বাদ চাই। যে বৃদ্ধ প্রবীণ নাগরিক আপনাকে নতুন পথের সন্ধান দেখিয়েছেন। তার কথা মান্যতা দিন শুভ হবে। আপনার নামে নয়, এমন কোন সম্পদ থেকে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। নেত্র কণ্ঠ মুখ গহবর পীড়া থেকে সতর্কতা। ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : ছোট চিন্তা করবেন না। বড় ভাবুন। এগিয়ে চলুন। পরিবার আজ আপনাকে সহযোগিতা করবে না। বন্ধু-বান্ধব থেকে সতর্ক থাকুন। দুপুরের পর সন্ধ্যা পর্যন্ত বিবাদ বিতর্ক বৃদ্ধি। কর্মে যে নতুন দায়িত্ব নিয়েছেন, তা পালনে সচেষ্ট থাকলে, শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন তাদের জন্য শুভ। হরি ওম হরি ওম, বলুন পথ চলুন।

তুলা রাশি : অতি উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। বন্ধু-বান্ধবের সহযোগিতা। পরিবারের সকল সদস্যের সহযোগিতা। সন্তানের বিদ্যালয়ে যে সমস্যা ছিল, সেখান থেকে মুক্তির পথ। যারা আইন বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। দোকান বাণিজ্য ব্যবসায় অর্থ প্রাপ্তি-অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারে আমন্ত্রিত ব্যক্তির দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ১০৮ বার দেবী মহাকালী মন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : সমাজে সম্মান বৃদ্ধি। সুনাম বৃদ্ধির দিন।যারা রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার মানসিকতা তৈরি করেছেন, তারা আজ প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ করবেন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। কালী মন্দিরে দান করুন।

ধনু রাশি : ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল ইন্টারনেট, দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। যে প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার আশা করেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন। সম্পত্তি বিক্রয় নিয়ে ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। লাল বস্ত্র কাপড় দান করুন মন্দিরে।

মকর রাশি : এমন একটি সুযোগ আজ পাওয়া যাবে যেটা আপনি বহুদিন ধরে ভেবে এসছিলেন। কোন আইনি বিবাদ মিটে যাবে। পরিবারে যদি বিচ্ছেদের কোন মামলা চলে, সেখানে শুভ ফলপ্রাপ্তি। এরপরে নতুন কিছুর বিরাট সম্ভাবনা। প্রবল সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা কর্মের আবেদন করেছেন, তাদের জন্য শুভ হবে। কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : টাকা পয়সা যা আটকে ছিল তা পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। শিক্ষক অধ্যাপকদের কাছে নতুন সুযোগ বৃদ্ধি। যারা এনজিওতে সোশ্যাল সার্ভিস দেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মের নতুন পথের সন্ধান প্রাপ্তি। যারা রাজনীতি করতে চান তারা জয়েন করতে পারেন। ১০৮ তুলসী পত্র দিন ভগবান শ্রী গনেশ কে।

মীন রাশি : বহুদিন ধরে চলে আসা লড়াইয়ে, কিছুটা স্বস্তি আপনি পাবেন। দাম্পত্য জীবনে যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে, তারাও শান্তির বাতাবরণ পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ব্যবসায়ীদের জন্য শুভ।

(একাদশী তিথি রমা)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

আমি আদুরী বিবি মোল্লা পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে নাম আদুরী বিবি আছে। ২৩/৯/২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে আমার স্বামী Baburali Molla ও Babor Ali Mollah ও আমার পুত্র Abdul Hamid Molla ও Abdul Hamid Mollah ও আমি Aduri Bibi Molla ও Aduri Bibi সকলে একই ব্যক্তি হলাম। গ্রাম সোনাতলা পোষ্ট- রূপদহ পি.এস ধুবুলিয়া নদীয়া।

নাম-পদবী

গত ১৫/১০/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চুঁচুড়া, হুগলী, কোর্টে ৯৯২৮ নং এফিডেভিট বলে Provat Kumar Pandey S/o. Late Harihar Prasad Pandey, R/o. Kola, Mogra, Hooghly-712148 ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার (Uma Pandey) জন্ম সার্টিফিকেটে (Regn. No. 585 Dtd. 07/11/2003) আমার সঠিক নাম Provat Kumar Pandey -এর পরিবর্তে Prabath Pandey (Father) ও আমার স্ত্রীর সঠিক নাম Dipali Pandey -এর পরিবর্তে Shrabani Pandey @ Dipali (Mother) লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি Provat Kumar Pandey ও Prabath Pandey এবং আমার স্ত্রী Dipali Pandey ও Shrabani Pandey @ Dipali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি/ হইয়াছে।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমি **সুকান্ত দে, পিতা-কাশীনাথ দে,** সাকিন ৭৬/২, মাখলা জেলেপাড়া, পোঃ মাখলা, থানা- উত্তরপাড়া, জেলা- হুগলী, **এনরোলমেন্ট সার্টিফিকেট পাইবার জন্য** West Bengal Law Clerk's State Council এ দরখাস্ত জমা করিয়াছি। যদি কাহার কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে The Chairman, West Bengal Law Clerk's State Council, 1, Beleghata Road, Kolkata 700014 সাকিনে ১৫ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় কোন দাবী আমল হইবে না।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমি **মহঃ মোস্তাকিম হোসেন, পিতা- মোজিবুর রহমান,** সাকিন সাং- ইমাম নগর, পোঃ- নয়নসুখ, থানা- ফারাক্কা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, মুর্শিদাবাদ, **এনরোলমেন্ট সার্টিফিকেট পাইবার জন্য** West Bengal Law Clerk 's State Council এ দরখাস্ত জমা করিয়াছি। যদি কাহার কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে The Chairman, West Bengal Law Clerk's State Council, 1, Beleghata Road, Kolkata- 700014 সাকিনে ১৫ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় কোন দাবী আমল হইবে না।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমি **মনিরুল খাঁন, পিতা- হসবুর খাঁন,** সাকিন সাং- কাঁচডহরি, পোঃ গুইয়াদহ, থানা- গড়বেতা, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, **এনরোলমেন্ট সার্টিফিকেট পাইবার জন্য** West Bengal Law Clerk's State Council এ দরখাস্ত জমা করিয়াছি। যদি কাহার কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে The Chairman, West Bengal Law Clerk's State Council, 1, Beleghata Road, Kolkata 700014 সাকিনে ১৫ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় কোন দাবী আমল হইবে না।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমি **মিঠুন বাড়ই, পিতা- চন্দ্রশেখর বাড়ই,** সাকিন সাং- বাঁশাই, পোঃ কানাইপুর, থানা- উত্তরপাড়া, জেলা- হুগলী, **এনরোলমেন্ট সার্টিফিকেট পাইবার জন্য** West Bengal Law Clerk's State Council এ দরখাস্ত জমা করিয়াছি। যদি কাহার কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে The Chairman, West Bengal Law Clerk's State Council, 1, Beleghata Road, Kolkata 700014 সাকিনে ১৫ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় কোন দাবী আমল হইবে না।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমি **মহঃ সফিকুল আলম, পিতা-সেরাফত আলম,** সাকিন সাং- শনিগ্রাম, পোঃ- নোনাডাঙ্গা, থানা- খড়গ্রাম, জেলা- মুর্শিদাবাদ, **এনরোলমেন্ট সার্টিফিকেট পাইবার জন্য** West Bengal Law Clerk's State Council এ দরখাস্ত জমা করিয়াছি। যদি কাহার কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে The Chairman, West Bengal Law Clerk's State Council, 1, Beleghata Road, Kolkata – 700014 সাকিনে ১৫ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় কোন দাবী আমল হইবে না।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমি **পুস্পেন্দু মাইতি, পিতা- শচীন্দ্র নাথ মাইতি,** সাকিন সাং- টাকলা, পোঃ- খুড়শি, থানা- নারায়নগড়, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, **এনরোলমেন্ট সার্টিফিকেট পাইবার জন্য** West Bengal Law Clerk's State Council এ দরখাস্ত জমা করিয়াছি। যদি কাহার কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে The Chairman, West Bengal Law Clerk's State Council, 1, Beleghata Road, Kolkata 700014 সাকিনে ১৫ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় কোন দাবী আমল হইবে না।

নাম-পদবী

আমি আদুরী বিবি মোল্লা পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে নাম আদুরী বিবি আছে। ২৩/৯/২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে আমার স্বামী Baburali Molla ও Babor Ali Mollah ও আমার পুত্র Abdul Ajid Molla ও Abdul Agid Mollah ও আমি Aduri Bibi Molla ও Aduri Bibi সকলে একই ব্যক্তি হলাম। গ্রাম সোনাতলা পোষ্ট- রূপদহ পি.এস ধুবুলিয়া নদীয়া।

নাম-পদবী

আমি MOST KISNUYARA KHATUN, স্বামী ASADUL MIR, গ্রাম+পো- চকলছিপুর, থানা- ঘাটাল, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১২৩২। আমার পুত্র MIR ARMAN BADSHA -এর জন্ম সার্টিফিকেটে (রেজি নং ৪০৮১/ ২০১৩, জন্ম তাং- ৩০/০৯/২০১৩) এবং কন্যা AFRINA SULTANA-এর জন্ম সার্টিফিকেটে (রেজি নং ৮৯, জন্ম তাং- ০৬/০১/২০১২) আমার নাম KISNUARA BIBI নথিভুক্ত হয়েছিল। গত ০২/০৯/২০২৫ তারিখে ঘাটাল কোর্টের প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট এফিডেভিট নং যথাক্রমে ৫২ এবং ৭৫ বলে KISNUARA BIBI থেকে MOST KISNUYARA KHATUN হলাম। KISNUARA BIBI এবং MOST KISNUYARA KHATUN এক ও অভিন্ন ব্যক্তি অঙ্গীকার করলাম।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রীমতী নীলাঞ্জনা লাহিড়ী, পিতা-মৃত সলীল ব্যানার্জী ওরফে সলীল কুমার ব্যানার্জী সাং-১৩/৮, তারামনি ঘাট রোড, পশ্চিম পুটিয়ারী, সার্কাস এভিনিউ, থানা-রিজেন্ট পার্ক, কলি-৪১ বসবাসকারিনী, তার মা স্বর্গীয় রত্না ব্যানার্জী গত ইংরাজী ২৭শে মার্চ, ২০০০ একটি ফ্ল্যাট ক্রয় করেন। ফ্ল্যাট নং এ-৫, ফার্স্ট ফ্লোর, পরিমাপ ৩৭৫ বর্গফুট, মৌজা ষাটগাছি, জে.এল.নং ২০, এল.আর. দাগ নং ৩৫৭০, এল.আর, খতিয়ান নং ৩৯৮ দক্ষিণ দমদম পৌরসভার অন্তর্গত ওয়ার্ড ২৫, হোল্ডিং ২৭১/১৩, কবি নবীন সেন রোড, কলিকাতা-৭০০০২৮, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, যাহা এ.ডি.এস. আর. কাশীপুর দমদম, সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রী হয় দলিল নম্বর ৫২৫৩, সন ২০০০ এবং পরবর্তীকালে তিনি উক্ত ফ্ল্যাটটি তার পুত্র পার্থ সারথী ব্যানার্জীকে একটি দানপত্র দলিল মূল্যে দান করেন। যাহা এ.আর.এ.৪ কলিকাতায় রেজিষ্ট্রীকৃত হয় দলিল নম্বর ৩২৭৮/১৮ এবং পরবর্তীকালে রত্না ব্যানার্জী গত ইংরাজী ২৭/৮/২৫ তারিখে গত হন। পার্থ সারথী ব্যানার্জী ইং ১৬/৬/২৪ তারিখে গত হন কোন ওয়ারিশ না রাখিয়া এবং আমার মক্কেলের পিতা স্বর্গীয় সলীল ব্যানার্জী ওরফে সলীল কুমার ব্যানার্জী গত ২/১২/২১ তারিখে গত হন। বর্তমানে আমার মক্কেল নীলাঞ্জনা লাহিড়ী উক্ত ফ্ল্যাটের মালিক হইতেছেন। যদি কোনও ব্যক্তির এই ফ্ল্যাটটির কোনো দাবি থাকে, আগামী ১৫ দিনের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় যোগোযোগ করিবেন। নচেৎ দক্ষিণ দমদম পৌরসভায় আমার মক্কেল নাম বরাবর উক্ত ফ্ল্যাট মিউটেশন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

শান্তনু দাস
এ্যাডভোকেট
হাইকোর্ট কলিকাতা
৬ ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, রুম নং ৭২ কলি-১
মোঃ- ৯৮৩১৩১৭৯১০

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী, মোকাম শ্রীরামপুরের মাননীয় ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
এ্যাক্ট ৩৯ প্রোবেট কেস নং ৭৯/২০২৪

শ্রী সন্দীপ ঘোষ ...দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে এই মর্ম্মে জ্ঞাত করানো হইতেছে যে উক্ত দরখাস্তকারী শ্রী সন্দীপ ঘোষ, পিতা স্বর্গীয় সনাতন ঘোষ, সাং- ফ্ল্যাট নং বি-১, সেকেন্ড ফ্লোর, ওম কুঞ্জ এ্যাপার্টমেন্ট, ৪৩, পঞ্চাননতলা লেন, পোষ্ট ও থানা- শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২২০১ মহাশয়ের দাদা অধুণা মৃত সুপ্রকাশ ঘোষ, পিতা স্বর্গীয় সনাতন ঘোষ, সাং- ফ্ল্যাট নং বি-২, সেকেন্ড ফ্লোর, ওম কুঞ্জ এ্যাপার্টমেন্ট, ৪৩, পঞ্চাননতলা লেন, পোষ্ট ও থানা- শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২২০১ মহাশয় গত ইংরাজীর ২০১৯ সালের ২৮শে অগাষ্ট তারিখে লিখিত, সম্পাদিত তথা হুগলী জেলার শ্রীরামপুরের অতিরিক্ত জেলা অবর নিবন্ধক কার্যালয়ের ৩নং বহির, ০৬০৫-২০১৯ নং খন্ডের ৬৩৬ হইতে ৬৪৩ পাতায় লিপিবদ্ধ তথা নিবন্ধীকৃত ২০১৯ সালের ০০০৫২ নং উইল বা ইচ্ছাপত্র মূলে এই মর্ম্মে তাহার শেষ ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তাহার পরলোক গমনের পর তাহার ত্যক্ত যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি সমূহ যাহা নিম্ন তপশীলে বিশদ ভাবে বর্ণিত তাহা তাহার ভাইঝি সুপর্ণা ঘোষ ১ ষোল আনায় প্রাপ্ত হইবে। উক্ত উইলের প্রোবেট পাইবার জন্য তিনি অত্র দরখাস্তকারীকে উক্ত উইলের এক্সিকিউটার নিয়োগ করিয়াছেন। উক্ত উইলের বৈধতা প্রদানের জন্য অত্র দরখাস্তকারী উপরোক্ত মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। এবিষয়ে কাহারো যদি কোন প্রকার ওজর, আপত্তী, দাবী, দাওয়া ইত্যাদি থাকে তবে তিনি উপযুক্ত প্রমাণাদি সহ অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে স্বয়ং অথবা নিযুক্তিয় উকিলবাবু মারফৎ তাহা দাখিল করিবেন, অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে। তারিখ ২৪/০৯/২০২৫।

তপশীল স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

(ক) তপশীল উইল কর্তা উক্ত সুপ্রকাশ ঘোষ মহাশয়ের ত্যক্ত যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ।

১। জেলা- হুগলী, থানা ও অতিরিক্ত জেলা অবর নিবন্ধক কার্য্যালয় শ্রীরামপুরের অধীন, শ্রীরামপুর পৌরসভার এলাকাধীন, ১৩ নং ওয়ার্ডে, ৪৩ নং পশ্চানন তলা লেন হোল্ডিং ভুক্ত, আর.এস. ৩৮১২ নং, হাল এল.আর ২৪৪১৪ নং খতিয়ান ভুক্ত, আর.এস ৮২২৫/৮২৪৯ নং, হাল এল. আর. ৮৪৯৫ নং দাগে ৩ তিন কাঠা বাস্তু জমির উপর নির্মিত ওম কুঞ্জ এ্যাপার্টমেন্ট নামক একটি বহুতল গৃহের তৃতীয় তলে (সেকেন্ড ফ্লোর) অবস্থিত, ফ্ল্যাট নং বি-২, যাহা ৩১০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আয়তন বিশিষ্ট একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট মায় তলস্থ জমির সমানুতিক অংশ মায় উক্ত বহুতল গৃহের যাবতীয় কমন অংশ ব্যবহারের অধিকার সহ। ইহার বর্ত্তমান বাজার মূল্য ৬,৮৬,৯৬০/- (ছয় লক্ষ ছিয়াশি হাজার নার টাকা মাত্র।
২। একটি পুরানো কাঠের তক্তপোষ, মূল্য ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা মাত্র।
৩। একটি পুরানো ছোট স্টীলের আলমারী, মূল্য ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা মাত্র।
৪। তিনটি পুরানো টিনের ট্রাঙ্ক যাহাতে উইল কর্তার কিছু জামাকাপড় ও কিছু বইপত্র রক্ষিত আছে, মূল্য ৩ × ৫০০ = ১,৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) টাকা মাত্র। জামাকাপড়ের মূল্য ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা মাত্র ও বইপত্রের মূল্য ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা মাত্র।
৫। একটি পুরানো রট আয়রনের আলনা, মূল্য ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা মাত্র।
৬। একটি পুরানো হাতঘড়ি, মূল্য ৩০০/- (তিনশত) টাকা মাত্র।
৭। একটি পুরানো কি-প্যাড মোবাইল ফোন, মূল্য ২০০/- (দুইশত) টাকা মাত্র।
৮। একটি পুরানো দেওয়াল ঘড়ি, মূল্য ১০০/- (একশত) টাকা মাত্র।
৯। একটি পুরানো পেনটিং, মূল্য ১০০/- (একশত) টাকা মাত্র।
১০। একটি লোহার ট্রলি টেবিল, মূল্য ৩০০/- (তিনশত) টাকা মাত্র। সর্ব্ব মোট মূল্য — ৬,৯৬,৪৬০/- (ছয় লক্ষ ছিয়ানব্বুই হাজার চারশত ষাট টাকা মাত্র।)

দরখাস্তকারীর পক্ষে অধিবক্তা
অমিত কুমার আগরওয়ালা
শ্রীরামপুর আদালত, হুগলী।

আদালতের আদেশানুসারে,
সমীর চক্রবর্ত্তী
সেরেস্তাদার,
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
শ্রীরামপুর, হুগলী, পঃ বঃ

নাম-পদবী

গত ৯ সেপ্টম্বর ২০১৯ ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ব্যারাকপুর কোর্টের হলফনামা বলে আমি সুমন সেনগুপ্ত উক্ত তারিখ থেকে সুমন সেনগুপ্ত ও সুমন সেনশর্মা এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম।

কিশোরী পরিচারিকার ওপর শারীরিক অত্যাচার, অভিযুক্ত দম্পতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দিনের পর দিন চলা দম্পতির অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে কয়েকজন প্রতিবেশীর সাহায্য পূর্ব কলকাতার এন্টালি থানায় সোজা হাজির বছর ১৪-র এক কিশোরী। থানায় সে জানায়, ওই দম্পতির মাস তিনেকের শিশু কেঁদে উঠলেই ওই কিশোরীকে মারা হত চড়। দিনের বেলায় ওই নাবালিকা পরিচারিকার উপর অকথ্য অত্যার চালাতেন গৃহিনী। আর বেশি রাত নামলেই মেয়েটির উপর চলত বাড়ির কর্তার যৌন নির্যাতন। প্রতিবাদ করলেই জুটত মার আর মা-বাবাকে মেরে ফেলার হুমকি। এই অভিযোগ পাওয়ার পরই ওই দম্পতির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। শুরু হয় পুলিশ তদন্তও। মারধর, গুরুতর আঘাত, হুমকি, পকসো আইন ও শিশুশ্রম আইনে পুলিশ ওই দম্পতির বিরুদ্ধে মামলা শুরু করেছে।

সূত্রে খবর, দরিদ্র পরিবারের ওই মেয়েটিকে পরিচারিকার কাজ করানোর জন্য বিহার থেকে নিয়ে আসা হয় কলকাতায়। এন্টালির গোরাচাঁদ রোডে ওই দম্পতির বাড়িতে পরিচারিকার কাজের জন্য তাকে নিয়োগ করা হয়। পাশাপাশি পুলিশের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, ওই দম্পতিরও আসল বাড়ি বিহারে। ১৪ বছরের ওই কিশোরীর উপর ভার পড়ে দম্পতির সদ্যোজাতের দেখভালের। অনভ্যস্ত হাতে সে শিশুটির পরিচর্যা করা শুরু করে। কিন্তু এরপর থেকেই শুরু হয় সমস্যা। ওই নাবালিকা পুলিশকে জানিয়েছে যে, শিশুটি কেঁদে উঠলেই সে তাকে নিজের মতো করে থামানোর চেষ্টা করত। কিন্তু কিছুক্ষণ কাঁদলেই বাড়ির গৃহিনীর রাগ গিয়ে পড়ত ওই কিশোরীর উপর। কেন সে শিশুটির কান্না থামাতে পারছে না, এমন প্রশ্নের সামনে পড়ত সে। পাশাপাশি প্রশ্ন করা হতো সে ইচ্ছা করে শিশুটিকে কাঁদাচ্ছে কি না তা নিয়েও। এর উত্তর না মিললেই তার উপর শুরু হত অত্যাচার। গৃহিনী প্রায়ই ওই নাবালিকাকে মারধর করতেন। আর এই অত্যাচারের চিহ্ন স্পষ্ট তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায়। এখানেই শেষ নয়, শিশুটিকে দেখভাল করা ছাড়াও রান্নায় সাহায্য থেকে শুরু করে বাড়ির বেশিরভাগ কাজই তাকে করতে হত। আর সেই কাজগুলিও না পারলে তাকে মারধর করা হত বলে অভিযোগ। সারাদিন খাটনির পর রাতে যখন একটি ঘরের মেঝেয় বিছানা পেতে ঘুমাত, তখন তর উপর চলত দ্বিতীয় দফায় অত্যাচার। ওই নাবালিকার অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে মেয়েটির ঘরে প্রবেশ করতেন বাড়ির কর্তা। বিভিন্নভাবে তার উপর চলত যৌন নিগ্রহ। যৌন নির্যাতনের প্রতিবাদ করলেই বিহারে লোক পাঠিয়ে কিশোরীর মা ও বাবাকে খুনের হুমকি দিতেন বাড়ির কর্তা। এইনির্যাতনের জেরে রাতে মাত্র কয়েক ঘণ্টা ঘুমাতে পারত সে। এদিকে সূত্রের খবর, এর মধ্যে ওই নাবালিকার মাকে বিহার থেকে ডেকে টাকার প্রলোভনও দেখানো হয়। নাবালিকার মেডিক্যাল পরীক্ষার পর আদালতে তার গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে। এরপর পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ভারতীয় ভোটার কার্ডধারী বহু বাংলাদেশি, চার মাসে ১১২টি কার্ড বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদন: চলতি বছরের জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর ভোটার তালিকা থেকে শতাধিক বাংলাদেশি নাগরিকের নাম বাদ দিয়েছে। রাজ্যের ১০টি জেলায় মোট ১১২ জন বাংলাদেশি নাগরিককে প্রাথমিকভাবে বিদেশি আঞ্চলিক নিবন্ধন অফিস (এফআরআরও) শনাক্ত করেছে। ৭৫০ জনেরও বেশি সন্দেহভাজনকে নিয়ে তদন্ত এখনও চলছে। বাংলাদেশি নাগরিকদের মধ্যে ভারতীয় ভোটার কার্ডের উপস্থিতি নির্বাচন কমিশনের কাছে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জানা গেছে, কলকাতা, মুম্বই এবং দিল্লির বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশনের সময় এই ঘটনাগুলি প্রকাশ্যে আসে। কিছু বাংলাদেশি নাগরিকের কাছে বাংলাদেশি পাসপোর্টের পাশাপাশি ভারতীয় ভোটার কার্ডও পাওয়া গিয়েছে। পরে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়।

যে ১০টি জেলা থেকে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে সেগুলি হল উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর দিনাজপুর এবং কোচবিহার।

এফআরআরও গ্রেপ্তারকৃত নাগরিকদের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া ভোটার কার্ডের বিবরণ রাজ্য সিইওর দপ্তরে পাঠিয়ে তদন্তের নির্দেশ দেয়। পরবর্তীকালে সিইওর কার্যালয় সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা নির্বাচনী কর্মকর্তাদের (ডিইও) তদন্তের নির্দেশ দেয়। জেলা থেকে কমিশনের কাছে পাঠানো তথ্য অনুসারে, সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট ১১২টি জাল বা অস্তিত্বহীন ভোটার কার্ড শনাক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে সবকটিই বাংলাদেশি নাগরিক। এই সমস্ত কার্ড ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। সিইও অফিস সূত্রে খবর, প্রতি মাসে ফরেনার্সর্স ট্রাইব্যুনাল-থেকে আনুমানিক ২৫ থেকে ৩০টি নতুন অভিযোগ আসে। অভিযোগ পাওয়ার পর, সিইওর অফিস সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিকে তদন্তের জন্য নির্দেশ জারি করে। জেলা পর্যায়ে যাচাই প্রায় সাত দিনের মধ্যেই করা হয় কার্ডটি আসল নাকি জাল তা নির্ধারণ করার জন্য। যদি কোনও কার্ড জাল বা অস্তিত্বহীন বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে তা অবিলম্বে বাতিল করে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়।

সিইওর অফিসের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, এই ধরনের অভিযোগ পেলে আমরা তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিয়ে থাকি। রাজ্যে যেহেতু এসআইআরের প্রস্তুতি চলছে, তাই এই ধরনের নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে এবং এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে বলেই নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর।

সম্প্রতি, সেনকোর গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের মৌলালি শোরুমে এমডি ও সিইও শুভঙ্কর সেন সেনকোর ধনতেরাস ২০২৫ এর কালেকশন লঞ্চ করলেন। উল্লেখ্য,ধনতেরাস উপলক্ষে ভারতের অন্যতম শীর্ষতম গয়না বিক্রেতা সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস উৎসবের মরশুমে শগুন ক্যাম্পেইন চালু করেছে। সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস গর্বের সঙ্গে শগুন সংগ্রহ উপস্থাপন করে- হলুদ সোনা, হীরে, অ্যান্টিক এবং পোলকিতে যত্ন সহকারে তৈরি নকশার একটি উৎসবমুখর পরিসর।

বিজয়া সম্মিলনী

নিজস্ব প্রতিবেদন কলকাতা: পুরসভার মেয়র পারিষদ সদস্য তথা ৫৬ নম্বর ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি, উত্তর কলকাতা আইএনটিটিইউসি-র সভাপতি ও উত্তর কলকাতা কোর কমিটির সদস্য স্বপন সমাদ্দার মহাশয়ের উদ্যোগে ৫৬ নম্বর ওয়ার্ডের গাঙ্গুলি মাঠ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হল জাঁকজমকপূর্ণ বিজয়া সম্মিলনী। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, কলকাতা পুরসভার মেয়র পরিষদ সদস্য জীবন সাহা, এবং ৫৫ নম্বর ওয়ার্ডের পুরমাতা সবিতারানি দাস। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন সঞ্চিতা দাস এবং বিশিষ্ট সঙ্গীত রাজু দাস, যাঁদের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ করে তোলে।

উইকেন্ডে সামান্য বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানাল আবহাওয়া দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শনি ও রবিবারে ফের হাওয়া বদল হতে পারে। উইকেন্ডে খুব সামান্য হলেও বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে কোনও কোনও জেলায়, এমনটাই জানাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, ৬ জেলাতে মেঘলা আকাশ এবং বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আংশিক মেঘলা আকাশ হতে পারে অন্যান্য জেলাতেও। দক্ষিণা বাতাস ও পশ্চিমী হাওয়ার সংস্পর্শে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। শুক্রবার পর্যন্ত মূলত পরিষ্কার আকাশ। কোনও কোনও জেলায় কিছুক্ষণের জন্য আংশিক মেঘলা আকাশ হতে পারে। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।

সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে তাপমাত্রা ২৩ থেকে ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকবে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা আরও ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম থাকবে বলে জানিয়ে দিল আবহাওয়া দপ্তর। তবে দক্ষিণবঙ্গে শনিবার থেকে উপকূলে মেঘলা আকাশ এবং বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। শনিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে। মূলত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি এবং বজ্রপাতের আশঙ্কা থাকবে। একইভাবে রবিবারে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার সঙ্গে পূর্ব মেদিনীপুরেও বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। শুক্রবার পর্যন্ত পরিষ্কার আকাশ কোথাও কোথাও আংশিক মেঘলা আকাশ এবং বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। এরপর সোমবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা ফের কমে যাবে।

অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের শনিবারে পার্বত্য এলাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা। শনি ও রবিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এবং বজ্রপাতের আশঙ্কা থাকবে দার্জিলিং, কালিম্পং এবং জলপাইগুড়ি জেলার কিছু অংশে। শুধু বৃষ্টি নয়, আগামী কয়েক দিন কুয়াশার সম্ভাবনাও বাড়বে দার্জিলিং-সহ পার্বত্য এলাকায়। কলকাতায় মূলত পরিষ্কার আকাশ। সপ্তাহান্তে আংশিক মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা। শনি ও রবিবারের মধ্যে খুব হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা রয়েছে।

সঙ্গে স্বস্তির খবর একটাই, আগামী ৪৮ ঘণ্টায় বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই কলকাতা সংলগ্ন এলাকায়। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমবে। জলীয় বাষ্প কিছুটা থাকলেও এখনও অস্বস্তি বেশি হবে না। হাওয়ার পরিবর্তন। দক্ষিণ-পশ্চিম বাতাসের প্রভাব কমবে। খুব সকালে সামান্য ধোঁয়াশা-কুয়াশা থাকবে। দিন এবং রাতের তাপমাত্রায় খুব একটা বড়সড় পরিবর্তন নেই। কলকাতায় বৃহস্পতিবার সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৩.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ১.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। বুধবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ০.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৪২ থেকে ৯২ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় শহরের তাপমাত্রা থাকবে ২৪ ডিগ্রি থেকে ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ১৭ অক্টোবর ২০২৫, ৩০ আশ্বিন ১৪৩১ শুক্রবার

মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলায় ‘না’

■ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দায়ের করা ফৌজদারি অবমাননা মামলা অবশেষে প্রত্যাহার করল মামলাকারী সংগঠন ‘আত্মদীপ’। দেশের অ্যাটর্নি জেনারেল আর ভেঙ্কটরামানি আদালত অবমাননা মামলার জন্য অনুমতি দেননি। এই মামলার জন্য অনুমতি না দেওয়ায় বৃহস্পতিবার সংগঠনটির পক্ষ থেকে সুপ্রিম কোর্টে মামলা প্রত্যাহারের আবেদন জানায়। ডিভিশন বেঞ্চ সেই আবেদন মঞ্জুর করেছে বলে খবর। সূত্রের খবর, আদালতে সংগঠনের আইনজীবী জানান যে, অ্যাটর্নি জেনারেল ক্রিমিনাল কনটেম্পটের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি না দেওয়ায় মামলা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এরপরেই মামলাটি প্রত্যাহারের অনুমতি চাওয়া হয় এবং আদালত তা মঞ্জুর করে। এর আগে এই মামলায় মামলাকারীর আইনজীবীর উদ্দেশে প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাই বলেছিলেন, ‘কোর্টকে রাজনীতির জায়গা করবেন না। রাজনৈতিক যুদ্ধ অন্য জায়গায় করুন।’ অবশেষে অ্যাটর্নি জেনারেলের অনুমতি না মেলায় সেই মামলার পরিসমাপ্তি ঘটল সর্বোচ্চ আদালতেই।

গঙ্গায় তলিয়ে গেল গাড়ি

■ নিমতলা ঘাট এলাকায় গঙ্গায় তলিয়ে গেল আস্ত একটা গাড়ি। কীভাবে গাড়িটি গঙ্গায় গিয়ে পড়ল এবং তলিয়েও গেল তা নিয়ে শুরু হয় জল্পনার। এদিকে এই ঘটনায় চারজন আহতও হয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকালে নিমতলা এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা হঠাৎ দেখেন, গঙ্গায় কিছু একটা তলিয়ে যাচ্ছে। এর কিছু পরেই তাঁরা বুঝতে পারেন সেটি সাদা রঙের একটি চারচাকা গাড়ি। গাড়িটি ততক্ষণে প্রায় মাঝ গঙ্গায়। ক্রমে তলিয়েও যাচ্ছে সেটি। গঙ্গার মাঝখানে গাড়ি ডুবতে দেখেই খবর দেওয়া হয়েছিল পুলিশে। সঙ্গে সঙ্গেই আসে পুলিশ। ট্রাফিক গার্ড ও জোড়াবাগান থানার পুলিশ হাত লাগায় গাড়িটিকে উদ্ধার করতে। তবে কীভাবে গাড়িটি গঙ্গায় গড়িয়ে গেল, তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। গাড়িটি পাড় থেকে বেশ কিছুটা দূরত্বে রয়েছে। কীভাবে গাড়িটি তলিয়ে গেল, তা নিয়েও ধোঁয়াশা তৈরি হয়। পরে জানা যায়, অমিত আগরওয়াল নামক এক ব্যক্তি তাঁর মাকে নিয়ে ভূতনাথ মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন। গাড়িটি নিমতলা শ্মশানঘাটে দাঁড় করানো ছিল। পুলিশের অনুমান, হ্যান্ডব্রেক দেওয়া ছিল না গাড়িতে।

হাইকোর্টের নির্দেশ

■ বাসুদেবপুর মহারাজ নন্দকুমার হাইস্কুলের মাঠে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ‘স্কুলের মাঠে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সারারাত কীভাবে হয়, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে আদালত। একইসঙ্গে প্রশ্ন ওঠে, স্কুলই বা অনুমতি দেয় কীভাবে। পাশাপাশি আদালতের পর্যবেক্ষণ, প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। কারণ, স্কুলের খেলার মাঠে অন্য সংস্থাকে অনুষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত দেয় কীভাবে তা নিয়েই প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু ডিভিশন বেঞ্চ। পাশাপাশি হাইকোর্টের নির্দেশ, পড়ুয়াদের মাঠে সারারাত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নয়। স্কুলের মাঠে ভবিষ্যতে আর কোনওদিন এরম অনুষ্ঠান না হয় সেদিকে নজর দিতে হবে। স্কুল ছাড়া অন্য কেউ অনুষ্ঠান করতে পারবে না। স্কুলের মাঠ স্কুলের পড়ুয়াদের জন্য ব্যবহার করার। একইসঙ্গে পূর্ব মেদিনীপুর জেলাশাসক, এসপিকে পদক্ষেপ করার নির্দেশও দেয় বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর ডিভিশন বেঞ্চ। সঙ্গে এও নির্দেশ দেওয়া হয়, স্কুলের মাঠে পুজো করা যেতে পারে।

এসআইআর শুরুর আগেই দারুণ অগ্রগতি
ভোটার তালিকায় মিলল ৩ কোটি ৪৮ লক্ষ নাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়া (স্পেশ্যাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন বা এসআইআর) শুরু হওয়ার আগেই নির্বাচনী কাজের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ প্রায় শেষের মুখে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে চলা নাম ম্যাপিং ও ম্যাচিং প্রক্রিয়ায় ইতিমধ্যেই রাজ্যের ৩ কোটি ৪৮ লক্ষ ভোটারের তথ্য সফলভাবে মেলানো ও আপলোড করা হয়েছে। কমিশনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ২৩টি জেলার মধ্যে সাতটি জেলার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে, বাকিগুলিতেও দ্রুত অগ্রগতি চলছে।

সূত্রের খবর, জেলার ম্যাজিস্ট্রেটদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে তদারকির জন্য অতিরিক্ত সিইও-স্তরের আধিকারিক নিয়োগের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। কমিশনের লক্ষ্য, আসন্ন এসআইআর শুরু হওয়ার আগেই সব জেলার কাজ শেষ করা। মূলত ২০০২ সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে বর্তমান তথ্য মিলিয়ে দেখা হচ্ছে; যে প্রক্রিয়াটিকে কমিশন ‘টেবিল টপ এক্সারসাইজ’ হিসেবে বর্ণনা করেছে।

এই প্রাথমিক ম্যাপিং সম্পূর্ণ হলে, চূড়ান্ত তালিকা তৈরির সময় ভোটারদের পুনরায় হিয়ারিংয়ের প্রয়োজন পড়বে না। যাঁদের নাম দুই তালিকায় মিলে গেছে, তাঁদের বিষয়ে কোনো সমস্যা থাকছে না। তবে যাঁদের নাম নেই, তাঁদের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে; মৃত্যু, স্থানান্তর বা অন্যত্র নাম তোলা; বিভিন্ন কারণেই অনেকের নাম বাদ পড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে কমিশন সময়সীমা বাড়িয়ে ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত করেছে। উল্লেখযোগ্যভাবে ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, পুরুলিয়া, কলকাতা উত্তর ও মালদা; এই সাতটি জেলার কাজ ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ। তবে কলকাতা ও আশপাশের এলাকায় নগরায়নের কারণে ম্যাপিং প্রক্রিয়া কিছুটা ধীরগতিতে চলছে।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, এবারের এসআইআর সম্পূর্ণ অনলাইনে হবে; ২০০২ সালের মতো হাতে কলমে নয়। তাই আগেভাগেই সমস্ত তথ্য যাচাই সেরে রেখে নির্বিঘ্নে প্রক্রিয়া শুরু করতে চায় কমিশন।

যদিও এই প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ইতিমধ্যে ২০০২ সাল ধরে ভোটার তালিকার ম্যাপিংয়ের কাজ সম্পূর্ণ করেছে নির্বাচন কমিশন। তাতে সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে ৪০ শতাংশ ভোটারকে চিহ্নিত করা যাচ্ছে না, সাড়া রাজ্যজুড়ে ২০০২ সালের তালিকা ধরে মোট ভোটারের ৩০ শতাংশ চিহ্নিত করা সম্ভব হচ্ছে না। এবার যারা এর মধ্যে ভারতীয় নাগরিক আছেন তাদের নাম তুলতে কোনও অসুবিধা হবে না, যদিও বাংলাদেশি রোহিঙ্গা মুসলিমদের নাম তুলতে গেলে তাদের প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র দিয়ে নাম তুলতে হবে, যা আদতে সম্ভব হবে না।

শব্দবাজি নিয়ে রাজ্যের গাইডলাইন পালনের নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দীপাবলী ও কালীপুজোয় নিষিদ্ধ হওয়া শব্দবাজি ফাটানো নিয়ে এবার কড়া অবস্থান কলকাতা হাইকোর্টের। বৃহস্পতিবার বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু ও বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্তার ডিভিশন বেঞ্চের স্পষ্ট নির্দেশ, শব্দবাজি নিষিদ্ধকরণ নিয়ে রাজ্য যে গাইডলাইন দিয়েছে, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। শুধু তাই নয়, নিয়ম মেনে বাজি পোড়ানো হচ্ছে কি না, তাও মুখ্যসচিবের কাছে জানতে চান বিচারপতিরা। যদিও এ বিষয়ে রাজ্যের পদক্ষেপেই আস্থাপ্রকাশ করতে দেখা যায় হাইকোর্টকে। সঙ্গে এও জানানো হয়, তিন সপ্তাহের মধ্যে গাইডলাইন কার্যকর সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দিতে হবে আদালতে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, শব্দবাজি বন্ধ করতে গত ২২ সেপ্টেম্বর মুখ্যসচিব একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। তাতে স্পষ্ট নির্দেশ ছিল, শব্দবাজি নিয়ে রাজ্য যে যে গাইডলাইন বেঁধে দিয়েছে, তা মেনে চলতে হবে। এই প্রসঙ্গেই বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু জানতে চান, রাজ্যের জারি করা সেই গাইডলাইন কি আদৌ মেনে চলা হচ্ছে কি না। তবে এ ব্যাপারে কোনও নির্দিষ্ট তথ্য জানাতে পারেনি রাজ্য। এতেই ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায় হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চকে। পাশাপাশি মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দেওয়া হয়, আধঘণ্টার মধ্যেই যেন তা জানানো হয়। অন্যথায় তাঁকে আদালতে তলব করা হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দেন বিচারপতিরা। এর পাশাপাশি ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, শব্দবাজি নিষিদ্ধকরণ নিয়ে শুধুমাত্র বিজ্ঞপ্তি জারি করেই দায় এড়ানো যাবে না। বিষয়টি নজরদারির মধ্যে রাখতে হবে।

এদিকে এই প্রসঙ্গে আইনজীবী সৈকত ঠাকুরতা জানান, ‘আসলে শব্দবাজি নিষিদ্ধ করতে রাজ্য অনেক পদক্ষেপই নিয়েছে। ২০২১ সালেই বলা হয়েছিল, শব্দবাজি নিষিদ্ধ করে শুধুমাত্র সবুজ বাজি তৈরি হোক রাজ্যে। কিন্তু তা কীভাবে কার্যকর হচ্ছে, সে বিষয়ে রাজ্য কিছু জানাতে পারছে না। আদালত সেটাই জানতে চেয়েছে যে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।’

কালীপুজোয় নিষিদ্ধ ফানুস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বৃহস্পতিবার কলকাতা শহিদ মিনার ময়দানের বাজির বাজার পরিদর্শন করলেন কলকাতার সিপি মনোজ ভার্মা। এর আগে বুধবার কালীপুজো উদ্যোক্তা ও দমকল, পুরসভা, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন পুলিশ কমিশনার ও অন্য পুলিশকর্তারা। এদিন পুলিশ কমিশনার জানান, কয়েকটি পুজো কমিটি ফানুস বন্ধ করার অনুরোধ জানিয়েছে। ফানুস ওড়ানোর ব্যাপারে ২০১৯ সালের দমকলের একটি নির্দেশিকা রয়েছে। সেই অনুযায়ী, ফানুস নিষিদ্ধ।

দুর্গাপুজোর মতো কালীপুজোতে কার্নিভালের আয়োজন করা যেতে পারে। বিদ্যুৎ বিলেও ছাড়ের আর্জি। কালীপুজোর সমন্বয় বৈঠকে একগুচ্ছ দাবি পেশ পুজো উদ্যোক্তদের। এর পাশাপাশি কীভাবে দুর্গাপুজোর মতো সুষ্ঠুভাবে কালীপুজোর আয়োজন করা যেতে পারে, সেই নিয়েই আলোচনা হয় বৈঠকে। সূত্রের খবর, চলতি বছর মোট ২ হাজার ৮০০টি পুজোকে অনুমোদন দিয়েছে শহরের প্রশাসন।

নগরপাল জানিয়েছেন, অনুমোদিত গ্রিন বাজিই ফাটাতে পারবেন শহরবাসী। সেই মর্মে কলকাতার বিভিন্ন পয়েন্টে চেকিং চলছে। বিমান ওঠানামায় বিপত্তি তৈরি হতে পারে ফানুসের কারণে, এই নিয়ে একাধিক অভিযোগও উঠেছে। ফানুসের পাশাপাশি লেজার আলো নিয়েও সতর্ক করা হয়েছে লালবাজারের পক্ষ থেকে। নিষিদ্ধ শব্দবাজি ফাটানো হলেই কড়া পদক্ষেপ করবে পুলিশ। কমিশনার বলেন, গ্রিন বাজিতে ছাড় রয়েছে, কিন্তু যে সকল বাজিগুলিকে নিষিদ্ধ বলে চিহ্নিত করেছে প্রশাসন। ফলে তা কোনও ভাবেই বিক্রি ও কেনা যাবে না। ফানুস নিয়েও দিলেন সতর্কবার্তা। তিনি বললেন, ‘ফানুস নিষিদ্ধ বাজির তালিকাভুক্ত। এই নিয়ে দমকল দপ্তরের ২০১৯ সালের একটা বিজ্ঞপ্তিও রয়েছে। প্রতিটি থানাকে বলা রয়েছে, ফানুস বিক্রি বা কেনার ঘটনা দেখলে তাঁরা যেন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।’

এদিকে এই বৈঠকে উপস্থিত আশিস রায় নামে এক পুজো উদ্যোক্তা জানান, ‘কলকাতা পুলিশের আমন্ত্রণে এখানে এসেছিলাম। নগরপালও যোগ দিয়েছিলেন। আমরা তাঁকে জানাই, দুর্গাপুজোর ক্ষেত্রে যদি অনুদান পাওয়া যায়, কার্নিভাল করা যায় কিংবা বিদ্যুৎ বিলে ছাড় পাওয়ায় যায়, আমাদের ক্ষেত্রে তা নয় কেন? পাশাপাশি, কলকাতার আবাসনগুলি বিশেষ করে বহুতলে যাতে সকল নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করে বাজি ফাটানো হয়, শহরবাসীর কাছে সেই আর্জিই রাখেন তিনি। প্রতিবছর ন্যায় এই বছরও বিসর্জনের জন্য সময় বেঁধে দিয়েছে কলকাতা পুলিশ। বুধবার নগরপাল জানিয়েছেন, আগামী ২১, ২২ ও ২৩ অক্টোবর কালী প্রতিমা বিসর্জনের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

বাংলার রাজনীতিতে নতুন ময়দানে তৃণমূল বনাম বিজেপির ডিজিটাল যুদ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের লড়াই এখনও ময়দানে নামেনি, কিন্তু তার দামামা বেজে উঠেছে অনলাইন পরিসরে। রাজ্য রাজনীতির দুই শিবির; তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি; এখন মুখোমুখি এক অভূতপূর্ব ডিজিটাল যুদ্ধক্ষেত্রে।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই রাজনৈতিক তাপমাত্রা ছুঁয়ে গেল নতুন উচ্চতায়। একদিকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘোষণা করলেন কর্মসূচি ‘আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা’, অন্যদিকে প্রায় একই সময়ে কলকাতায় বিজেপি আয়োজন করল নিজেদের সোশ্যাল মিডিয়া ও সাংগঠনিক কর্মশালা, যেখানে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ঘোষণা করলেন ছ’মাসের ডিজিটাল রোডম্যাপ ২০২৬ ভোটের প্রস্তুতির জন্য।

অভিষেকের নতুন প্রচারযজ্ঞে বার্তা স্পষ্ট; বাংলার গরিমা, সংস্কৃতি ও আত্মসম্মানকে আঘাত করছে বহিরাগত শক্তি। এবার আমাদের লড়াইও হবে সেই একই মাধ্যমে; ডিজিটালে। ভিডিও বার্তায় তিনি আহ্বান জানান, যারা বাংলাকে ভালোবাসেন, তারা হন ডিজিটাল যোদ্ধা। তৃণমূল সূত্রে জানা গেছে, একটি পৃথক পোর্টাল চালু হয়েছে যেখানে অনলাইনে নাম নথিভুক্ত করেই যোগ দেওয়া যাবে এই অভিযানে। তরুণ প্রজন্মের হাতেই দলের ডিজিটাল সেনাবাহিনীর দায়িত্ব।

অন্যদিকে বিজেপির সভায় অমিত মালব্য ঘোষণা করেন, সোশ্যাল মিডিয়াই এখন জনমতের যুদ্ধক্ষেত্র। তাঁর কথায়, তৃণমূলের বিভ্রান্তিকর প্রচারের জবাবে আমরা সত্য তুলে ধরব, কারণ মানুষ জানতে চায় বাস্তব। রাজ্যের মিডিয়া কনভেনর সপ্তর্ষি চৌধুরী আরও একধাপ এগিয়ে বলেন, তৃণমূল প্রশাসনিক শক্তি ব্যবহার করে আমাদের কর্মীদের দমন করছে, কিন্তু এবার প্রতিরোধ হবে ডিজিটাল দুনিয়ায়ও।

দুই দলের এই পাল্টা উদ্যোগে স্পষ্ট, আসন্ন নির্বাচনের আসল লড়াই এবার রাস্তায় নয়; স্ক্রিনে, ক্লিক আর কনটেন্টে। একদিকে ‘বাংলার মর্যাদা রক্ষায় ডিজিটাল যোদ্ধা’, অন্যদিকে ‘সত্য প্রচারের ডিজিটাল সেনা’;বাংলার রাজনীতি প্রবেশ করছে এমন এক যুগে, যেখানে ভোটের কৌশল ঠিক করবে অ্যালগরিদম আর জনমত গড়বে হ্যাশট্যাগ। রাজনৈতিক মহলের ভাষায়, এটা আর শুধু প্রচার নয়, এটা বাংলার নতুন ডিজিটাল যুদ্ধ।

ইছাপুরে গাড়ি রাখা নিয়ে বচসা, মৃত্যু চালকের, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: গাড়ি রাখা নিয়ে বচসার জেরে ঘুষিতে মৃত্যু হল এক যুবকের। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে নোয়াপাড়া থানার ইছাপুর কণ্ঠাধারে। মৃতের নাম দিলীপ দাস (৩৭)। তিনি পেশায় গাড়ি চালক। তাঁর বাড়ি নোয়াপাড়া থানার ইছাপুর নবাবগঞ্জ বাজার পাড়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ইছাপুর কণ্ঠাধার যামিনী ভূষণ হাসপাতাল রোডে একটি বাড়ির সামনে চারচাকা গাড়ি রেখে দিলীপ দাস এবং তাঁর বন্ধুরা পাশেই একটি দোকানে কচুরি খাচ্ছিলেন। অভিযোগ, বাড়ির সামনে গাড়ি রাখায় গাড়ির কাঁচ ভেঙে দেয় ওই বাড়ির সদস্যরা। দিলীপ দাস এবং তাঁর বন্ধুরা এর প্রতিবাদ জানায়। ওই বাড়ির সদস্য এক যুবক সৌভিক রায়, দিলীপ দাস এবং তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন। অভিযোগ, বচসা চলাকালীন সৌভিক সপাটে দিলীপকে ঘুষি মারেন। ঘুষিতে বেসামাল হয়ে রাস্তায় উল্টে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পান গাড়ি চালক দিলীপ দাস। তৎক্ষনাৎ তাঁকে ব্যারাকপুর বিএন বসু হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। ঘটনায় অভিযুক্ত সৌভিক রায় এবং তাঁর বোন পায়েল রায়কে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনা নিয়ে উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার সিআইসি প্রদীপ বসু বলেন, রাস্তার ধারে একটি বাড়ির সামনে একজন গাড়ি রেখেছিল। ওই বাড়ির মালিক তাতে আপত্তি জানায়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে চালকের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনা নিয়ে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি নর্থ গণেশ বিশ্বাস জানান, ঘটনায় জখম দিলীপ দাসকে ব্যারাকপুর বিএন বসু হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

হোর্ডিং, পোস্টার ও ব্যানারে অর্থ তোলার প্রস্তাব তৃণমূল কাউন্সিলরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শহরজুড়ে গুচ্ছ-গুচ্ছ হোর্ডিং, পোস্টার ও ব্যানার। এগুলি থেকে টাকা আদায় করে ক্লাব। তাতে অবশ্য কলকাতা পুরসভার ভাঁড়ারে জমা হচ্ছে না কোনও টাকাই। আর এবার এই প্রসঙ্গেই প্রশ্ন তুলতে দেখা গেল কলকাতা পুরসভার আটচল্লিশ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর বিশ্বরূপ দে-কে। বিশ্বরূপ জানান, কলকাতা শহর জুড়ে গুচ্ছগুচ্ছ হোর্ডিং বোর্ড রয়েছে। এগুলি দিয়ে ব্যবসা করে খাচ্ছে একাধিক ক্লাব। আর এখানেই তাঁর প্রশ্ন, এই হোডিং বোর্ড ব্যবসা থেকে কলকাতা পুরসভা কোন টাকা উপার্জন করতে পারছে না কেন। কলকাতা পুরসভার বর্তমানে যে আর্থিক পরিস্থিতি, তাতে এই পুজো উদ্যোক্তা বা ক্লাবগুলি থেকে কেন পুরসভা কোনও অর্থ আদায় করছে না তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন কাউন্সিলর বিশ্বরূপ। এই প্রসঙ্গে অবশ্য কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানান, কলকাতা পুরসভা নিজের অর্থভাণ্ডার ক্ষতি করেই পুজোর যাবতীয় কাজ করেছে শহর জুড়ে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ রয়েছে, এই উৎসবকে বৃহত্তর আকারে তুলে ধরতে হবে। ক্লাবগুলি বা পুজো উদ্যোক্তাদের পাশে দাঁড়ানোর নির্দেশ রয়েছে কলকাতা পুরসভার। তাই এক্ষেত্রে কোনও অর্থ নেওয়া সম্ভব নয়। তবে তৃণমূল কাউন্সিলরের এভাবে প্রকাশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়ায় শুরু হয়েছে জোর গুঞ্জন। এই প্রসঙ্গে বিশ্বরূপ দে খুব স্পষ্ট ভাষায় জানান, ‘আমি ভুল কিছু বলিনি। ক্লাবগুলি ব্যবসা করবে। পুজো কমিটিগুলো ব্যবসা করবে। অথচ কলকাতা পুরসভা কোনও অর্থ পাবে না এটা হওয়া উচিত নয়।’ বর্তমানে কলকাতা পুরসভা যে পরিস্থিতি হয়ে রয়েছে, তাতে অর্থ আদায়ের উৎসগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত বলেই মনে করেন বিশ্বরূপ।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, বর্তমানে অর্থ সঙ্কটে ভুগছে কলকাতা পুরসভা। সেখানে তৃণমূলেরই একজন কাউন্সিলর এভাবে প্রকাশ্যে পুজোগুলিকে দেওয়া পুরসভার আর্থিক সুবিধা নিয়ে যে প্রশ্ন তোলেন তা নিয়ে শুরু হয় জল্পনা। মুখ্যমন্ত্রী বছর খানেক ধরেই কলকাতা পুরসভাকে হোর্ডিং বোর্ড বাবদ কোনও খরচ পুজো কমিটি গুলি থেকে নিতে নিষেধ করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী একশো শতাংশ নিশ্চিত এসআইআর হলে তৃণমূল হারবে: সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে এসআইআর নিয়ে যখন শাসক দল সুর চড়াচ্ছে, তারই মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, ‘এসআইআর করতে নির্বাচন কমিশন যেভাবে আগ্রহী হয়েছে, যে ভাবে এসআইআর হওয়া দরকার, সেটা হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একশো শতাংশ নিশ্চিত যে তৃণমূল কংগ্রেস হারবে। তারা এটাকে বাধা দেওয়ার জন্য যা যা করার করবে। আমরাও আগামীদিনে পথে নামব, ভোটার তালিকাতে বাংলাদেশি রোহিঙ্গা ও মুসলিমদের খুঁজে বের করব। আমাদের স্পষ্ট কথা তৃণমূল কংগ্রেস যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিক কেন তারা বাংলাদেশি রোহিঙ্গা মুসলিমদের দেশের নাগরিকত্ব ও ভোটার করতে চায়। বিহারে যা হয়েছে এই রাজ্যেও তাই হবে।’

সুকান্ত মজুমদার আরও মন্তব্য করেন যে, এসআইআর বাস্তবায়িত হলে রাজ্যের রাজনৈতিকে একটি নতুন মাত্রা পাবে এবং তাদের সংগঠনের কর্মীরা মাঠে নামবে। তিনি তৃণমূলের প্রতি তীব্র প্রশ্ন তোলেন; কেন দলটি বিদেশি বলে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নাগরিকত্ব ও ভোটার তালিকায় থাকার পেছনে দাঁড়াচ্ছে?

তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখনও কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। রাজনৈতিক পর্যালোচকরা মনে করছেন, এসআইআর ইস্যুটি রাজ্যের রাজনীতিতে উত্তেজনা বাড়াতে পারে এবং ভবিষ্যতে মাঠ পর্যায়ে সংঘর্ষাত্মক রাজনীতির সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে।

নৈহাটির ভোটার তালিকায় পাকিস্তানের নাগরিক, বিস্ফোরক অভিযোগ অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: অবৈধ অনুপ্রবেশ নিয়ে আগেও সরব হয়েছেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। এবার নৈহাটিতে ভোটার তালিকায় পাকিস্তানের নাগরিকের নাম রয়েছে, তা নিয়েই অভিযোগ করলেন অর্জুন সিং। যিনি পাকিস্তান থেকে এদেশে এসে টানা ৩৪ বছর ধরে নৈহাটি পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের এটি ঘোষ রোডে সন্তানদের নিয়ে বসবাস করছেন। ওই মহিলার নাম সালেহা খাতুন ওরফে সালেহা ইমরান। ওই মহিলার অবৈধ বসবাসের প্রমাণ-সহ নথিপত্র বৃহস্পতিবার তিনি সংবাদমাধ্যমের কাছে তুলে ধরলেন। সমস্ত নথিপত্র-সহ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের কাছে তিনি অভিযোগ জানিয়েছেন। তিনি নির্বাচন কমিশনারের কাছে অবিলম্বে ওই মহিলার এদেশের ভোটার কার্ড প্রত্যাহারের দাবি করেছেন। এদিন নিজের এক্স হ্যান্ডেল থেকে অভিযুক্ত সালেহা খাতুন ওরফে সালেহা ইমরানের নথি পোস্ট করেছেন অর্জুন সিং। তিনি লেখেন, ‘পাকিস্তান থেকে এখানে এসে ভোটার কার্ড, আধার কার্ড করিয়ে সরকারি সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ করছেন এক মহিলা। অথচ তৃণমূলের প্রশাসন সব জেনেও চুপ করে বসে আছে।’ তিনি দাবি করেছেন, সালেহা খাতুন ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিরা পাকিস্তানের নাগরিক। সালেহা খাতুনের জন্ম পাকিস্তানের করাচিতে। তিনি পাকিস্তানের পাসপোর্ট ব্যবহার করেন। কিন্তু এদেশে তাঁর ভোটার কার্ড, আধার কার্ড সবই রয়েছে। বিজেপি নেতা অর্জুন সিং উল্লেখ করেছেন, সালেহা খাতুনের দুই সন্তান ইয়াওয়ার ইমরান এবং জাজবা ইমরানের জন্ম পাকিস্তানের করাচিতে। পাকিস্তানি পাসপোর্টের মাধ্যমে তাঁদের ভারতে আনা হয়েছে। তাছাড়া উভয়েই ভারতের ভোটার পরিচয়পত্র অর্থাৎ

এপিক কার্ড অর্জন করেছে, যা ১০৪-নৈহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। সামাজিক পোস্টে প্রাক্তন সাংসদ লিখেছেন, ‘এভাবে এপিক কার্ডের অবৈধ ইস্যু করা মানে, স্থানীয় স্তরের নির্বাচন ব্যবস্থার সরাসরি ব্যর্থতার প্রমাণ। এটি নির্বাচন প্রশাসনিক কাঠামোর গুরুতর ত্রুটি নির্দেশ করে। কে বা কারা এপিক কার্ডের জন্য ফর্ম-৬ আবেদনপত্রে অনুমোদন দিয়েছে। নৈহাটি ইআরও, ব্যারাকপুর এসডিও বা অন্য কেউ কর্তাব্যক্তি এবং কোনও মধ্যস্থ ব্যক্তিরা ইচ্ছাকৃতভাবে এই জাল নথিপত্রের ইস্যু প্রক্রিয়ায় সহায়তা করেছেন, তা শনাক্ত করার তিনি দাবি রেখেছেন অর্জুন সিং। এই ইস্যুতে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং জানান, মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় বাংলাদেশি ও পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গারা যেভাবে এদেশে এসে ঘাঁটি গেড়েছেন। নৈহাটি এটি ঘোষ রোডের বাসিন্দা মহম্মদ ইমরান ১৯৯১ সালে বিবাহ করেন পাকিস্তানের করাচির বাসিন্দা সালেহা খাতুনকে। তাঁর দুই সন্তানের জন্ম পাকিস্তানে। পাকিস্তান থেকে এসে এঁরা ভোটার তালিকায় নাম তুলে ভারতের নাগরিক হয়ে গেছেন। এদিন তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, মমতা ব্যানার্জি এবং তাঁর দলের লোকজন এসআইআর নিয়ে ধমকাচ্ছেন, চমকাচ্ছেন। তাঁর অভিযোগ, মমতা ব্যানার্জি রাজ্যের মুখ্য সচিব ও স্বরাষ্ট্র সচিবকে বসিয়ে নির্বাচন কমিশনকে চমকাচ্ছেন। অপরদিকে মহিলার স্বামী মহম্মদ ইমরান বলেন, ১৯৯১ সালে পাকিস্তানের করাচির বাসিন্দা সাহেলা খাতুনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বিয়ের পর থেকেই পাকিস্তানের পাসপোর্ট ব্যবহার করে তাঁর স্ত্রী দীর্ঘমেয়াদি ভিসায় এখানে বাস করছেন। প্রতি দু’বছর অন্তর ভিসার মেয়াদ বাড়ানো হয়। কিন্তু ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর জন্য ২০২০ সালে এবং ২০২২ সালে আবেদন করা হয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ভিসার মেয়াদ বাড়ানো হয়নি। ইতিমধ্যেই তাঁর স্ত্রীর পাকিস্তানের পাসপোর্টের মেয়াদও উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। এর ফলেই তিনি সমস্যায় পড়েছেন। তাঁর দাবি, দশ বছর আগে তাঁরা পাকিস্তানে গিয়েছিলেন। তারপর আর পাকিস্তানে তাঁদের যাওয়া হয়নি।

সম্পাদকীয়

একাদশ দ্বাদশে প্রশ্নের ধরন বদল নিয়ে বেশী পরীক্ষা নিরীক্ষা কাম্য নয়

চলতি বছর থেকে বড় বদল এসেছে রাজ্যের উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পরীক্ষা ব্যবস্থায়। চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে শুরু হয়েছে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে সেমিস্টার পদ্ধতি। আর অতীতের মত বছরে দুটো করে পরীক্ষা নয়, গোটা সিলেবাসকে চারটি সেমেস্টারে ভাগ করা হয়েছে। ফলে উচ্চমাধ্যমিক বলে আর আলাদা করে কিছু থাকছে না ২০২৭ সাল থেকে। তবে এই পদ্ধতি চালু করতে গিয়ে প্রশ্ন উঠেছে পরীক্ষার প্রশ্নের ধরন নিয়ে। প্রশ্নের ধরন কি আগের মতই থাকবে, না সিস্টেমের সঙ্গে তারও বদল হওয়া দরকার। এই ভাবনা থেকেই শুরু হয়েছে প্রশ্নের ধরন বদল নিয়ে আলোচনা। তবে এই নিয়ে আপাতত সবটাই রয়েছে ভাবনা চিন্তার স্তরে। কোনও কিছুই চূড়ান্ত হয়নি। প্রাথমিক ভাবে যা জানা যাচ্ছে, প্রথম ও তৃতীয় সেমিস্টারে শর্ট ও ডেসক্রিপটিভ টাইপের প্রশ্ন আর দ্বিতীয় ও চতুর্থ সেমিস্টারে এমসিকিউ এবং ওএমআর টাইপ প্রশ্ন করার কথা ভাবা হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, প্রথম সেমিস্টারে এমসিকিউ,ওএমআর ধরনের প্রশ্ন হওয়ায় এবং সাপ্লিমেন্টারি পদ্ধতির সুযোগ থাকায় নম্বর উঠছে ভুরি ভুরি। কিন্তু এই পড়ুয়ারাই যখন দ্বিতীয় সেমিস্টার দিচ্ছে বা চতুর্থ সেমিস্টার দেবে তখন অকৃতকার্যের সংখ্যা বেড়ে যাবে বলেই মত শিক্ষক মহলের। তাই এই সমস্যা সমাধানে তিনটি বিকল্প পথের কথা ভাবা হয়েছে। প্রথমত, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষার মতোই এমসিকিউ, শর্ট আনসার টাইপ ও ডেসক্রিপটিভ টাইপের প্রশ্ন মিলিয়েমিশিয়ে থাকুক। দ্বিতীয়ত, সংসদই দ্বাদশের মতো একাদশের প্রথম সেমেস্টারে এমসিকিউ এবং ওএমআর পদ্ধতির প্রশ্ন করুক ও খাতা দেখুক। তৃতীয়ত, একাদশ ও দ্বাদশে প্রথম ও তৃতীয় সেমেস্টারের পরীক্ষা হোক যথাক্রমে শর্ট ও ডেসক্রিপটিভ টাইপের প্রশ্নে। দু'টি ক্লাসেই দ্বিতীয় ও চতুর্থ সেমেস্টার হোক এমসিকিউ, ওএমআর পদ্ধতিতে। সংসদের দাবি আপাতত তৃতীয় বিকল্পেই জোর দেওয়া হচ্ছে। উচ্চ মাধ্যমিকের সেমেস্টারে এমসিকিউ,ডেসক্রিপটিভ টাইপ পদ্ধতিতে প্রশ্নোত্তর করে মূল্যায়ন অসম্ভব। সেটাও মাথায় রাখতে হচ্ছে। তবে কোনও ভাবেই এসব নিয়ে বেশি পরীক্ষা নিরীক্ষা কাম্য নয়।

শব্দবাণ-৪১৫

১		২		৩	■	■
	■		■	৪		■
	■	■			■	■
৫		৬	■	৭		৮
■	■		■	■	■	
■	৯		■	১০	■	
■	■	১১				

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. বন্যা ৪. ঠিক খবর ৫. অত্যল্প, বিন্দুমাত্র ৭. অর্ধচন্দ্রের মতো বাঁকানো অস্ত্রবিশেষ ৯. পল্লব ১১ .ঈশ্বর, ভগবান।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. জলের ভয় ২. যোগচিহ্ন ৩. চোখ নীচু করে আছে এমন ৬. ধূসর ৮. শাস্ত্রের অংশ ১০. — বিনা আমি যেন মণিহারা ফণী।

সমাধান: শব্দবাণ-৪১৪

পাশাপাশি: ১. কলাদেখানো ৩. গরজি ৫. রজনী ৭. বয়স ৮. মাদার ১০. চিত্রলেখনী।

উপর-নীচ: ১. কঠোর ২. খাতিরজমা ৩. গরিব ৪. জিনিসপত্র ৬. নীবার ৯. দামিনী।

জন্মদিন

আজকের দিন

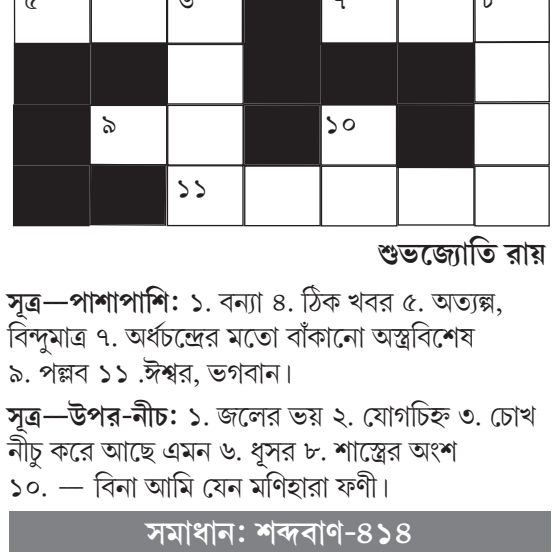

মিলখা সিং

১৯৩৫ *বিশিষ্ট দৌড়বীর মিলখা সিংয়ের জন্মদিন।*
১৯৫৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী স্মিতা পাতিলের জন্মদিন।*
১৯৭০ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় অনিল কুম্বলের জন্মদিন।*

মহাকালের মনমোহিনী মা কালী

রূপম চক্রবর্ত্তী

মাতৃ সাধক রামপ্রসাদ একটি গান স্মরণ করেই কৃপাময়ীর লেখা শুরু করতে চাই। রামপ্রসাদ গেয়েছেন,

'কালী নামে দাও রে বেড়া/ ফসলে তছরূপ হবে না/ কালী নামে দাও রে বেড়া/ ফসলে তছরূপ হবে না./সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া/ মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া/ তার কাছেতে যম ঘেঁষে না/মনরে কৃষি কাজ জানো না'...

অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যতকে যিনি কলন করেন তিনি মহাকাল। আর সেই মহাকালের নিয়ন্ত্রক যিনি, তিনিই মহাকালী। সাধক কমলাকান্ত ভট্টচার্যের গানে তাই পাই, 'সদানন্দময়ী কালী মহাকালের মনমোহিনী, আপনি নাচ আপনি গাও মা আপনি দাও মা করতালি।' এই গানেই আর একটু এগিয়ে কমলাকান্ত বলেন, 'আদিভূতা সনাতনী শূণ্যরূপা শশীভালী, ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন মুন্ডমালা কোথা পেলি?' এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই দেখা যায়, আসলে কালী অনন্তের প্রতীক। মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে মহাকাল সর্বজীবেরই কলন বা গ্রাস করেন। সেই মহাকালকে ও যিনি নিজ অঙ্গে লয় করেন, তিনিই কালী। মহাকালের প্রচন্ড আঘাতে ক্ষতবিক্ষত আমাদের হৃদয়। মহাকালের কাছে কেউ অপরাজিত নন। আমরা যারা প্রতিনিয়ত অহংকার জ্ঞানে মানুষকে লজ্জিত করে চলেছি কালের প্রচন্ড থাবায় একদিন আমাদের অহংকার চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তাইতো শংকারাচার্য বলেছেন,

মা কুরু ধনজন যৌবন গর্ব্বং
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং

যে মা কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে সংহারকর্ত্রী বলে পরিচয় দিয়েছিলেন সে মা হাজার হাজার বছর পরে রামপ্রসাদ, শ্রী রামকৃষ্ণ ও কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের কাছে প্রেমময়ী মা হিসেবে ধরা দিয়েছিলেন। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, বৃক্ষে, লতায়, ঔষধিতে, মানবের দেহে, মনে, প্রাণে, বুদ্ধিতে, অহঙ্কারে। সবেতেই আছেন। তিনি আছেন মানব চেতনায়, স্মৃতিতে, শ্রদ্ধায়, নিদ্রায়, ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, ক্ষমায়, লজ্জায়, শান্তিতে, ভ্রান্তিতে, শক্তিতে। মাতৃ রূপে, তিনি সর্বত্রই সংস্থিতা। দশমহাবিদ্যা বলে যে দশজন সিদ্ধা দেবী, তাঁদের প্রথমজন হলেন কালী। এই কালীর বিভিন্ন রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। যথা, দক্ষিণাকালী, ভদ্রকালী, সিদ্ধকালী, গুহ্যকালী প্রভৃতি। এর মধ্যে দক্ষিণাকালী রূপটিই বাংলায় বেশিমাত্রায় পুজো পায়। এই মূর্তিতে মায়ের একহাতে ছিন্ন নরমুণ্ড ও খড়্গ। অন্যহাতে বরাভয়।

দক্ষিণাকালীর কালীর সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ মূর্তি। ইনি প্রচলিত ভাষায় শ্যামাকালী নামে আখ্যাতা। দক্ষিণাকালী করালবদনা, ঘোরা, মুক্তকেশী, চতুর্ভুজা এবং মুণ্ডমালাবিভূষিতা। তার বামকরযুগলে সদ্যছিন্ন নরমুণ্ড ও খড়্গ; দক্ষিণকরযুগলে বর ও অভয় মুদ্রা। তার গাত্রবর্ণ মহামেঘের ন্যায়; তিনি দিগম্বরী। তার গলায় মুণ্ডমালার হার; কর্ণে দুই ভয়ানক শবরূপী কর্ণাবতংস; কটিদেশে নরহস্তের কটিবাস। তার দন্ত ভয়ানক; তার স্তনযুগল উন্নত; তিনি ত্রিনয়নী এবং মহাদেব শিবের বুকে দণ্ডায়মান। তার দক্ষিণপদ শিবের বক্ষে স্থাপিত। তিনি মহাভীমা, হাস্যযুক্তা ও মুহুর্মুহু রক্তপানকারিনী। দক্ষিণদিকের অধিপতি যম যে কালীর ভয়ে পলায়ন করেন, তার নাম দক্ষিণাকালী। তার পূজা করলে ত্রিবর্ণা তো বটেই সর্বোপরি সর্বশ্রেষ্ঠ ফলও দক্ষিণাস্বরূপ পাওয়া যায়। বাংলা তথা হিন্দু বাঙালির গৃহে এই পূজার প্রচলনে নবদ্বীপের তন্ত্রসাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ দক্ষিণাকালীর শান্তি রূপকল্পনা করেন। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি নবদ্বীপে নিজের হাতে কালী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করে পূজা করেন, যা আগমেশ্বরী মাতা নামে খ্যাত।

মা কালীর ধ্যান মন্ত্রে আছে দক্ষিণা কালী করালবদনা ঘোরা, মুক্তকেশী ও চতুর্ভুজা, দিব্য জ্যোতি সম্পূর্ণা দেবী মুন্ডমালা ধারিণী। মায়ের বামদিকের নিচের হাতে সদ্যচ্ছিন্ন মুন্ড, উপরের বাম হাতে খড়্গ । ডানদিকের উপরের হাতে অভয় এবং নিচের হাতে বরমুদ্রা ধারণ করে আছেন। মায়ের গায়ের রং কাল মেঘের প্রভার মত শ্যামা । তিনি দিগম্বরী মানে বস্ত্রহীণা। উনার গালার মুন্ডমালা গুলো থেকে বের হওয়া রক্ত উনার দেহ কে রঞ্জিত করছে, দুটি শবশিশু তার কর্ণভূষণ হওয়াতে দেবীকে ভয়ঙ্করী দেখাচ্ছে । তিনি তার করাল দন্ত দিয়ে নিজের জিহ্বা তে কামড় দিয়ে আছেন, হাতের মালা তিনি কোমড়ে বেঁধে রেখেছেন । তিনি মৃদুহাসি দিয়ে থাকেন এবং উনার মুখ থেকে রক্তের ধারা বের হচ্ছে আর উনার মুখে অনন্ত কোটি সূর্যের তেজ বিদ্যমান । তিনি অতিশয় ক্রোদ্ধা, ভয়ংকর নাদকারিণী, উনার তিনটি চোখ আর সেই সকালের সূর্যের মত লালপ্রভাময়। দেবী শবরুপ মহাদেবের হৃদয়ের মধ্যে দাড়িয়ে আছেন । উনার চারদিকে চিতকারী শিয়ালের দল। তিনি মহাকালের সাথে বিপরিতরাতুরা, তিনি সুখ প্রসন্ন মুখ তার। তিনি মোক্ষদায়িনী এবং সকল ইচ্ছাপূরণকারিণী। ভক্তসাধক কমলাকান্ত বলেছেন-—

'শ্যামা মা কি আমার কালরে।
কালরূপে দিগম্বরী হৃদি পদ্ম করে আলোরে,
লোকে বলে কালী কাল,আমার মনত বলেনা কালরে।।
কখনো শ্বেত কখনো পীত কখনো নীল লোহিত রে
(আমি) আগে নাহি জানি কেমন জননী,
ভাবিয়ে জনম গেলরে।।'

ব্রাহ্মনেতা কেশব সেনকে শ্রীরামকৃষ্ণ একবার বলেছিলেন, ক্ষ্মআকাশ দূর থেকে নীল, কাছে যাও, কোনও রং নেই। মাকে যতক্ষণ দূর থেকে দেখবে ততক্ষণই কালো।ক্ষ্ম আসলে কালো তো কোনো রংই নয়। সব রূপ যেখানে অরূপে বিলীন হয়, সে তো কালো। কালো রূপে ডুব দিলে তবেই তো অরূপরতনের সন্ধান মিলবে।

সব কিছু সৃষ্টির ঊষালগ্নে তমসারূপে যে শক্তি ছিলেন তাঁর প্রতীক হচ্ছেন কালো। সকল রংয়ের অনুপস্থিতিই কালো। সাদাতে কোন রং লাগালে রং এর পরিবর্তন হয়। কিন্তু কালোতে রং লাগালে রং এর পরিবর্তন হয়না। তাই ভক্তরা মাকে যেকোনো ভাবে ডাকলে ভক্তের কাছে মা ছুটে আসেন। কালী বর্ণাতীত। তাই তিনি কালো। গিরিশ চন্দ্র মায়ের হয়ে কলম ধরলেন,

'হের-হর মনমোহিনী কে বলে রে কাল মেয়ে।
মায়ের রূপে ভুবন আলো, চোখ থাকে ত দেখনা চেয়ে।।
বিমল হাসি ক্ষরে শশী, অরুণ পড়ে নকে ঋষি,
এলোকেশী শ্যামা ষোড়শী;
কমলভ্রমে ভ্রমর ভ্রমে, বিভোর ভোলা চরণ পেয়ে।'

শাস্ত্র পুরাণাদির মধ্যে আমরা কালী বা কালিকার যে বিস্তার বা বিবর্তন দেখি তাতে দার্শনিক চিন্তায় শক্তি ছাড়া শিব যে শবরূপ প্রাপ্ত হন তা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। কালিকাদেবী শিবারূঢ়া নন শবারূঢ়া। দানব দেহ মায়ের পদদলিত। রাম প্রসাদ তাই গেয়েছেন,

'শিব নয় মায়ের পদতলে।
ওটা মিথ্যা লোকে বলে।।
দৈত্য বেটা ভূমে পড়ে,
মা দাঁড়িয়ে তার উপরে।
মায়ের পাদস্পর্শে দানব দেহ,
শিবরূপ হয় রণস্থলে।'

মায়ের পাদস্পর্শে দানবদেহের শিবরূপতা প্রাপ্তির আসল অর্থ হল শক্তি তত্ত্বের প্রাধান্য। কালী হচ্ছেন শক্তি,আর শিব হচ্ছেন মঙ্গল। মাতৃ কাঠামোয় দেখা যায় শক্তি মঙ্গলের উপর দন্ডায়মানা। বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকালে দেখা যায়, মানুষ তার শক্তির অপব্যবহার করছে। পারমাণবিক শক্তি কাজে লাগিয়ে দেশের শ্রী বৃদ্ধি করা যায়। কিন্তু অনেকে এর অপব্যবহার করছেন। মাতৃ কাঠামো আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে আমরা যেন আমাদের শক্তিকে মঙ্গলের কাজে ব্যবহার করি। মায়ের উপরের বামহাতে খড়্গ দেখা যায়। খড়্গ হচ্ছে জ্ঞান অসি। জ্ঞান অসি দ্বারা মানুষ কর্ম বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন। একজন সাত্ত্বিক জ্ঞানী ব্যক্তি তার কর্মের বিচার বিশ্লেষণ করতে পারেন। খড়্গটি রক্তাক্ত। রক্ত রজঃগুণের প্রতীক। রজঃগুণ ছেদন করতে হয় পবিত্র জ্ঞানের মাধ্যমে। অসিতে তাই রজঃগুণ ছেদনের রক্ত প্রতীক বর্তমান।

মায়ের নীচের বামহাতে কর্তিত মুন্ডের কালো চুল মায়ের বজ্রমুষ্টিতে ধৃত। কালোচুল এখানে তমোগুণের প্রতীক। মা কালী কালো চুলকে মুষ্টিবদ্ধ করে রেখেছেন। অর্থাৎ মায়ের শাসনে তমোগুণকে রাখা হয়েছে। সমাজে যদি তামসিক ভাবাপন্ন লোকদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা না হয় তাহলে তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। মায়ের দক্ষিণ উপরের হাত দিয়ে বর দান করছেন। মাভৈ আশ্বাসে দেবী ভক্তকে আশ্বস্থ করেন। কালী বরাভয় দায়িনী মহাশক্তি। আমরা দেখি গৃহস্থ বাড়িতে বা সার্বজনীন বাড়িতে মায়ের পূজা হয়। যখন মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি হয়, তখন ভক্তকূল মাতৃ সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন।

মায়ের দক্ষিণ নীচের হাত দিয়ে ভক্তদের আশ্রয় দিচ্ছেন। ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর ভাষায়, 'এক হাতে আঘাত আর একহাতে সান্ত্বনা। একহাতে ভীতি প্রদর্শন অপর হাতে সন্তানকে ক্রোড়ে ধারণ। এমন বিরুদ্ধতার অপূর্ব সমনবয় সামগ্রিকভাবে পূর্ণ অভিব্যক্তি - সমগ্র প্রাকৃতিক শক্তির এমন পূর্ণতম প্রতীক সারা বিশ্বে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই।'

কালী মায়ের গলায় পঞ্চাশটি মুন্ড দেখা যায়। এ পঞ্চাশটি মুন্ড পঞ্চাশটি বর্ণবীজের প্রতীক। কামধেনু তন্ত্রে দেবী বলেছেন, দমম কণ্ঠে স্থিতং বীজং পঞ্চাশদ বর্ণাদ্ভুতমক্ষ্ম। আমার কণ্ঠে স্থিত আছে ৫০ টি বর্ণবীজ। অক্ষর ব্রহ্ম, তার ক্ষয় নেই, শব্দ ব্রহ্ম, অক্ষরের দ্বারাই শব্দের উৎপত্তি। আমরা মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারা দেব দেবীর স্তুতি করি। তাই অক্ষরের প্রতীক মুন্ড তাঁর গলায়।

> মায়ের গায়ের রং কাল মেঘের প্রভার মত শ্যামা । তিনি দিগম্বরী মানে বস্ত্রহীণা। উনার গালার মুন্ডমালা গুলো থেকে বের হওয়া রক্ত উনার দেহ কে রঞ্জিত করছে, দুটি শবশিশু তার কর্ণভূষণ হওয়াতে দেবীকে ভয়ঙ্করী দেখাচ্ছে । তিনি তার করাল দন্ত দিয়ে নিজের জিহ্বা তে কামড় দিয়ে আছেন, হাতের মালা তিনি কোমড়ে বেঁধে রেখেছেন । তিনি মৃদুহাসি দিয়ে থাকেন এবং উনার মুখ থেকে রক্তের ধারা বের হচ্ছে আর উনার মুখে অনন্ত কোটি সূর্যের তেজ বিদ্যমান । তিনি অতিশয় ক্রোদ্ধা, ভয়ংকর নাদকারিণী, উনার তিনটি চোখ আর সেই সকালের সূর্যের মত লালপ্রভাময়। দেবী শবরুপ মহাদেবের হৃদয়ের মধ্যে দাড়িয়ে আছেন ।

মায়ের গাত্রবর্ণ মেঘের ন্যায় এবং তিনি দিগম্বরী। কেন এই কালি মূর্তি নগ্ন? এই আদিশক্তি বা আদ্যাশক্তি 'সময়ের থেকেও উচ্চতর'। কাল থেকে কালীর উৎপত্তি ধরলে, তা আসলে সময়ের সীমানা পেরনো এক ধারণা। সেই অনন্তকে কোনও জাগতিক বস্ত্রের আবরণে আবৃত করা যায় না। আবার কোনও কোনও মতে বলা হয় কালী শক্তির প্রতীক, শক্তিকেও কোনও বসন বা আচ্ছাদনে আবদ্ধ করা যায় না। তবে ব্যাখ্যা যাই হোক না কেন, কালীমূর্তি যে বাংলার শান্ত দেবদেবীর আলয়ে ব্যতিক্রমী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন তিনি সম্পূর্ণ উলঙ্গ। আবার যখন মৃত্যু বরণ করেন তখন তিনি উলঙ্গ কেননা মৃতব্যক্তিকে সৎকার করার সময় প্রথমে আগুনের লেলিহান শিখা কাপড় আক্রমণ করে। আগুনে ভস্ম হয়ে যায় মৃত ব্যক্তির আবরণ। সাধক যখন সাধনা করেন তখন তার মধ্যে বাহ্যিক আবরণের কোনো লোভ থাকেনা। মাতৃ কাঠামোর কি অপূর্ব শিক্ষা! মাতৃ কাঠামোর এই শিক্ষা গ্রহণ করেই আমরা এগিয়ে চলব। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের শ্যামা সংগীতের কয়েকটি লাইন স্মরণ করেই লেখা শেষ করতে চাই। কবি লিখেছেন ,

'মার হাতে কালি মুখে কালি,
মা আমার কালিমাখা, মুখ দেখে মা পাড়ার লোকে হাসে খালি।
মোর লেখাপড়া হ'ল না মা, আমি 'ম' দেখিতেই দেখি শ্যামা,
আমি 'ক' দেখতেই কালী ব'লে নাচি দিয়ে করতালি।'

লেখক: সনাতন ধর্মীয় বক্তা, প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট — চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

আনন্দকথা

সে যে এদিক ওদিক দুদিক রেখে, খেয়েছিল দুধের বাটি।"

(সকলের হাস্য)

(ব্রাহ্মসমাজ ও জনক রাজা — গৃহস্থের উপর — নির্জনে বাস ও বিবেক)

"কিন্তু ফস করে জনক রাজা হওয়া যায় না। জনক রাজা নির্জনে অনেক তপস্যা করেছিলেন। সংসারে থেকেও এক-একবার নির্জনে বাস করতে হয়। সংসারের বাহিরে একলা গিয়ে যদি ভগবানের জন্য তিনদিনও কাঁদা যায়, সেও ভাল। লোক মাগছেলের জন্য একঘটি কাঁদে, ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে বল? নির্জনে থেকে মাঝে মাঝে ভগবানের জন্য সাধন করতে হয়! সংসারের ভিতর কর্মের মধ্যে থেকে, প্রথমবস্থায় মন স্থির করতে অনেক ব্যাঘাত হয়। ফুটপাতের গাছ; যখন চারা থাকে, বেড়া না দিলে ছাগল-গরুতে খেয়ে ফেলে। প্রথমাবস্থায় বেড়া; গুঁড়ি হলে আর বেড়ার দরকার থাকে না। গুঁড়িতে হাতি বেঁধে দিলেও কিছু হয় না।

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ডাক্তারবাড়িতে আজও পঞ্চমুণ্ডীর একাসনে হয় পূজাপাঠ

নূপুর-আলতা পায়ে মন্দিরে ঢোকা নিষেধ মহিলাদের

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: সারা বাংলা জুড়ে শক্তির দেবী মা কালীকে নিয়ে কত প্রাচীন ও ঐতিহাসিক আধ্যাত্মিক ঘটনা জড়িত হয়ে আছে। মা কালীর আশীর্বাদধন্য ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভূমিতে মা কালীর কতই-না লীলা সংঘটিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের ডাক্তারদের বাড়ির কালীপুজোকে ঘিরে রয়েছে নানা ঘটনা। কথিত আছে, কামারপুকুরের শ্রীপুরের বসবাস করতেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ডাক্তার তথা তৎকালীন যুগের বৈদ্য রামতারক গুপ্ত। তাঁর প্রতিষ্ঠিত কালীপুজোর মায়ের মূর্তি লেগে থাকতে দেখা গিয়েছিলো রক্ত। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,রামকৃষ্ণদেবের চিকিৎসক ছিলেন রামতারক গুপ্ত। তাঁর পরিবারের কালীপুজো প্রায় ৩০০ বছর পেরিয়ে গিয়েছে। কামারপুকুর এলাকার সবচেয়ে প্রাচীন এবং জাগ্রত শ্রীপুরের বৈদ্যবাড়ির কালী। মা এখানে চামুণ্ডা রূপিনী। মায়ের পা, কোমর শিকল দিয়ে বাঁধা থাকে। তবে বর্তমান প্রজন্মের আমলে এই মা কালীর কোমর লোহার শিকলের পরিবর্তে দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়। এই বিষয়ে এই বৈদ্য বংশের এক বংশধর জানান, 'এক আসনেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা আর এক আসনেই বিসর্জন।' তাঁর আরও দাবি, 'পুজোর দিন কোনও মহিলা লালপাড় শাড়ি, পায়ে আলতা এবং নূপুর পরে মায়ের পূজা দিতে পারবেন না। মা তাতে অসন্তুষ্ট হন বলে মনে করা হয়। মা রুষ্ট হলে ওই পরিবারে ঘনিয়ে আসে মহা বিপর্যয়, এমনটাই বিশ্বাস। তাই অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে এই কালীপুজো করা হয়। আমরা আদতে বৈদ্য ব্রাহ্মণ। পূর্বপুরুষ রামতারক গুপ্ত ছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের চিকিৎসক। তাঁর আমল থেকেই এই পুজো শুরু। তাঁদের বাড়ির ১০০ মিটারের মধ্যেই এই মন্দির।' এই প্রতিমাকে নিয়ে অনেক কাহিনী আছে। শোনা যায়, এই বংশের পাঁচ প্রজন্ম আগে পরিবারের এক মহিলা লালপাড় শাড়ি আর পায়ে নূপুর-আলতা পরে সন্ধ্যায় ওই মন্দিরে আরতি করতে যেতেন। কিন্তু একদিন তিনি আর ফিরে আসেননি। আসতে দেরি দেখে মহিলার শ্বশুর ওই মন্দিরে যান। গিয়ে দেখেন এক ভয়ংকর দৃশ্য। মায়ের মুখে রক্তমাখা সেই কাপড়ের লাল পাড়। পুত্রবধূকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। এরপর থেকেই ওই মন্দিরে সন্ধ্যায় আরতি করতে মহিলাদের যাওয়া নিষেধ। শুধু তাই নয়, মায়ের পুজোর সময়েও কোনও মহিলা পায়ে, নূপুর, আলতা বা লালপাড় পরে যেতে পারেন না। এই বিষয়ে বর্তমান মন্দিরের পুরোহিত ঠাকুর জানান, 'এই বৈদ্যবাড়ির কালী মা খুব জাগ্রত। আমরা বংশপরম্পরায় পুজো করছি। এটা পঞ্চমুণ্ডীর আসন। তাই মূল মন্দিরের কোনও সংস্কার করা হয়নি। মাটির মন্দির রয়ে গেছে। মা নির্জনতা পছন্দ করেন। তাই ওই মন্দিরে শুধু একটা ল্যাম্প আর মোমবাতি জ্বালানো হয়। কোনও মাইক্রোফোন বা লাউড স্পিকার বাজানো হয় না। বাজনা বলতে শুধু ঢাকের বাদ্যি। একাসনে পুজো, রাত বারোটায় পুজো শুরু হলে, একেবারে ভোর রাতে পুজো শেষ করে সুতো কেটে ওঠেন পুরোহিত।'

‘অপরাজিতা’র বিচার চেয়ে রাজ্য সরকারকে আক্রমণ রাহুল সিনহার

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: গত ১০ অক্টোবর শুক্রবার রাতে দুর্গাপুরের বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। রাত ৮টা নাগাদ এক সহপাঠীর সঙ্গে খাবার কিনতে ক্যাম্পাসের বাইরে বেরিয়েছিলেন ওডিষ্যার জলেশ্বরের বাসিন্দা ওই ডাক্তারি পড়ুয়া। তখন ওই ডাক্তারি পড়ুয়াকে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। অভিযোগ, কলেজ থেকে মাত্র ১ কিলোমিটার দূরে পরাণগঞ্জের জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে তাকে গণধর্ষণ করা হয়।

দিন যত গড়িয়েছে ঘটনার মোড় অন্যদিকে ঘুরেছে। এই ঘটনায় তৎপর আসানসোল দুর্গাপুর কমিশনারের পুলিশ মোট ছয় জনকে গ্রেপ্তার করেছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ডাক্তারি পড়ুয়ার সহপাঠী বন্ধুকেও। ঘটনা ঘিরে শুরু হয় রাজনৈতিক চাপানউতর। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ময়দার নামে বিজেপি, সিপিআইএম ও এসইউসিআই। ঘটনায় নির্যাতিতার ন্যায় বিচারের দাবিতে বিজেপির তরফে শুরু হয় ধরনা মঞ্চ। ধরনা মঞ্চ উদ্বোধনে আসেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি রাজ্যের রাজ্যপাল দুর্গাপুরে আসেন। নির্যাতিতা ও তার পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বৃহস্পতিবার দুর্গাপুরের অপরাজিতার ন্যায়বিচারের দাবিতে গড়া বিজেপির ধরনা মঞ্চ শুরু আসেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা। তিনি মঞ্চ থেকে রাজ্য সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেন। রাহুল সিনহা বলেন, ‘রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যেখানে মহিলা সেখানেই মহিলাদের নিরাপত্তা নেই।’ পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় কে কটাক্ষ করে বলেন, ‘এখন মুখ্যমন্ত্রী মহিলাদের রাতে বেরোতে নিষেধ করছেন, জানিনা কিছুদিন পর হয়তো তিনি দিনেও মহিলাদের বাইরে বের হতে নিষেধ করবেন। রাজ্য সরকার ধর্ষণকারীদের মদত করছেন।’ পুলিশ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘পুলিশকে সঠিকভাবে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। পুলিশকে সঠিকভাবে কাজ করতে দিলে রাজ্য সন্ত্রাসমুক্ত হবে এবং এক মাসের মধ্যেই ধর্ষণকারীরা উপযুক্ত শাস্তি পাবে।’

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক | punjab national bank

সার্কেল অফিস মুর্শিদাবাদ, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড, গোরাবাজার
পো. এবং থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১০১
www.pnbindia.in

শাখা বিও পতিকাবাড়ি (০৯৩১২০) স্থানান্তরের বিজ্ঞপ্তি

নিম্নলিখিত শাখাগুলির সকল সদস্যকে এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে যে তারা ০১.০১.২০২৬ তারিখ থেকে টেবিলে প্রদত্ত আমাদের শাখা অফিস থেকে তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

শাখা স্থানান্তরিত হবে	ব্যাংকিং কাজকর্ম সম্পন্ন হবে হইতে/ ব্যবসা স্থানান্তরিত হবে (স্থানান্তরিত শাখা)	স্থানান্তরিত শাখার ঠিকানা	স্থানান্তরিত শাখার যোগাযোগ নং	স্থানান্তরের আনুমানিক তারিখ
বিও : পতিকাবাড়ি (০৯৩১২০)	বিও : পতিকাবাড়ি (০৯৩১২০)	গ্রাম এবং পোস্ট - পতিকাবাড়ি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪২১২১ (**একই ভবন শাখা স্থানান্তরিত হবে এফএফ থেকে জিএফ-তে**)	৮৮৭২৬৬৭৯৯৬	০১.০১.২০২৬

এই বিষয়ে সৃষ্ট অসুবিধার জন্য দুঃখিত

তারিখ ১৭.১০.২০২৫, স্থান মুর্শিদাবাদ — ডে. সার্কেল হেড

বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার বিজয়া সম্মিলনীতে মানুষের ঢল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলীয় নির্দেশে অভিনব জনসংযোগের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হল বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের মেগা বিজয়া সম্মিলনী। জেলা সভাপতি বুরহানুল মুকাদ্দিমের নেতৃত্বে বৃহস্পতিবার বিকেলে ভ্যাবলা হাইস্কুল মাঠের এই অনুষ্ঠানে মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে মহা ধুমধাম, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরনো কর্মীদের সংবর্ধনার মধ্যে দিয়ে পালিত হল তৃণমূল কংগ্রেসের মেগা বিজয়া সম্মেলন। জেলা তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, ‘ধর্ম যার যার, উৎসব সবার।’ এই বার্তাকে দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সম্প্রীতি এবং ভ্রাতৃত্ব বোধ অটুট রাখতে তাদের এই বিশেষ বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বুরহানুল মুকাদ্দিম ওরফে লিটন, চেয়ারম্যান সরোজ ব্যানার্জি, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা আরটিএ সদস্য সুরজিৎ মিত্রের করা আয়োজনে বসিরহাটের ভ্যাবলা হাইস্কুল ময়দানে অনুষ্ঠিত হল এই মেগা বিজয়া সম্মেলনী। উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি বুরহানুল মুকাদ্দিম, চেয়ারম্যান সরোজ ব্যানার্জি, আইএনটিটিইউসি'র জেলা সভাপতি এটিএম আবদুল্লা ওরফে রনি, যুব সভাপতি সৌমিক রায় অধিকারী, ছাত্র পরিষদের সভাপতি অভিষেক মজুমদার এছাড়াও ছিলেন বসিরহাটের সাতটি বিধানসভার বিধায়ক, তিনটি পুরসভার চেয়ারম্যান বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার সমস্ত ব্লক সভাপতি যুব সভাপতি সহ সমস্ত তৃণমূল নেতৃত্বরা।

সর্পদংশনে মৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, নবদ্বীপ: নিজেকে সাপ ধরার এক্সপার্ট পরিচয় দিত এলাকায়। আগেও বেশ কয়েকবার বিষাক্ত সাপ ধরে তা জারবন্দি করে ফাঁকা জঙ্গলে ছেড়ে এসেছিল। তবে রবিবার আর শেষ বারের মত বিষধর সাপকে জারবন্দি করতে পারলো না যুবক। বিষধর সাপ ধরে পলিথিনের জারে ঢোকাতে গিয়ে অসাবধানতাবশত ওই বিষাক্ত সাপ জার থেকে বেরিয়ে গিয়ে হাতে ছোবল দেয়। বাঁচার লড়াইয়ে চারদিন পর মৃত্যু হল যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার নবদ্বীপের প্রতাপনগরে। মৃতের নাম দীপ বালা। গত রবিবার সাপ ধরে প্লাস্টিকের জারে ঢোকাতে গিয়ে বিপদের মুখে পরে সে। কামড়ানোর পর নিজেই ছুটে যায় প্রতাপনগর হাসপাতালে। পরে অবস্থার অবনতি হলে নীলরতন সরকার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। বুধবার রাতেই মৃত্যু হয় যুবকের। ওই যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় শিকের ছায়া নেমে এসেছে।

পঞ্চায়েত প্রধানদের পরিবারতন্ত্রের রাজনীতি বরদাস্ত নয়: বিশ্বজিৎ দাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোপালনগর: ‘পঞ্চায়েত চালাচ্ছে পঞ্চায়েত প্রধানের পরিবারের লোকেরা।’ বিস্ফোরক তৃণমূল জেলা সভাপতি। উত্তর ২৪ পরগনার গোপালনগরে গোপালনগর ব্লক ১ তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গোপালনগর হাই স্কুলে বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করা হয়েছিল। সভা মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিরোধীদের পাশাপাশি দলের প্রধানদের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস। তিনি বলেন, ‘অনেক প্রধান আছেন তাঁরা প্রধান হয়েছেন, তাঁর পরিবারের লোকেরা পঞ্চায়েত পরিচলনা করছেন। আপনি পঞ্চায়েত প্রধান চেয়ারে বসে চেকে সই করবেন। এটা দল বরদাস্ত করবে না। এই কারণে আমাদের কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে দেড়ি হচ্ছে।’ প্রধানদের হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, ‘প্রধানদের বিরুদ্ধে আমরা একটা কমিটির তৈরি করছি, এটা আমি রাজ্যে জানাব।’ একই সঙ্গে তিনি বলেন, ‘যদিও মনে করেন যারা ২০১৪ সালের পরে দলে এসে নেতাগিরি করছে, তাদের হাত ধরে আমাদের পদ বাঁচাবো, আপনারা মুর্খের স্বর্গে বাস করছেন। আপনাদের সে সুযোগ আর হবে না।’ পাশাপাশি একাংশে নেতাদের উদ্দেশে তিনি আরও বলেন, ‘এক শ্রেণি চেষ্টা করছে দলকে ক্ষতি করে, দলকে হেও করে আগামী দিনে আমরা আবার আমাদের রাশটা আমাদের হাতে নেব। আজকে কর্মীরা বুঝিয়ে দিয়েছে, প্রকৃত তৃণমূল কংগ্রেসের রাশ যদি কারো হাতে থাকে তা তৃণমূল স্তরের কর্মীদের হাতে রয়েছে।’ বিশ্বজিৎ দাসের মন্তব্য নিয়ে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি বিকাশ ঘোষ বলেন, ‘উনি আগে প্রমাণ করুক কোন দলটা করেন। তৃণমূল কংগ্রেস জন্ম হয়েছে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব নিয়ে। ওরা গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে জর্জরিত।’ পঞ্চায়ের প্রধানদের পরিবারের সদস্যরা পঞ্চায়েত চালাচ্ছে, এ প্রসঙ্গে বিকাশ বলেন, ‘তৃণমূল পরিবারতান্ত্রিক দল। যোগ্য ব্যক্তিরা কেউ তৃণমূল করেছে না। অযোগ্যদের ধরে প্রধান করেছে। এটা আমরা আগেই বলেছিলাম আজকে ভাগাভাগিতে দ্বন্দ্ব বেঁধেছে এখন ওদের মুখ থেকে বেড়চ্ছে।’

চন্ডি স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN : L13100WB1978PLC031670
রেজিস্টার্ড অফিস : ৩, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১
টেলিফোন +৯১ ৩৩ ২২৪৮ ৯৮০৮/২২৪৮ ৮১৭৩; ফ্যাক্স + ৯১ ৩৩ ২২৪৩ ০০২১/২২১০ ৭৮৯৩
ই-মেইল : chandisteelindustries@gmail.com ওয়েবসাইট : www.chandisteel.com

পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১১০ এর বিধান অনুসারে, যা সংশোধিত কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪ এর সাথে পঠিত, কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড থেকে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার স্বেচ্ছায় তালিকামুক্ত করার জন্য শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন চাওয়া হয়েছিল, অর্থাৎ, একমাত্র স্টক এক্সচেঞ্জ যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার বর্তমানে তালিকাভুক্ত রয়েছে, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইক্যুইটি শেয়ার ডিলিস্টিং) রেগুলেশন, ২০২১ অনুসারে, সংশোধিত (এখন থেকে ‘‘ডিলিস্টিং রেগুলেশন’’ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), যা ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বিশেষ রেজোলিউশন এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সংযুক্ত করা হয়েছে।
কোম্পানির কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার শ্রীমতি সীমা চৌধুরী (মেম্বারশিপ নম্বর-এ২১২২৪), কর্তৃক জমা দেওয়া ১৬ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখের স্ক্রুটিনাইজার রিপোর্টের ভিত্তিতে পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল ঘোষণা করেছেন। শ্রীমতি প্রীতি টোডি, পার্টনার, মেসার্স বাজাজ টোডি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি, সদস্যপদ নং ১৪৬১১, সি.পি. নং ৭২৭০, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়ম অনুসারে নিযুক্ত। কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে ই-ভোটিংয়ের নিম্নলিখিত ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে
প্রাপ্ত পোস্টাল ব্যালট ভোটের সারসংক্ষেপ নিচে দেওয়া হল :

ক্রম নং	প্রদত্ত ভোট	নথি ব্যালটের দ্বারা	বৈদ্যুতিন ভোটিং	মোট সংখ্যক বৈধ ভোট	বকেয়া শেয়ারের ওপর প্রদত্ত ভোট শতাংশ
১.	অনুকূলে	০	২৯৫৫৪৪৬২	২৯৫৫৪৪৬২	৯৩.৫১২০
২.	বিরুদ্ধে	০	০	০	০
	মোট	০	২৯৫৪৪৬২	২৯৫৪৪৬২	৯৩.৫১২০

প্রস্তাব আবশ্যক : (সাধারণ/বিশেষ)	ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ তালিকা বিমুক্তির জন্য বিশেষ প্রস্তাব
প্রমোটার /প্রমোটার গ্রুপ সংশ্লিষ্ট বিষয়/প্রস্তাবে আগ্রহী	হ্যাঁ

ক্যাটাগরি	অধিকৃত শেয়ার সংখ্যা	ভোটে পদ্ধতি	প্রদত্ত বৈধ ভোট	বকেয়া শেয়ারের জন্য প্রদত্ত ভোট শতাংশ	অনুকূলে প্রদত্ত ভোট	বিপক্ষে প্রদত্ত ভোট সংখ্যা	পক্ষে প্রদত্ত ভোটের শতাংশ	বিপক্ষে প্রদত্ত ভোটের শতাংশ
প্রমোটার এবং প্রমোটার গ্রুপ	২১৬৭৭৫৬২	নথি ব্যালট	-	-	-	-	-	-
		ই-ভোটিং	২১৬৭৭৫৬২	১০০.০০	২১৬৭৭৫৬২	০	১০০.০০	০.০০
মোট ক)	২১৬৭৭৫৬২		২১৬৭৭৫৬২	১০০.০০	২১৬৭৭৫৬২	০	১০০.০০	০.০০
সাধারণ প্রতিষ্ঠান	০	নথি ব্যালট	-	-	-	-	-	-
		ই-ভোটিং	-	-	-	-	-	-
মোট খ)	০		-	-	-	-	-	-
সাধারণ অ-প্রতিষ্ঠান	৯৯২৭৪৩৮	নথি ব্যালট	-	-	-	-	-	-
		ই-ভোটিং	৭৮৭৬৯০০	৭৯.৩৪৪৭	৭৮৭৬৯০০	০	১০০.০০	০.০০
মোট গ)	৯৯২৭৪৩৮		৭৮৭৬৯০০	৭৯.৩৪৪৭	৭৮৭৬৯০০	০	১০০.০০	০.০০
মোট	৩১৬০৫০০০		২৯৫৫৪৪৬২	৯৩.৫১২০	২৯৫৫৪৪৬২	০	১০০.০০	০.০০

দ্রষ্টব্য
১. ‘‘পাবলিক শেয়ারহোল্ডার’’ এবং ‘‘প্রবর্তক’’ শব্দ দুটির অর্থ ডিলিস্টিং রেগুলেশনের অধীনে নির্ধারিত অর্থের সমান।
২. প্রস্তাবিত প্রস্তাবের পক্ষে পাবলিক শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা প্রদত্ত মোট বৈধ ভোট ডিলিস্টিং রেগুলেশনের অধীনে প্রয়োজনীয় পাবলিক শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা প্রদত্ত বৈধ ভোটের দ্বিগুণেরও বেশি।
তদনুসারে, ০২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশে উল্লেখিত বিশেষ প্রস্তাবটি ডিলিস্টিং রেগুলেশনের রেগুলেশন ১১(৪) এর অধীনে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাথে অনুমোদিত এবং পাস হয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
চণ্ডী স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/-
সীমা চৌধুরী
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
মেম নং এ২১২২৪

তারিখ ১৬.১০.২০২৫
স্থান কলকাতা

মেডিক্যাল ছাত্রীকে ধর্ষণের প্রতিবাদ শিল্পী স্বপন বাউলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রাজ্যের জেলায় জেলায় চলছে মেয়েদের উপর অত্যাচার, ধর্ষণ, খুন। আর্জি করের ছায়া এবার দুর্গাপুরে আই কিউবি হাসপাতালে। মেডিক্যালের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রীকে ধর্ষণকাণ্ড। এই ভাবে দুষ্টু অসুররূপী পুরুষদের নারী জাতির উপর নিগ্রহ, নারীদের ওপর নৃশংস ও পাশবিক অত্যাচার, নারী হত্যা, নারী নিধন সমাজের আনাচে কানাচে নিত্যদিন ঘটতে থাকলে নারীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে। বাড়ির বাইরে বের হতে ভয় পাচ্ছে। নারীদের রক্ষা, মা-বোনদের রক্ষা করতে না পারলে রাজ্যের ও দেশের সার্বিক উন্নয়ন, মনুষ্য জাতি রক্ষায় ব্যাহত হবে। সমগ্র নারী জাতি, নারীদের নিরাপত্তা, নারীদের সুরক্ষা আজও পায় না এই সভ্য যুগেও। সভ্য যুগেও কেন মধ্যযুগীয় বর্বরতা, নারী নিগ্রহ, নারী নিধন? অসুররূপী পুরুষদের লোভ, লালসা, কামনা-বাসনার শিকার হচ্ছে শিশু কন্যা থেকে শুরু করে নাবালিকা, যুবতী, গৃহবধূ, এমনকি বয়স্ক মহিলারাও। এই সমাজকে কখনওই সভ্য সমাজ বলা যায় না। দুর্গাপুরে আই কিউ সিটি হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রীকে, অপহরণ ও ধর্ষণের মতো নৃশংস ঘটনার প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতির পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল জেলায় জেলায় প্রতিবাদের ঝড় তুলেছেন। নিঃস্বার্থভাবে বিনা পারিশ্রমিকে রাজ্যের একমাত্র সমাজ সচেতনের ও প্রতিবাদী বাউল শিল্পী ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল তাঁর গানের মাধ্যমে মেডিক্যাল ছাত্রীকে ধর্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন। স্বপন বাউল গানে গানে বলছেন, ‘মেয়েদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা না দিলে, মা বোনেদের বাঁচাতে পারা যাবে না।’ বক্তব্যে স্বপন বাউল বলেন, ‘দোষীদের বিচার করে ফাঁসির শাস্তি না দিলে নারী নিগ্রহ, অত্যাচার, নারী ধর্ষণ, নারী হত্যা বন্ধ হবে না। নাবালিকা, স্কুল ছাত্রী, কলেজ ছাত্রী, মেডিক্যালের ছাত্রী, মা, মাসি, পিসি, বোন দিদিকে রক্ষা করতে জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে। তার সঙ্গে পুলিশ, প্রশাসন, রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার কে সচেতন হতে হবে। আইন আদালতকে কঠোর হতে হবে। কঠিন আইন আনতে হবে। দোষীদের কঠিন সাজা দিতে হবে। দোষীদের গ্রেপ্তার করে ছেড়ে দিলে, দোষীরা আবার অপরাধ করবে।’ জেলায় জেলায় মা, বোনেরা স্বপন দত্ত বাউলের এমন নিঃস্বার্থ একক প্রচেষ্টায় মুগ্ধ। তাঁর নিরলস এই প্রতিবাদকে নারী সমাজ সাধুবাদ জানাচ্ছে। রাষ্ট্রপতির পুরস্কার দেওয়া একতারা, কোল ডুগি বাজিয়ে প্রতিবাদী বাউল গানে বক্তব্যে সমগ্র পুরুষ সমাজকে, জেলা পুলিশ প্রশাসনকে আইন আদালতকে এমনকী রাজ্য সরকার, কেন্দ্র সরকারকে সচেতন করছেন এই শিল্পী। স্বপন বাউলের একটাই লক্ষ্য, নারীদের নিরাপত্তা সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে নারীদের রক্ষা করে নারীদের বাঁচতে হবে দুষ্ট অসুররূপী পুরুষদের হাত থেকে।

২৫৩ বছর ধরে পুরনো ঐতিহ্যে পূজিত হন উখড়ার মা দক্ষিণাকালী

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

অন্ডাল: ঐতিহ্য পরম্পরা ও জমকালো আয়োজনের জন্য বিখ্যাত উখড়া গ্রামের দক্ষিণাকালী পুজো। গ্রামের ব্যানার্জী পাড়াতে রয়েছে দক্ষিণাকালীর মন্দির। ২৫৩ বছর আগে উখড়া গ্রামের ব্যানার্জী পাড়াতে শুরু হয় দক্ষিণাকালীর পুজো। এই পুজোর সূচনা করেন পরিবারের পূর্বপুরুষ প্রয়াত দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায় ও বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়। তাঁরা সম্পর্কে সহোদর ভাই ছিলেন। পরিবারটির আদি বাড়ি ছিল দুর্গাপুরের ভরতপুর এলাকায়। সেই ভিটে ছেড়ে উখরা গ্রামে বসবাসের জন্য আসার সময় পূর্বপুরুষরা সঙ্গে করে নিয়ে আসেন পরিবারের কুলোদেবতা দক্ষিণেশ্বর কালীর বিগ্রহ। এখানে মন্দির তৈরি করে সেই মন্দিরে দক্ষিণা কালীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে শুরু হয় পুজো। কালী প্রতিমার বাম পা পেছনে এবং ডান পা সামনের দিকে থাকে তাই এই কালি দক্ষিণাকালী নামে পরিচিত।

পরিবারের বয়স্ক গৃহবধূ বছর একাত্তরের মীনা মুখার্জি জানান, পুজোর সব কাজে পুরুষদের পাশাপাশি বাড়ির মহিলারাও অংশ নেন। আলপনা আঁকা থেকে প্রসাদ ভোগের আয়োজন সবই করে থাকেন বাড়ির মহিলারা। সূচনাকাল থেকে দীর্ঘদিন পুজোর আয়োজন হতো ঘরোয়া ও ছোট পরিসরে। এখন অবশ্য পুজোর আয়োজনের পরিধি অনেক বড় হয়েছে। এবছর ২০-শে অক্টোবর সোমবার রাতে পুজো। প্রতিমা নিরঞ্জন হবে পরের দিন। ওই দিন দুপুরে পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয়-পরিজন বন্ধু বান্ধবদের আমন্ত্রণ করে পাত পেরে ঠাকুরের ভোগ খাওয়ানো হয় দুপুরে। প্রতিবছর দক্ষিণাকালীর পুজো ঘিরে আয়োজন করা হয় নানা অনুষ্ঠান, এই বছরও যার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। থাকছে সানাই ও বাঁশি বাজানোর প্রতিযোগিতা। বসে কবিগানের আসর। এবারও বিসর্জনের শোভাযাত্রাতে রয়েছে বিশেষ আকর্ষণ। থাকছে আলোক রশ্মির বিচ্ছুরণ। দক্ষিণ ভারত থেকে আসছে বিখ্যাত বাদ্যযন্ত্রের দল। সঙ্গে থাকবে মুখোশধারী শিল্পীদের নৃত্যের দল। জমকালো আয়োজনের কারণে দক্ষিণাকালী পারিবারিক পুজো হলেও বিসর্জনের দিন শোভাযাত্রায় যোগ দেন স্থানীয় বাসিন্দারাও। বিসর্জন হয় গ্রামের সুকোবাঁধ পুকুরে। পুকুরপাড়ে আলোর রশ্মির প্রদর্শনী হয়।

বিরোধীশূন্য বিধানসভার ডাক জয়প্রকাশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আমতা: আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিরোধী দলকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার নিদান দিলেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র জয়প্রকাশ মজুমদার। বৃহস্পতিবার হাওড়ার আমতায় উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের তৃণমূলের বিজয় সম্মিলনীতে বক্তব্য রাখতে এসে তিনি বলেন, ‘আগামী বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের আসন সংখ্যা এমন করতে হবে, যাতে বিরোধী বিজেপি ৩০টি আসন না পায়। নিয়ম অনুযায়ী বিধানসভায় ৩০টি আসন পেলে তবেই বিধানসভার বিরোধী দলের তকমা পাওয়া যায়। তাই তৃণমূল কংগ্রেসের আসন ২৬৪ ওপর হতে হবে। না থাকবে বাঁশি, না বাজবে বাঁশুরি।’ প্রসঙ্গত, তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্রের এই ধরনের মন্তব্যকে গনতন্ত্রের পক্ষে বিপদজনক বলেই মনে করছে বিজেপি সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলি। এই দিনের বিজয় সম্মিলনীতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পূর্ত কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায়, উলুবেড়িয়া সাংসদ সাজদা আহমেদ, উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক ডা. নির্মল মাঝি-সহ বিভিন্ন তৃণমূল নেতৃত্ব। এদিন মন্ত্রী পুলক রায় রাজ্যে তাঁর দপ্তরের কাজের পরিসংখ্যাণ যেমন তুলে ধরেন, তেমনি কেন্দ্র সরকারের বঞ্চনার অভিযোগ ও তোলেন। পাশাপাশি তিনি ভুয়ো ভোটার নিয়েও গর্জে ওঠেন।

মেরিটকেয়ার মিশনে চক্ষু পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: সম্প্রতি হাওড়া উলুবেড়িয়ার বারাগোহাল গ্রামে মেরিটকেয়ার মিশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির। এদিনের শিবিরটি ছিল প্রতিষ্ঠানের দশম বর্ষের জনসেবামূলক উদ্যোগ। শিবিরে প্রায় শতাধিক মানুষের বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। গ্রামীণ এলাকার দরিদ্রদের উন্নত চক্ষু চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়াই ছিল শিবিরের মূল লক্ষ্য। সকল রোগীকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ এবং স্বল্প মূল্যে চশমা প্রদানও করা হয়। শিবিরে রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা দেন হাওড়া জেলার কৃতি সন্তান ও স্বনামধন্য চক্ষু চিকিৎসক শেখ নজরুল ইসলাম। বর্তমানে তিনি মালদা জেলার রতুয়া হাসপাতালে কর্মরত রয়েছেন। তাঁর মতো অভিজ্ঞ চিকিৎসকের হাতে চিকিৎসা পরিষেবা পেয়ে গ্রামবাসীরা আনন্দিত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেরিটকেয়ার মিশনের সভাপতি মুবাইদুল ইসলাম মোল্লা, সম্পাদক এম এম আধুর রহমান এবং মিশনের শুভাকাঙ্খী অভিভাবক ও শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ।

SBI | এসবিআই, হোম লোন সেন্টার রাজারহাট (১৬৮২২)
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার ২ এর নিকট, নিউ টাউন, সন্তোষ চেম্বার,
ব্লক-এ, ৩য় তল, রাজারহাট নিউ টাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া,
পোস্ট- হাতিয়ারা, কলকাতা - ৭০০১৬১ ই-মেইল sbi.16822@sbi.co.in
দ্রব্যাদির অপসারণ

তরুণ মজুমদার, পিতা প্রয়াত বাসুদেব মজুমদার
ঠিকানা : সূর্য্যমুখী অ্যাপার্টমেন্ট ফ্ল্যাট নং এ, ৪র্থতল, এনসি-১৮, অর্জুনপুর, তালতলা, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০০৫৯
আরও ঠিকানা : বেলা নিবাস, এ/এএস-১২/৭, অর্জুনপুর, রথতলা, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা -৭৭৭০০০৫৯
আরও ঠিকানা : থানা শ্রীজান টেক পার্ক, ১০মতল, ডিএন-৫২, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা- ৭০০০৯১
আরও ঠিকানা : বাজাজ অ্যালায়েন্স লাইফ ইনস্যুরেন্স, ১১৮, ২য়তল, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট,গৌরীবাড়ি ক্রসিং এর নিকট, কলকাতা -৭০০০০৪

SHLC/RAJ/25-26/814 — **তারিখ : ১৫.১০.২০২৫**
প্রিয় মহাশয়/মহাশয়া,
তরুণ মজুমদারের অজামিনদত্ত সম্পদের স্বত্ব দখলীকৃত। এ/সি নং : ৩৩৩৫৪৬৫৩৭৯২, ৩৩৩৫৪৬৫৮৫৫৪
২০০২ সালের সারফেসি আইনের অধীনে স্বত্ব দখলীকৃত **২৫.০৬.২০২৫** তারিখে এবং জমিন অধীনে ঋণদাতা ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসারকে তা প্রদত্ত হয়েছে।
২. যেহেতু আমাদের নোটিশ তারিখ **২৪.০৭.২০২৫** সংশ্লিষ্ট বন্ধকদত্ত সম্পত্তি থেকে সংস্থাপন এবং দ্রব্যাদি আপনারা অপসারণ করেননি এবং ফোনে একাধিকবার তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও, আমরা সংশ্লিষ্ট প্রচলিত প্রক্রিয়া মোতাবেক অবগত করছি যে, সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি নিলামের পর আপনাদের দ্রবাদি নিরাপদ স্থানে রাখা হবে।
৩. একারণে যে শুল্ক চার্জ করা হবে তা আপনাদের বহন করতে হবে, যা বেশ উচ্চহারে ধার্য করা হয়ে থাকে। সুতরাং আপনাদের দ্রব্যাদি পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে অপসারণের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
৪. এই পত্র ব্যাঙ্কের সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কোনও বাধ্যবাধকতা ব্যতীতই অধিকারের অধীনে প্রেরণ করা হল।

আপনাদের বিশ্বস্ত
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, এইচএলসি রাজারহাট

তারিখ : ১৭.১০.২০২৫
স্থান : রাজারহাট

SBI | স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া
এএমসিসি চুঁচুড়া (৬২৯৮৯)
২য় তল এসবিআই খাদিনামোড়, পো - চুঁচুড়া
জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২১০১, পশ্চিমবঙ্গ ইমেল : sbi.62989@sbi.co.in
পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)) **দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

Cash Credit A/c. No. 38262867304

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ইস্যুকৃত দাবি নোটিশের তারিখ **৩০.০৭.২০২৫** ঋণগ্রহীতা **মেসার্স তারা মা ব্রিকস, স্বত্বাধিকারী শ্রী রুহি দাস পাল, পিতা হারান চন্দ্র পাল, মনডাওলাই পশ্চিমপাড়া, ইলসোবা মনডাওলাই, পাভুয়া, থানা - পাভুয়া, জেলা - হুগলি-৭১২১৪৯, জামিনদাতা : শ্রীমতী কুন্তলা কুমার, স্বামী শ্রী চিত্তরঞ্জন কুমার, হোল্ডিং নং ৪৯৩ (১২৬/এফ) রাম মোহন সরণি, ‘‘মালির বাগান’’-এর পিছনে, পো - বৈদ্যবাটি, থানা - শ্রীরামপুর, জেলা - হুগলি-৭১২২২২** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৪৭,৪১,৬৫৫ টাকা (সাতচল্লিশ লাখ একচল্লিশ হাজার ছশো পঞ্চান্ন টাকা) ১৪.১০.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার অনুরোধ জানানো হচ্ছে।
ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৫ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এএমসিসি চুঁচুড়া শাখার** নিকট বকেয়া **৪৭,৪১,৬৫৫ টাকা (সাতচল্লিশ লাখ একচল্লিশ হাজার ছশো পঞ্চান্ন টাকা) ১৪.১০.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাপ এরিয়া **৩ কাঠা** কমবেশি, মৌজা : দীর্ঘাঙ্গ, জেএলনং ০৪, আরএস নং ৯১০, তৌজি নং ৩৯৮৯/৩৮৭৬, সিট নং ৪, দাগ নং ২০০৪/৫৭০৬, এলআর দাগ নং ২৫৬৭, আরএস খতিয়ান নং ৩১৮০, এলআর খতিয়ান নং ৩৫৫২, বৈদ্যবাটী পুরসভা অধীন, পুরসভা হোল্ডিং নং ১২৬, রাম মোহন সরণি, থানা : শ্রীরামপুর, জেলা : হুগলি, দলিল নং ০৩৮২১, বুক নং ১, ভল্যুম নং ৮২, পৃষ্ঠা ১২৪ থেকে ১৩০-১৯৮২ সালের, এডিএসআরও শ্রীরামপুর, হুগলি।
সম্পত্তি শ্রীমতি কুন্তলা কুমার, স্বামী চিত্তরঞ্জন কুমার এর নামে।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : দাগ নং ৫৭০৬ (দুলাল চন্দ্র সাঁত এর সম্পত্তি), **দক্ষিণে :** দাগ নং ৫৭০৭ (জগদীশ গুপ্ত এর সম্পত্তি), **পূর্বে :** দাগ নং ৫৭০৬ (দুলল চন্দ্র সাঁত এর সম্পত্তি), **পশ্চিমে :** ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।

তারিখ - ১৫.১০.২০২৫
স্থান - চুঁচুড়া, হুগলি
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

মোদীকে 'মহিষাসুর' ও মমতাকে 'মোদীষাসুরমর্দিনী' বলে বিতর্কে জড়ালেন তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোপালনগর: নরেন্দ্র মোদীকে 'মহিষাসুরে'র সঙ্গে তুলনা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'মোদীষাসুর মর্দিনী' বললেন তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়ে মন্তব্য করে তিনি আরও বলেন, 'আগামীদিনে বাঙালি পরিবারে কোনো সন্তান জন্মালে ঈশ্বর হয়তো বলবেন তাঁর নাম শুভেন্দু রেখো না।' গোপালনগর ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করা হয়। এই বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী, বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস, মহিলা তৃণমূল সভাপতি ইলা বাগচি-সহ তৃণমূলের অন্যান্য নেতৃত্বরা। বিজয় সম্মিলনীর মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে মহিষাসুরের সঙ্গে তুলনা করে বিতর্কে জড়ান অরূপ চক্রবর্তী। অরূপ বলেন, 'ভারতবর্ষে দুটো অসুর রয়েছে। একজন নরেন্দ্র মোদি, আরেকজন অমিত শাহ। মা দুর্গা যদি মহিষাসুরমর্দিনী হন তাহলে বাংলার মা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মোদীষাসুরমর্দিনী।' পাশাপাশি শুভেন্দু অধিকারীকে 'বেইমান' বলে কটাক্ষ করে অরূপ বলেন, 'আজও মুসলমান পরিবারে কোনও সন্তান জন্মালে তার নাম মিরজাফর রাখা হয় না। আগামী দিনে যদি কোনও হিন্দু পরিবারের সন্তান জন্মায় ঈশ্বর হয়তো বাঙালিকে বলবেন তার নাম শুভেন্দু রেখো না।' এবিষয়ে বনগাঁর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি বিকাশ ঘোষ বলেন, 'তৃণমূলের পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে। ওরা বুঝতে পেরেছে ২৬শে ওদের বিসর্জন হচ্ছে। সেই কারণে ভুলভাল বকছে। ওদের ভালো ডাক্তার দিয়ে মাথা দেখানো উচিত।'

আসানসোলে বালি ব্যবসায়ীর বাড়ি ও অফিসে ইডি অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: বৃহস্পতিবার সাত সকালে আসানসোলের ব্যবসায়ী মণীষ বাগারিয়ার বাড়িতে ও অফিসে একযোগে ইডির অভিযান। প্রায় ৫ ঘণ্টা তল্লাশির পর বাগারিয়ার অফিস থেকে টাকা গোনার মেশিন বাড়িতে নিয়ে আসে ইডি আধিকারিকরা। স্বাভাবিভাবেই অনুমান নগদ টাকার হদিশ মিলেছে আসানসোলের ওই বালি ব্যবসায়ীর বাড়িতে।

জানা গিয়েছে, এদিন সকালে কেন্দ্রীয় বাহিনী-সহ ৮ টি গাড়িতে ইডি আধিকারিকরা আসেন। ব্যবসায়ী মনীষ বাগরিয়ার বাড়িতে কেন্দ্রীয় এজেন্সি অভিযান চালাতে থাকে। আসানসোল দক্ষিণ থানার অন্তর্গত মুর্গাশোলে অবস্থিত ব্যবসায়ী মণীষ বাগারিয়ার বাড়ি। ওই এলাকারই ঢিলছোড়া দূরত্বে অটোপার্টস মার্কেটে অফিস বাগারিয়াদের। দুই জায়গাতেই অভিযান শুরু হয়। জামুড়িয়ার চাঁদা

এলাকায় বাগারিয়াদের কারখানায় ইডি আধিকারিকরা যান। তবে কিছুক্ষণ থাকার পর ফিরে আসে বলে খবর। আসানসোল দক্ষিণ থানার মুর্গাশোল ৪১ নম্বর ওয়ার্ডে এস পি মুখার্জী রোডে বাড়ি বাগারিয়াদের। বাগারিয়া পরিবার ঘুম থেকে ওঠার কিছু পরেই কেন্দ্রীয় টিম তাঁদের বাড়িতে পৌঁছায়। তারা প্রথমে সকলের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করে এবং তারপর তদন্ত ও তল্লাশি শুরু করে। জানা গেছে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বালির ঘাট পরিচালনা করত তারা। কোটি কোটি টাকার লেনদেন করত। বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গের বাঁকুড়া ঝাড়গ্রাম-সহ বিভিন্ন বালিঘাটের সঙ্গে যুক্ত বাগারিয়ারা। বাগারিয়াদের পুরুলিয়া বাঁকুড়াতে লৌহ ইস্পাত কারখানাও রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় তাঁদের বালিঘাট লিজ হোল্ড ছিল। সরকারি বালিঘাটে আর্থিক তছরূপ এবং অবৈধভাবে মানিলন্ডারিং কেসের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে এই অভিযান বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। অতীতে এই বাগারিয়াদের বাড়িতে আইটি ও ইডি অভিযান হয়েছে। আবারও ইডি অভিযান। তবে এবার অবৈধ বালির টাকা ও আর্থিক তছরূপের ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

৩০৫ বছর ধরে তান্ত্রিক মতে নিশি পুজো হয়ে আসছে পাণ্ডবেশ্বরের বড় মা'র

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: আজ থেকে আনুমানিক ৩০৫ বছর আগে বামাচরণ চ্যাটার্জী নামে এক বিশিষ্ট ব্যক্তি পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার কুমারডিহি গ্রামে মা কালীর প্রতিষ্ঠা করেন। তখন থেকেই এই মা 'বড় মা' রূপেই পুজিত হয়ে আসছেন। তান্ত্রিক মতে নিশি পুজো হয় এখানে। বলিদান প্রথা রয়েছে, হয় ছাগ বলি।

জনশ্রুতি আছে, আজ থেকে প্রায় ১৪৮ বছর আগে বড় মা রূপী কালীর বারি (কলস ভর্তি জল) আনা হয় গঙ্গা থেকে। কুমারডিহি গ্রামের চ্যাটার্জী পরিবারের সদস্য দেবজিৎ চ্যাটার্জী, লোকজিৎ চ্যাটার্জীরা বলেন, অলৌকিকভাবে সেই ১৪৮ বছর আগের ঘট ভর্তি

জল আজও মায়ের কাছে অমলিন। ঘটের জল একদিনের জন্যও শেষ হয় না। তবে এমনটাও শোনা যায়, ঘটের জল একটু কমলেই চ্যাটার্জী পরিবারের নেমে আসে অশনি সংকেত। পরিবারে কোনও দুর্ঘটনার আগামবার্তা মায়ের, এমনটাই বিশ্বাস এই পরিবারের। আর তার পরই সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় মা'কে সন্তুষ্ট করার জন্য হোম যজ্ঞ। আর তাতেই মায়ের আশীর্বাদে দুর্যোগ কাটে পরিবার তথা গ্রামের। কুমারডিহি গ্রামের চ্যাটার্জী পরিবারের বড় মায়ের পুজোয় দূর দূরান্ত থেকে পরিবারের সকলেই এই পুজো ক'দিন হাজির হন গ্রামে। একসঙ্গে পরিবারের সকলের খাওয়া দাওয়া আনন্দ উৎসব চলে।

ঝাড়গ্রামের বালি খাদানে ইডির অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ঝাড়গ্রামের লালগড় ও গোপীবল্লভপুরে বালি খাদানে তল্লাশি চালায় ইডি। সকাল ছয়টা নাগাদ শুরু হয় অভিযান। গোপীবল্লভপুরে পৌঁছে প্রথমে অবশ্য অরুণ সেরাফের জিডিমাইনিং অফিসে তল্লাশি শুরু করে। তারপর গোপীবল্লভপুর ও লালগড়ের সিজুয়ার বালি খাদানে হানা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দল। বালি তোলার অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও ওই দুই জায়গার বালি খাদানগুলি থেকে অবৈধভাবে বালি তোলা চলছিল। ইডির আধিকারিকরা সেই সময় খাবানে পৌঁছে যায়। সেই সময় বালি তোলার জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল প্রায় ১০০টি লরি। পরে গোপীবল্লভপুর এবং লালগড়ের বালি খাদান দুটির মালিক দুই সৌরভ রায়ের বাড়িতেও তল্লাশি শুরু করে। যদিও মালিকদের দেখা পাওয়া যায়নি। ইডির আধিকারিকরা লালগড়ের সিজুয়াতে বালি খাদানের মালিক সৌরভ রায়ের অফিসে পৌঁছে তাঁর ম্যানেজার গোপাল মন্ডলকে তিন ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদ করে। গোপাল প্রথমে পালাবার চেষ্টা করলেও শেষ মেষ আটক করে ইডি জিজ্ঞাসাবাদ করে। সিজ করা হয় ফোন। জানাগেছে, সিজুয়ার অফিস থেকে বেশ কিছু নথিপত্র ও প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা উদ্ধার করে ইডি আধিকারিকরা। নদী থেকে প্রায় তিনশোটি লরিতে যে বালি তোলা হয়েছিল ইডি আধিকারিকরা তা খালি করার নির্দেশ দেন। সৌরভ রায়ের লালগড়ের একটি বাড়ির তালা ভেঙে ভেতরে ঢোকেন তদন্তকারীরা। তল্লাশির পর বেরিয়ে আসেন। বিকেলের পর গোপীবল্লভপুরে সৌরভ রায়ের অফিসে উদ্ধার হওয়া কিছু নথিপত্র ও টাকা নিয়ে বেরিয়ে যান তদন্তকারী আধিকারিকরা।

যক্ষ্মা রোগীদের ছ'মাস পুষ্টিকর খাদ্য জোগানের দায়িত্ব নিল ব্লক প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: 'নিক্ষয় মিত্র' কর্মসূচির আওতায় দত্তক নেওয়া হল যক্ষ্মা রোগীদের। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তরের উদ্যোগে প্রায় ২০ জন যক্ষ্মা রোগীকে দত্তক নেওয়া হয়। প্রত্যেকের হাতে এদিন পুষ্টিকর খাবার তুলে দেওয়া হবে। আগামী ৬ মাস এই যক্ষ্মা রোগীদের পুষ্টিকর খাবার তুলে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীরা। যেহেতু যক্ষ্মা রোগীদের অতিরিক্ত পুষ্টির জোগান দিতে হয়, তাই দত্তক নেওয়া এই সমস্ত যক্ষ্মা রোগীদের অতিরিক্ত পুষ্টির যোগান দেওয়ার বিষয়েও আশ্বস্ত করা হয়। এ বিষয়ে কুমারগঞ্জ ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীবাস বিশ্বাস জানান, 'আমাদের কুমারগঞ্জ ব্লকের অধীনে যে সমস্ত টিবি রোগীরা রয়েছেন তারা নিয়মিত ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক এর আওতায় ওযুধ পেয়ে থাকেন। কিন্তু এই রোগ থেকে সরে উঠতে গেলে কিছু নির্দিষ্ট পুষ্টিকর খাবার প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু যাদের আর্থিক অবস্থা খারাপ তারা এই খাবার সংগ্রহ করতে পারছিল না। তাই আমাদের ব্লকের বিভিন্ন কর্মী-সহ কিছু এনজিও এই কাজে এগিয়ে এসেছে। আমরা আগামী ছয় মাস এদের পুষ্টিকর খাবার প্রদানের দায়িত্ব নিয়েছি।'

দুর্ঘটনা এড়াতে পোস্ট অফিসের মধ্যে ছাতা মাথায় কর্মী-গ্রাহকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মিনাখাঁ: বৃষ্টি নেই, রোদও নেই, নেই কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ। অথচ পোস্ট অফিসের মধ্যে ছাতা মাথায় দিয়ে কাজ সারছেন কর্মী ও গ্রাহকেরা। কেন্দ্র সরকারের উদাসীনতার এমনই মারাত্মক ছবি উত্তর ২৪ পরগনা জেলা বসিরহাট মহকুমার মিনাখাঁর বামনপুকুর এলাকার পোস্ট অফিসে। আসলে দুর্ঘটনা এড়াতে বা জীবন বাঁচানোর তাগিদে মাথায় ছাতা দিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। পোস্ট অফিসের বিল্ডিং-এর এতটাই ভগ্নদশা যে যেখান সেখান থেকে বড় বড় চাঙর ভেঙে পড়ছে। যখন তখন ছাদ ভেঙে পড়তে পারে বলে ভয়ে আছেন কর্মী ও গ্রাহকেরা। দেওয়াল ভেঙ্গে পড়ছে। তাই ছাতা মাথায় দিয়ে পোস্ট অফিসের কর্মীরা কাজ করছেন এই কারণে যে, চাঙর ভেঙ্গে পড়লে যাতে সরাসরি মাথায় না পড়ে, আহত না হতে হয়। তাই এই ছাতা মাথায় দিয়ে পোস্ট অফিসের মধ্যে সরকারি পরিষেবা দিতে হচ্ছে কর্মীদের। আর এই পোস্ট অফিসের গ্রাহকরাও একইভাবে ছাতা মাথায় দিয়ে পোস্ট অফিসের মধ্যে তাদের কাজকর্ম মেটাতে আসছেন। বর্ষাকালে এই পোস্ট অফিসে কোনরকম পরিষেবা দেওয়া যায় না গ্রাহকদের। এতটাই জল ছাদ দিয়ে ঘরের ভেতরে ঢোকে। অভিযোগ, পোস্ট অফিসের পোস্টমাস্টার সম্রাট মণ্ডল বহুবার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছে কিন্তু কোনও কাজ হয়নি আজ পর্যন্ত। তাই অবশেষে নিজেও ছাতা মাথায় অফিসের পরিষেবা দিতে ব্যস্ত। পাশাপাশি যারা পোস্ট অফিসের গ্রাহক বা পোস্ট অফিসের পরিষেবা নিতে পোস্ট অফিসে আসছে তাদেরকেও ছাতা মাথায় দিয়ে ভেতরে বসতে বলছেন। পোস্টমাস্টার বহুবার সংশ্লিষ্ট দফতরকে জানিয়েও কোন সদুত্তর পাননি। কেন্দ্রীয় সরকার মুখে বড়বড় কথা বললেও কাজের ক্ষেত্রে তাদের উদাসীনতা আবারও প্রকাশ্যে এলো।

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - জয়ন্ত অগাস্টিন মুন্ডু, ই-মেল আইডি -sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল - ৯০৫১১০৮৭৪৫

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ০৩.১১.২০২৫
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম	বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি ১০ শতাংশ গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**অশোক বেরা,** পিতা ফনিভূষণ বেরা, **ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ৪এ, ৪র্থ তল, (পুরানো ২/১৯৫এ, বিজয়গড়), বর্তমানে ৭৪/২২৫, শ্রী রামঠাকুর রোড, থানা : যাদবপুর, কলকাতা -৭০০০৩২ এবং **আরও ঠিকানা :** ২/১২৯ডি, বিজয়গড় কলোনি, বিজয়গড় মার্কেট, যাদবপুর, কলকাতা-৭০০০৩২।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ১৩ বছরের পুরানো স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ৪এ, পরিমাপ সুপার বিল্টআপ এরিয়া ৭৩০ বর্গফুট মোজাইক মেঝে, দুই বেড রুম, এক ড্রইং তথা ডাইনিং , এক কিচেন, দুই টয়লেট এবং এক বারান্দা, অবস্থিত চতুর্থতলে (সামনের অংশে) চারতলা ভবনে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ প্রয়োজনীয় ফিটিং এবং ফিক্সচার সহ অবস্থিত ইপি নং ৩৯১, এসপি নং ৫৬৯, সিএস প্লট নং ১৯২২(অংশ) এবং ১৯৩০(অংশ), মৌজা : আরকপুর, জেএল নং ৩৯, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ডাক ঠিকানা ২/১৯৫এ, বিজয়গড়, কেএমসি প্রেমিসেস নং ৭৪/২/২৫৫, শ্রী রাম ঠাকুর রোড, থানা : যাদবপুর,কেএমসি ওয়ার্ড নং ৯৬, বরো ১০, কলকাতা - ৭০০০৩২ **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৬ ফুট চওড়া রোড , দক্ষিণে : ১৬ ফুট চওড়া রোড, পূর্বে : অন্যান্যর সম্পত্তি, পশ্চিমে : অন্যান্যর সম্পত্তি। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : অশোক বেরা, উল্লেখ্য দলিল নং ১৬০৫০২৩৬১ -২০১৯ সালের,** নথিভুক্ত বুক নং ১, পৃষ্ঠা ৮৪২০৬ -৮৪২৪০, ভল্যুম নং ১৬০৫-২০১৯, এডিএসআর আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।	১৮,০৯,১০৭.৮০ টাকা (আঠার লাখ নয় হাজার একশ সাত টাকা এবং আশি পয়সা) ০২.০১.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ	ক) ১৮,৮২,০০০.০০ টাকা খ) ১,৮৮,২০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৯০৫১১০৮৭৪৫ ৯৬৭৪৭১১৫২০
		সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত	পর্যবেক্ষণের তারিখ ২৪.১০.২০২৫	

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা যোগাযোগ করুন ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ১৭.১০.২০২৫, স্থান : কলকাতা — কোনও অসুবিধার ক্ষেত্রে ইংরাজি মাধ্যম প্রাধান্য পাবে — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

বैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI — Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
টালিগঞ্জ শাখা
৮৫, সিটি হাই বিল্ডিং, ২য় তল, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৩

পরিশিষ্ট-IV [রুল -৮(১)] **দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ঋণগ্রহীতাগণকে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে। ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ নিম্নোক্ত মতে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা/স্বত্বাধিকারী/অংশীদারগণ জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা, শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ (টাকা)
ঋণগ্রহীতা : শ্রী সনৎ কুমার নস্কর **শাখা: টালিগঞ্জ**	বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩, ৪র্থতলে, (উত্তর পূর্ব দক্ষিণ দিকে) পরিমাপ ৮৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং কার পার্কিং স্পেস পরিমাপ আনুমানিক ১২০ বর্গফুট একতলায় জি-৩ তলা ভবনে কেএমসি প্রেমিসেস নং ৭, জয়রামপুর বর্তমানে পর্ণশ্রী, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা৭০০০৬০। **সম্পত্তি সনৎ কুমার নস্কর এর নামে। চৌহদ্দি : উত্তরে :**২০ ফুট চওড়া কেএমসি রোড এবং শ্রী ডি চ্যাটার্জির সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** ১২ ফুট চওড়া কেএমসি রোড, **পূর্বে :** শ্রী অরুণ কর এর সম্পত্তি এবং ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, **পশ্চিমে:** শ্রী পার্থ সারথি সরকার এবং শ্রীমতি বেলা সরকার এবং শ্রী অসীম সরকারের সম্পত্তি।	১) ২৩.১১.২০২৩ ২) ১৫.১০.২০২৫ ৩) **২৮,৪৩,৯২৮ টাকা** (আঠাশ লাখ তেতাল্লিশ হাজার নশো আঠাশ টাকা)
ঋণগ্রহীতা : শ্রী সঞ্জিত পন্ডিত **শাখা : টালিগঞ্জ**	বসবাসের ফ্ল্যাট অবস্থিত ৫মতলে, পরিমাপ এসবিএ ৭৬০ বর্গফুট , ফ্ল্যাট নং ৫০৫, আরএস দাগ নং ৫০৯৫/২০৬০৯, খতিয়ান নং ৬৮৯৩,জেএল নং ১৪, মৌজা : বালি, থানা : নিশ্চিন্দা (বালি) সাপুইপাড়া বাসুকাঠি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : হাওড়া, পিনকোড : ৭১১২২৭। ২ বেড রুম, এক ডাইনিং তথা লিভিং রুম কিচেন সহ, এক বাথরুম, এক ব্যালকনি। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** সিঁড়ি, লিফট এবং লবি, **দক্ষিণে :** খোলা জায়গা, **পূর্বে :** খোলা জায়গা, **পশ্চিমে :** অন্যান্যর সম্পত্তি।	১) ০৪.০৭.২০২৫ ২) ১৫.১০.২০২৫ ৩) **১২,৮০,৭০২.৩০ টাকা** (বারো লাখ আশি হাজার সাতশ দুই টাকা এবং তিরিশ পয়সা)

তারিখ : ১৫.১০.২০২৫
স্থান : কলকাতা
স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখা
বি-৮/৩৫ (সিএ), আইটিআই মোড়, ঘোষপাড়া, কল্যাণী
পোঃঅঃ- কল্যাণী, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১ ২৩৫
পশ্চিমবঙ্গ

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধি দেখুন]
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/এবং জামিনদার(গণ) -কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **বাস্তবিক দখল** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার) এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **০৪.১১.২০২৫** তারিখে বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", " যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে বকেয়া রাশি **৩,০৩,৪২,৭০০.০০ টাকা** (তিন কোটি তিন লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার সাতশত টাকা মাত্র) (বিবি + এমওআই + এমএলই/এমওএক্স = ১,৯৩,৫৯,৩৫৭.০০ টাকা + ৯৯,৭৬,৪৪১ টাকা) **১৪.১০.২০২৫** অনুযায়ী সহ তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ব্রাঞ্চ, (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য **মেসার্স এস.ডি. এন্টারপ্রাইজ (অংশীদার- ১, শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস ও অংশীদার- ২, শ্রীমতী দীপালি বিশ্বাস) (ঋণগ্রহীতা)**, বাগমোড় রাণী রাসমনি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩১৪৫ -এর থেকে।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	ক) ১. **শ্রীমতী দীপালি বিশ্বাস,** স্বামী- শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস **(এইচবিএল- ৫০১৭৬৬৬৬৮৩০ এবং এইচবিএল- ৫০২৯১৯২৪০০৬-এর ঋণগ্রহীতা তথা জামিনদার তথা বন্ধকদাতা)** বাগমোড় রানী রাসমনি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩ ১৪৫। ২. **শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস,** পিতা- শম্ভুচরণ বিশ্বাস **(এইচবিএল- ৫০১৭৬৬৬৬৮৩০ এবং এইচবিএল - ৫০২৯১৯২৪০০৬ এর ঋণগ্রহীতা তথা গ্যারান্টার)** বাগমোড় রানী রাসমনি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩ ১৪৫। ৩. **মেসার্স এস.ডি. এন্টারপ্রাইজ (পার্টনার -১, শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস এবং পার্টনার ২, শ্রীমতী দীপালি বিশ্বাস) (ঋণগ্রহীতা)** বাগমোড় রানী রাসমনি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩ ১৪৫। ৪. **শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস,** পিতা- শম্ভুচরণ বিশ্বাস **(মেসার্স এস.ডি. এন্টারপ্রাইজের অংশীদার তথা গ্যারান্টার)** বাগমোড় রানী রাসমনি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩ ১৪৫। ৫. **শ্রীমতী দীপালি বিশ্বাস,** স্বামী- শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস **(মেসার্স এস.ডি. এন্টারপ্রাইজের অংশীদার তথা গ্যারান্টার তথা জামিনদার)** বাগমোড় রানী রাসমনি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩ ১৪৫। খ) **কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ব্রাঞ্চ**	**শ্রীমতী দীপালি বিশ্বাস** স্বামী- সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস **এর নামে** থাকা জমি ও ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার বিক্রয় দলিল নং. ৮৩১ তারিখ- ৩১.০১.২০১৩ এবং বিক্রয় দলিল নং. ৮৩২ তারিখ ৩১.০১.২০১৩ হোল্ডিং নং ৭১/৫৯১৮০ বাগমোড় রানি রাসমনি ঘাট রোড, পোস্ট- কাঁচরাপাড়া, থানা- বিজপুর জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা ওয়ার্ড নং ২ হালিশহর পৌরসভার অধীনে। এলাকা- ৩.১২৫ কাঠা (মোট ৪৪২৫ বর্গফুট)। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তরে- ২০ ফুট চওড়া রানী রাসমনি ঘাট রোড, পূর্ব দিকে- ১০ ফুট প্রশস্ত রাস্তা, দক্ষিণে- মিউনিসিপ্যাল ড্রেন, পশ্চিমে- মিউনিসিপ্যাল ড্রেন দ্বারা ।	**৩,০৩,৪২,৭০০.০০ টাকা** (তিন কোটি তিন লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার সাতশত টাকা মাত্র) (বিবি + এমওআই + এমএলই/এমওএক্স = ১,৯৩,৫৯,৩৫৭.০০ টাকা + ৯৯,৭৬,৪৪১ টাকা) **১৪.১০.২০২৫** অনুযায়ী সহ তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ	ক) **১,০৬,০০,০০০.০০ টাকা (*)** (এক কোটি ছয় লক্ষ টাকা মাত্র) খ) **১০,৬০,০০০.০০ টাকা** (দশ লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র) গ) **৫০,০০০.০০ টাকা** (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) **IDIB30101515060** ঙ) **ব্যাংকের কাছে অজানা** চ) **বাস্তবিক দখল**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ০৪.১১.২০২৫; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, **হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ অংশীদার(গণ) -এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ: ১৬.১০.২০২৫ / স্থান : কল্যাণী আই.ই. — অনুমোদিত অফিসার / ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে যা এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট 2002 (এতদ্‌পরবর্তীতে আইন হিসাবে উল্লেখিত)-এর ধারা 13(2)-এর অধীনে
যেহেতু আপনারা আপনাদের ঋণ অ্যাকাউন্টের সুদ এবং মূলের কিস্তিগুলি প্রদানের ক্ষেত্রে খেলাপ করেছেন, এবং উল্লেখিত বকেয়া প্রদেয়গুলি পরিশোধের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন এবং অবহেলা করেছেন, আমরা, আইনটির ধারা 13(2)-এর অধীনে আপনাদের সকলের (ঋণ গ্রহীতা / গণ, সহ-ঋণগ্রহীতা / গণ এবং জামিনদার / গণ) নিকট প্রদানের রসিদসহ নিবন্ধীত ডাক-এর মাধ্যমে দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেছি। ফলস্বরূপ, ঋণ অ্যাকাউন্টটি, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এর দ্বারা সম্পদ শ্রেণীকরণের উপর প্রদত্ত নির্দেশিকাগুলি অনুসারে হিসাব বইতে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীভুক্ত হয়েছে। নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তিটি ফেরত এসেছে "আনডেলিভার্ড" হিসাবে এবং এই কারণে আমরা এখন এই বিজ্ঞপ্তিটি ইস্যু করছি আপনাকে সমস্ত 13(2) আইনের অধীনে এবং এতৎদ্বারা ঘোষণা করছি যে এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত অ্যামাউন্টটি প্রদান করার জন্য এল & টি ফাইনান্স লিমিটেড। (পূর্বে, এল & টি হোল্ডিংস ফাইন্যান্স লিমিটেড) 60 দিনের সময়সীমায় এই পেপার নটিফিকেশন-এর তারিখ থেকে একত্রে পরবর্তী সুদের হারের সঙ্গে এবং অন্যান্য চার্জসমূহ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ পেমেন্ট বা আদায় পর্যন্ত। আপনার দ্বারা, এই বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলীর অধীনে আপনার দায়গুলি পালন করার বিষয়ে আপনার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, আমরা আইনটির ধারা 13(4) অথবা ধারা 14-এর অধীনে আরোপিত অধিকারগুলির মধ্যে যেকোনটি অথবা সবগুলির ব্যবহার করতে বাধ্য হব। 'এটি, এই আইনটির এবং / অথবা সময়ে সময়ে বলবত থাকা অন্য যেকোন আইনের অধীনে আমাদের নিকট উপলব্ধ যেকোন অধিকারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সংস্কারবিহীন'।

ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণ গ্রহীতা / গণ এবং সহ-ঋণ গ্রহীতা / গণ নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ / এনপিএ তারিখ / বকেয়া রাশি: এনপিএ তারিখ	বকেয়া রাশি (₹)	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ (বন্ধকীকৃত)
KOLHL18000136	1. মেসার্স বাসন্তী মেডিক্যাল হল (মালিক সুমন রায় মাধ্যমে) 2. সুমন রায় 3. অমিত রায় 4. কল্পনা রায়	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ : 09/10/2025 এনপিএ তারিখ : 04/09/2025	07/10/2025 তারিখের হিসাবে টাঃ23,70,347.49/- (টাকা তেইশ লাখ সত্তর হাজার তিনশো সাতচল্লিশ এবং উনপঞ্চাশ পয়সা মাত্র)	**অনুসূচি - I** সমস্ত খণ্ড ও অংশ ফ্ল্যাটের বিবরণ : দক্ষিণ দমদম মিউনিসিপ্যালিটির সীমার মধ্যেই মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড নং 23 অন্তর্গত বর্তমানে মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং 360 বা 591 হিসাবে জ্ঞাত ও নাম্বারযুক্ত এবং পরিসর নং 76/সি, নগেন্দ্র নাথ রোড, উত্তর 24 পরগণা জেলাতে দমদম থানার অধীনে সাতগাছি মৌজাতে সি.এস. এবং আর.এস. খতিয়ান নং 630 অন্তর্গত আর.এস. দাগ নং 4475, 4476 এবং 4477 (অংশ)-এর সঙ্গে মেলানো সি.এস. দাগ নং 1528-এর অংশ গঠন করা প্রায় 3 কাঠা 12 ছটাক ও 24 বর্গফুট পরিমাপের জমির প্লটে বা তার ওপর গড়া ও নির্মিত ইমারতের সমগ্র থার্ড ফ্লোরে (উত্তর-পশ্চিম দিক) প্রায় 1023 বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) পরিমাপের ফ্ল্যাট নং 4। সীমানা: পূর্বে — অশোক চন্দ্র সেন'র জমি ও ইমারত; পশ্চিমে — সি. ডি. শেঠের বসত বাড়ী; উত্তরে — 20 ফুট নগেন্দ্র নাথ রোড; দক্ষিণে — লীলারাণী দে'র বসত বাড়ী

তারিখ: 17.10.2025
স্থান: কলকাতা
স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

ভারত দ্রুত অগ্রগতি করছে, স্বাধীনতার শতবর্ষে বিকশিত দেশের আশা মোদীর

কুর্নুল, ১৬ অক্টোবর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুলে প্রায় ১৩,৪৩০ কোটি টাকা মূল্যের একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও দেশের উদ্দেশে তা উৎসর্গ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ভারত দ্রুত অগ্রগতি করছে এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে, স্বাধীনতার শতবর্ষে একটি বিকশিত দেশে পরিণত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। যোগাযোগ উন্নত করতে, শিল্পকে সমর্থন করতে এবং রাজ্যের মানুষের জীবনযাত্রাকে সহজ করতে সড়ক, বিদ্যুৎ, রেলপথ এবং মহাসড়কের অনেক নতুন প্রকল্প চালু করা হয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, সরকার নাগরিক-কেন্দ্রিক উন্নয়নের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চলমান সংস্কার বাস্তবায়ন করছে, যার লক্ষ্য জীবনকে সহজ করা। বিশেষ করে, ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় এখন সম্পূর্ণ করমুক্ত। উপরন্তু, সাশ্রয়ী মূল্যের ওষুধ, কম খরচে চিকিৎসা এবং প্রবীণ নাগরিকদের জন্য আয়ুষ্মান কার্ডের মতো উদ্যোগগুলি জীবনযাত্রার সহজতা বৃদ্ধি করছে।

একগুচ্ছ কর্মসূচির ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী এদিন শ্রীশৈলমের শ্রী ভ্রমরম্ব মল্লিকার্জুন স্বামী ভারলা দেবস্থানমে পুজো ও দর্শন করেছেন। ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের ঐতিহ্য স্মরণে শ্রীশৈলমের শ্রী শিবাজি স্ফূর্তি কেন্দ্রও পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রী। সঙ্গে ছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু।

'পাকিস্তান সন্ত্রাসী সংগঠনের আশ্রয়দাতা'

■ সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে পাকিস্তানের সমালোচনায় সরব হলেন ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে রণধীর বলেন, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যে পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে ভারত। রণধীর জয়সওয়াল আরও বলেন, এটা স্পষ্ট যে পাকিস্তান সন্ত্রাসী সংগঠনগুলিকে আশ্রয় দেয় এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে মদত দেয়। তিনি বলেন, পাকিস্তানের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ ব্যর্থতার জন্য প্রতিবেশীদের দোষারোপ করা একটি পুরনো অভ্যাস। মুখপাত্র রণধীর বলেন, আফগানিস্তান নিজস্ব ভূখণ্ডের উপর সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ করায় পাকিস্তান ক্ষুব্ধ এবং ভারত আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং স্বাধীনতার প্রতি সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

২০৩০-এ ভারতে কমনওয়েলথ গেমস

■ ভারত ও গুজরাতের জন্য সুখবর, ২০৩০ সালে কমনওয়েলথ গেমসের আয়োজন করবে ভারত। সেই বছর কমনওয়েলথ গেমসের আয়োজন হবে গুজরাতের আমদাবাদে। বৃহস্পতিবার এক্স মাধ্যমে এমনটাই জানালেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। তিনি টুইট করে জানিয়েছেন, 'ভারত ২০৩০ সালে আমদাবাদে কমনওয়েলথ গেমস আয়োজন করবে - এটি ভারত এবং গুজরাতের জন্য একটি গর্বের মুহূর্ত। প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিশ্বমানের পরিকাঠামো এবং ক্রীড়া প্রতিভার প্রতি যত্নের দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ এটি।' উল্লেখ্য, ২০৩০ কমনওয়েলথ গেমসের আয়োজক শহর হিসেবে আমদাবাদের নাম প্রস্তাব করা হয়েছে। ভারত সরকার, গুজরাত সরকার ও ভারতের কমনওয়েলথ গেমস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আগামী নভেম্বর মাসে কমনওয়েলথের সাধারণ সভার বৈঠকে এই প্রস্তাব পেশ করা হবে।

বিহারে 'বোরখা' তোপ যোগীর

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর: বোরখা পরা মহিলা ভোটারদের পরিচয় যাচাইয়ে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশের বিরোধিতা করার জন্য বৃহস্পতিবার বিহারে আরজেডি-কংগ্রেস জোটকে লক্ষ্য করে তোপ দাগলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, বিরোধীরা রাজনৈতিক কারণে বিতর্ক তৈরি করছে। তিনি বলেন, ভোটার শনাক্তকরণের বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা স্পষ্ট এবং কঠোরভাবে অনুসরণ করা হবে। কংগ্রেস এবং আরজেডি এই আদেশ নিয়ে প্রশ্ন তুলে দুষ্কর্মে লিপ্ত হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন নির্দেশ দিয়েছে, বোরখা পরা মহিলাদের পরিচয় যাচাই করার জন্য সমস্ত ভোটকেন্দ্রে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের মোতায়েন করা হোক। বলা হয়েছে, ভোটকেন্দ্রের ভিতরে ভোটার শনাক্তকরণের নির্দেশিকা স্পষ্ট এবং কঠোরভাবে অনুসরণ করা হবে। পাটনার কাছে দানাপুরে বিজেপি প্রার্থী এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামকৃপাল যাদবের সমর্থনে আয়োজিত এক সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'নডিএ শাসন কালে বিহার অগ্রগতির দিকে তার যাত্রা অব্যাহত রাখার জন্য উন্মুখ। এমন সময়ে, কংগ্রেস-আরজেডি বোরখা নিয়ে বিতর্ক তৈরি করে দুষ্কর্মে লিপ্ত হচ্ছে।'

দু'দিনে আত্মসমর্পণ ২৫৮ নকশালের, সন্তোষ শাহের

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর: বিগত দু'দিনে দেশে আত্মসমর্পণ করেছে ২৫৮ নকশাল। এতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, গত দুই দিনে ২৫৮ জন নকশাল হিংসা ত্যাগ করেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে অমিত শাহ উল্লেখ করেছেন, বৃহস্পতিবার ছত্তিশগড়ে ১৭০ জন নকশাল আত্মসমর্পণ করেছে এবং গতকাল ২৭ জন আত্মসমর্পণ করেছে। অমিত শাহ আরও উল্লেখ করেছেন, গতকাল মহারাষ্ট্রে ৬১ জন মূলধারায় ফিরে এসেছেন। তিনি আরও জানান, গত বছর ছত্তিশগড়ে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে দুই হাজারেরও বেশি নকশাল আত্মসমর্পণ করেছে, প্রায় ১৮০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং রাজ্যে চারশো পঞ্চাশেরও বেশিকে নকশালকে নির্মূল করা হয়েছে। সংবিধানে আস্থা রেখে নকশালদের সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেছেন অমিত শাহ।

আট মাসে আট যুদ্ধ থামিয়েছি, ফের কৃতিত্ব দাবি করলেন ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ১৬ অক্টোবর: আট মাসে আটটি যুদ্ধ থামানোর দাবি করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। হোয়াইট হাউসে বক্তৃতার সময় ট্রাম্প বলেন, 'আমার মনে হয় না, কোনও রাষ্ট্রপতি একটি যুদ্ধও থামিয়েছেন। আমি আট মাসে আটটি যুদ্ধ থামিয়েছি। আমি কি নোবেল পুরস্কার পেয়েছি? না, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আগামী বছরটি আরও ভালো হবে। কিন্তু আপনারা কি জানেন আমি কী নিয়ে বেশি চিন্তিত? আমি লক্ষ লক্ষ জীবন বাঁচিয়েছি।' ভারত ও পাকিস্তান সংঘাত প্রসঙ্গেও ফের মুখ খুলেছেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, 'আমরা বাণিজ্যের মাধ্যমে অনেক যুদ্ধ থামিয়েছি। উদাহরণস্বরূপ, ভারত ও পাকিস্তান সংঘাতে জড়িয়েছিল। সাতটি বিমান মাটিতে আছড়ে পড়ে। খারাপ ঘটনা ঘটছিল এবং আমি উভয় দেশের সঙ্গেই বাণিজ্য নিয়ে কথা বলছিলাম। আমি বলেছিলাম, তাঁরা যুদ্ধ বন্ধ না করলে আমরা কোনও বাণিজ্য চুক্তি করব না। আমি ফোন করে বলি, শোনো, যদি এই যুদ্ধ বন্ধ না করো, তাহলে আমরা তোমাদের দেশের যে কোনও পণ্যের উপর ২০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করব। আমি উভয় দেশের নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছি। আমি উভয়কেই পছন্দ করি।' ট্রাম্প বলেন, 'আমি যুদ্ধ বন্ধ করতে ভালোবাসি।'

একদিন ময়দান

সুবিধাজনক জায়গায় বাংলা, শতরান হাতছাড়া সুদীপের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইডেনে রনজি ট্রফির দ্বিতীয় দিনের শেষে সুবিধাজনক জায়গায় অবস্থান করছে বাংলা। প্রথম ইনিংসে উত্তরাখণ্ডকে ২১৩ রানে গুটিয়ে দেওয়ার পর দ্বিতীয় দিনের শেষে বাংলার সংগ্রহ ৬ উইকেটে ২৭৪। ফলে অভিমন্যু ঈশ্বরনের দল প্রথম ইনিংসে ৬১ রানের গুরুত্বপূর্ণ লিড পেয়েছে। দলের হয়ে দুর্দান্ত ইনিংস খেলেছেন অভিজ্ঞ ব্যাটার সুদীপ চট্টোপাধ্যায় এবং তরুণ সুমন্ত গুপ্ত। এই দুই ব্যাটারের ধৈর্যশীল জুটিই দ্বিতীয় দিনে বাংলাকে বিপদমুক্ত করে স্থিতিশীলতা এনে দেয়।

দিনের শুরুটা কিন্তু খুব একটা আশাব্যঞ্জক ছিল না। আগের দিনের ৮ রানে দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু করে বাংলা। সকালটা ছিল কিছুটা নড়বড়ে। ৮.২ ওভারের মাথায় বাংলা হারায় দ্বিতীয় উইকেট। সুদীপ ঘরামি ১৫ রানে সাজঘরে ফেরেন। এরপর ক্রিজে নামেন অনুষ্টুপ মজুমদার। অভিজ্ঞ এই ব্যাটার শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মনোভাবে খেলতে থাকেন। দেবেন্দ্র বোরার গতিময় বলে তিনি আউট হন ৩৫ রানে। দলীয় রান তখন ৬৩।

এরপর আরও বিপাকে পড়ে বাংলা। উইকেটরক্ষক ব্যাটার অভিষেক পোড়েল বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। মাত্র ২১ রানে ফেরেন তিনি। ৯৮ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে কার্যত চাপে পড়ে যায় বাংলা। সেই অবস্থায় দলের রক্ষাকর্তা হয়ে ওঠেন সুদীপ চট্টোপাধ্যায় ও সুমন্ত গুপ্ত। দু'জনেই ধৈর্য, শৃঙ্খলা ও টেস্ট ব্যাটিংয়ের ক্লাসিক ধারা বজায় রেখে খেলতে থাকেন। প্রতিপক্ষের বোলাররা লাইন-লেংথ পালটে দিলেও এই জুটি এক ইঞ্চিও নড়েনি। একসময় রক্ষণাত্মক থেকে ধীরে ধীরে আক্রমণাত্মক রূপ নিতে থাকেন দু'জনেই।

দু'জনের পার্টনারশিপ যখন দৃঢ় হতে থাকে, তখন স্কোরবোর্ডও ক্রমশ বাংলার পক্ষে কথা বলতে শুরু করে। ১৫৬ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটিতে সুদীপ এবং সুমন্ত দলকে বিপদমুক্ত করেন। ২৫৪ রানের মাথায় সুদীপ চট্টোপাধ্যায় যখন ৯৮ রানে আউট হন, তখন কার্যত বাংলার ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি নিজেদের দখলে। মাত্র ২ রানের জন্য শতরান মিস করলেও সুদীপের ইনিংস ছিল একেবারে ধ্রুপদী ঘরানার। ২৬৪ বলের ধৈর্যশীল এই ইনিংসে তিনি ১২টি চমৎকার বাউন্ডারি মারেন। এককথায়, এটি ছিল বাংলার ইনিংসের মূল স্তম্ভ। অন্য দিকে, সুমন্ত গুপ্ত দিনের শেষে অপরাজিত থেকে মাঠ ছাড়েন। ৮২ রানে অপরাজিত এই তরুণ ব্যাটারের ১৪৯ বলের ইনিংসে ছিল ৭টি চমৎকার বাউন্ডারি। আগামী দিনে তিনি বাংলার ব্যাটিং লাইন-আপের অন্যতম ভরসা হতে চলেছেন।

আইএসএল নিয়ে ফেডারেশনকে চিঠি ১০ ক্লাবের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইএসএল নিয়ে এখনও স্পষ্ট সিদ্ধান্ত জানায়নি ফেডারেশন। এর জেরে বেজায় মুশকিলে আইএসএলের ক্লাবগুলি। এআইএফএফ আগেই জানিয়েছিল, ১৫ অক্টোবরের মধ্যে আইএসএলের টেন্ডার নিয়ে স্পষ্টতা প্রকাশ্যে আনবে তারা। তবে আইএসএলের টেন্ডার নির্ধারিত ১৫ অক্টোবরের মধ্যে না ডাকায় আবারও প্রশ্ন উঠছে দেশের সর্বোচ্চ লিগের ভবিষ্যৎ নিয়ে। আইএসএল নিয়ে অনিশ্চয়তা এখনও অব্যাহত। এরই মধ্যে বাংলার তিন প্রধান বাদে বাকি ১০ ক্লাব চিঠি দিল ফেডারেশনকে। ক্লাবগুলি এই চিঠির মাধ্যমে জানিয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে ফেডারেশনের প্রতি ভরসা করে সুপার কাপে খেলতে রাজি হয়েছিল তারা। নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলেও ক্লাবগুলিকে কিছু জানায়নি ফেডারেশন। টেন্ডার সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য জানানোর দাবি জানিয়েছে ক্লাবগুলি। ক্লাবগুলি ক্ষুব্ধ হয়ে চিঠিতে জবাব চেয়েছে। ফেডারেশনের কার্যকরী কমিটির সিনিয়র সদস্যদের আপত্তিতে এখনও আটকে রয়েছে আইএসএলের টেন্ডারের নোটিস দেওয়ার প্রক্রিয়া। কল্যাণ চৌবে এবং ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল সত্যনারায়ণ আপাতত দেশে নেই।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৮৩১৯১৯৭৯১

DASPUR-I PANCHAYAT SAMITI
NOTICE INVITING E-TENDER
WBPMID/DAS-I/EO/NIT-06/APAS/25-26, Memo No-756, Date- 15/10/2025
WBPMID/DAS-I/EO/NIT-07/APAS/25-26, Memo No-737, Date- 15/10/2025
Tender Through inviting by the undersigned from the bonafied and experienced contractor, Registered Engineers Co-Operative societies & labour Co-Operative societies having credential of similar type of work at Daspur-I Panchayat Samiti. Bid Submission Start Date- **16.10.2025.** Bid Submission end Date- **05.11.2025.** Bid Opening Date- **07.11.2025.** For Details Please Visit website http://wbtenders.gov.in
Sd/-
Executive Officer
Daspur-I Panchayat Samiti
Daspur :: Paschim Medinipur

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.E. ET. No. 51/WS/Eng/25 Dt. 16-10-25
Visit to website www.wbtenders.gov.in
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

Nischinda Gram Panchayat
Bally, Howrah
E-TENDER INVITING NOTICE
Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **e-NIT No. 12/S.L. No. 1 to 2/25-26. Fund : AMADER PARA AMADER SAMADHAN.** Published date: **17/10/2025.** Last date of Bid submission: **08/11/2025.** Date of opening: **10/11/2025.** Details are available in https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Nischinda Gram Panchayat

SOMASPUR-I GRAM PANCHAYAT
NOTICE INVITING e-TENDER, Published Date: 16-10-2025
e-Tenders are being invited from eligible contractors vide following ID

	Tender ID	Bid Submission Closing Date
1	2025_ZPHD_926648_7	25/10/2025 ,10:30A.M.
2	2025_ZPHD_926648_2	25/10/2025 ,10:30A.M.
3	2025_ZPHD_926648_3	25/10/2025 ,10:30A.M.
4	2025_ZPHD_926648_4	25/10/2025 ,10:30A.M.
5	2025_ZPHD_926648_5	25/10/2025 ,10:30A.M.
6	2025_ZPHD_926648_6	25/10/2025 ,10:30A.M.
7	2025_ZPHD_926648_7	25/10/2025 ,10:30A.M.
8	2025_ZPHD_926648_8	25/10/2025 ,10:30A.M.
9	2025_ZPHD_926648_9	24/10/2025 ,10:30A.M.
10	2025_ZPHD_926648_10	24/10/2025 ,10:30A.M.

For details visit website https//wbtenders.gov.in
For any other query please visit the office of undersigned in working hours.
Sd/-
Pradhan
Somaspur-I Gram Panchayat.

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.E. ET. No. 72 & 73/PW/Eng/APAS/25 Dt. 16-10-25
Visit to website www.wbtenders.gov.in
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

Guskara Municipality
Guskara: Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender No: - 14/2025-26 (1st Call),
Memo No: 1108/GM, Dated: - 16.10.2025
& 15/2025-26 (1st Call),
Memo No: 1113/GM, Dated: - 16.10.2025
Following e-Tender is invited by this Municipal Authority for 05 Nos. & 09 Nos. development works at Booth No. 190 & 191 (Ward No. 08) under APAS Programme at Guskara Municipality. Last date of bid submission of e-tender is on 05.11.2025 up to 15.55 P.M. For details visit **www.wbtenders.gov.in, guskaramunicipality.co.in**
Sd/-
Executive Officer
Guskara Municipality

BELDANGA MUNICIPALITY, Murshidabad
E-tender is invited by the authority of Beldanga Municipality for –

Sl. No.	Name of Work	Ref. of Tender	Estimated Cost (Approx)	Last date for submission
1.	Construction of Commercial market at Indira Market South side compound within Beldanga Municipality ward no. 1	WB/MAD/ULB/BEL/NIeT-07/2025-26 (2nd Call)	58.21 Lakh	05.11.2025 at 2.00 Pm
2.	DGPS Survey, Geo-technical Investigation, Design & Drawing along with Vetting from competent Authority as per nature of work for construction of Development projects within Beldanga Municipality complete in all respect as per direction of EIC.	WB/MAD/ULB/BEL/NIeT-09/2025-26 (2nd Call)	N.A.	24.10.2025 at 3.00 Pm

For details visit - **www.municipalitybeldanga.org, www.wbtenders.gov.in**

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
WBMAD/ULB/ BM/PW/APAS/NIT–26/2025-2026
Memo No:- 2639/PWD/BM/2025-2026, Dated- 24.09.2025
Number of Work :- 17 (Seventeen) Sl. No. 1 -17.
Tender Id: 2025_MAD_913952_1, 2025_MAD_913952_2, 2025_MAD_913952_3, 2025_MAD_913952_4, 2025_MAD_913952_5, 2025_MAD_913952_6, 2025_MAD_913952_7, 2025_MAD_913952_8, 2025_MAD_913952_9, 2025_MAD_913952_10, 2025_MAD_913952_11, 2025_MAD_913952_12, 2025_MAD_913952_13, 2025_MAD_913952_14, 2025_MAD_913952_15, 2025_MAD_913952_16, 2025_MAD_913952_17.
Last Date of Submission 04.11.2025 at 9:00 A.M. for details see Bolpur Municipality Notice Board & Website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/731/25-26 Dated 15.10.2025
E-Tenders are being Invited for : Estimate for The Construction of Proposed C.C. Road and Surface Drain with Slab (marked as Sl. 2/268) from Swapan Das House to Mobile Tower at Booth No.-268 of Ward No.-31 under Rajpur - Sonarpur Municipality. **a)Date of uploadation:** 17.10.2025 at 11-00 hrs. **b) Estimated Amount:** 5,59,236.51. **c) Documents download starting date & time:** 17.10.2025 at 11-00 hrs. **d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender:** 28.10.2025 at 13-00 hrs. **e) Date & Time for Opening of Technical Bid** :30.10.2025 at 13-05 hrs. **f) Date & Time for Opening of Financial Bid:** To be notified. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in.
SD/-
Executive Officer
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/728/25-26 Dated 15.10.2025	Estimate for The Construction of Surface Drain (marked as Sl. 6/255) from H/o Dilip Naskar to Asutosh Mukherjee via H/o Kamakha Prasad to H/o Somnath Das at Ward No.- 31 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,99,817.42
WBMAD/ULB/RSM/729/25-26 Dated 15.10.2025	Estimate for The Construction of Proposed concrete slab over existing surface drain (marked as Sl. 8/255) from Ramen Dutta's House to Dilip Naskar's House at Booth No.-255 of Ward No.-31 Under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 1,01,172.16
WBMAD/ULB/RSM/730/25-26 Dated 15.10.2025	Estimate for The Construction of Proposed C.C. Road (marked as Sl. 3/264) from House of bapan Naskar to House of Kulin Naskar at Booth No.-264 of Ward No.-31 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 3,07,685.14
WBMAD/ULB/RSM/731/25-26 Dated 15.10.2025	Estimate for The Construction of Proposed C.C. Road and Surface Drain with Slab (marked as Sl. 2/268) from Swapan Das House to Mobile Tower at Booth No.-268 of Ward No.-31 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 5,59,236.51

Bid Submission end date: **28.10.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILLORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY RANAGHAT, NADIA
Corrigendum for Date Extension 01
Memo. No. 1547/RM, Date : 23.09.2025
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIT-11e/2025-26/SL3
Tender ID : 2025_MAD_909646_3
Name of the work: Mini high mast light in different wards under Ranaghat Municipality (3 nos.) under APAS Scheme List (Phase-I, Lot-I). This is to inform that the Document Download/Sale End Date & Bid submission End Date are extended upto 25/10/2025 at 1:00 p.m. as No Bidder has been found. Bid opening Date - 29/10/2025 at 11:00 a.m. This corrigendum will be a part of the document. All other terms and conditions will remain unchanged. Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website https://www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Chairman
Ranaghat Municipality

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia
The Executive Officer, Krishnanagar Municipality invites **NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-14/APAS/2025-26&WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-15/APAS/2025-26** for "Construction/Repairing of Cement Concrete Road, Repairing of Road by Paver Block, Construction & Repairing of Brick Masonry Drain, and Cross Culvert etc. under APAS within Krishnanagar Municipality". The intending Bidders are requested to visit the website: **https://wbtenders.gov.in** for details.
Tender Id:
2025_MAD_923988_1 to 2025_MAD_923988_22 & 2025_MAD_925234_1 to 2025_MAD_925234_26.
Sd/- **Executive Officer**
Krishnanagar Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/690/25-26 Dated 14.10.2025	Upgradation of concrete road from Tejkumar Borai's House towards Arikesh Das's house in Ward No-22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 186, Proposal SL No- 1, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,70,649.00
WBMAD/ULB/RSM/691/25-26 Dated 14.10.2025	Upgradation of concrete road from Santosh Kr. Baidya's house towards Nirmal Bala's house in Ward No-22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 186, Proposal SL No- 2, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,17,022.00
WBMAD/ULB/RSM/692/25-26 Dated 14.10.2025	Upgradation of concrete road from Bishnu Sribastab's house towards Patit Pawan Samanta's house in Ward No-22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 186, Proposal SL No- 3, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,92,852.00
WBMAD/ULB/RSM/693/25-26 Dated 14.10.2025	Upgradation of concrete road from Alivia Halder's house to Pratap Kayal's house in Ward No-22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 186, Proposal SL No- 4, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,32,740.00
WBMAD/ULB/RSM/694/25-26 Dated 14.10.2025	Upgradation of concrete road from Sonu Dutta's house towards Manindra Das's house in Ward No-22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 186, Proposal SL No- 5, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,21,308.00

Bid Submission end date: **23.10.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

Mogra-I Gram Panchayat
Hansghara, Mogra, Hooghly - 712148
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are hereby invited by this office from the bonafied Contractors for execution the different works. e-Tender details are given bellow : **E-NIT No.611/MOG-I/25, ID - 2025_ZPHD_926362_1, E-NIT No.612/MOG-I/25, ID - 2025_ZPHD_926499_1, E-NIT No.613/MOG-I/25, ID - 2025_ZPHD_926556_1, E-NIT No.614/MOG-I/25, ID - 2025_ZPHD_926629_1, E-NIT No.615/MOG-I/25, ID - 2025_ZPHD_926768_1, E-NIT No.616/MOG-I/25, ID - 2025_ZPHD_926887_1, E-NIT No.617/MOG-I/25, ID - 2025_ZPHD_926972_1, E-NIT No.618/MOG-I/25, ID - 2025_ZPHD_927029_1.**
Last date of Bid Submission : **06/11/2025 at 16:55 Hrs.** For details log on https://wbtenders.gov.in
Sd/-
Pradhan,
Mogra-I Gram Panchayat

Howrah Municipal Corporation
Borough Commitee-IV
82, Narasingha Dutta Road, Howrah-711101
Corrigendum
NIT No: E-TN/001/A.E./Br-IV/25-26, Date : 11.10.2025
1) Due to unavoidable circumstances of E-tender Closing Slot Booking the above following tender number closing dated will be extended from 03/11/2025 to 05/11/2025. Sl. No. 44 to 50. 2) Scheme ID- APAS/01/172/206/0001 Works PS will be 206.
Sd/-
Assistant Engineer
Borough-IV, H.M.C.

Chairman on behalf of Board of Councillors, **Raghunathpur Municipality** is hereby inviting tender for various jobs at various wards under **APAS scheme within Raghunathpur Municipality (with Corrigendum Notices).**

SL	Particulars	Date	Time
1	Date and Time of Publication	15.10.2025	10.30 A.M. onwards
2	Bid Submission Start Date & Time	15.10.2025	11.00 A.M. onwards
3	Bid Submission Close date & Time	24.10.2025	01.30 P.M.
4	Opening Date	27.10.2025	11.00 A.M. onwards

Tender Id-
1) 2025_MAD_922620_1 2) 2025_MAD_922648_1 3) 2025_MAD_922894_1
4) 2025_MAD_922817_1 5) 2025_MA0_922421_1 6) 2025_MAD_922900_1
7) 2025_MAD_922858_1 8) 2025_MAD_922868_1 9) 2025_MAD_922889_1
10) 2025_MAD_925396_1 11) 2025_MAD_925331_1 12) 2025_MAD_924698_1
13) 2025_MAD_924583_1 14) 2025_MAD_923187_1 15) 2025_MAD_923144_1
16) 2025_MAD_923114_1 17) 2025_MAD_924947_1 18) 2025_MAD_925091_1
19) 2025_MAD924610_1
Chairman,
Raghunathpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/774/25-26 Dated 16.10.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from H/O Bibhutibhusan Mondal to H/O Rajkumar Baidya at Ghasiara Paschim Para in Ward No.-11 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-56, (Proposal Serial No.-01)Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,46,064.22
WBMAD/ULB/RSM/775/25-26 Dated 16.10.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from H/O Bandana Chakraborty to H/O Krishna Kumar Saha at Bibekananda Pally in Ward No. - 11 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-56, (Proposal Serial No.-02)Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,92,535.36
WBMAD/ULB/RSM/776/25-26 Dated 16.10.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from H/O Bikash Ranjan Mondal to H/O Kanai Mondal at Ghasiara Paschim Para in Ward No. - 11 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-56, (Proposal Serial No.-04),Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,11,249.02
WBMAD/ULB/RSM/777/25-26 Dated 16.10.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from H/O Bharati Sardar to H/O Tapan Gayen at Ghasiara in Ward No. - 11 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-56, (Proposal Serial No.-05) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,01,743.45
WBMAD/ULB/RSM/778/25-26 Dated 16.10.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from H/O Tusar Mondal to H/O Biswajit Dey at Ghasiara Paschim Para in Ward No. - 11 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-56, (Proposal Serial No.-07)Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,19,130.80

Bid Submission end date: **06.11.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

E-TENDER NOTICE
e- tender for different construction works is invited from eligible contractors vide NIT No: 04(e)/25-26/WBTDCC/BO/BDN & Circulated M.No-169/WBTDCC/BO/BDN Dated-16.10.25.
For details visit website www.wbtenders.gov.in
Sd/
Branch Manager
WBTDCC Ltd, Bardhaman Br.

BERABERI GRAM PANCHAYAT
Habra- II Panchayat Samity
Village + PO.: Sabdalpur, North 24 Parganas.
NOTICE INVITING E-TENDER
NIT NO-536/BGP/APAS/2025 Dated-10/10/2025
Tender ID: 2025_ZPHD_92301_(1 to 7)
Published Date-**13/10/2025.** End Date- **30/10/2025.** Opening Date- **01/11/2025.**
Sd/- **Secretary**
Beraberi Gram Panchayat

পার্কিং চুক্তির জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আদ্রা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন ঃ বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ **ক্যাটিগরি ঃ** পার্কিং। **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ** পার্ক৯১। **লট নং/ক্যাটিগরি ঃ** পার্কিং-এডিআরএ-আইবিএল-টিডব্লু-৭৩-২৫-১ (পার্কিং-টু হুইলার)। **অকশন শুরু (সকল লট) ঃ** ২৮.১০.২০২৫ বেলা ১২টা। **অকশন বন্ধের তারিখ/সময় ঃ** ২৮.১০.২০২৫ বেলা ১২.৩০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য ঃ** সম্ভব্য বিডারদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে **(www.ireps.gov.in)** ই-অকশন লিজিং মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও জিজ্ঞাস্য/স্পষ্টীকরণের জন্য, যদি থাকে, নিম্নে স্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করুন।
(PR-734) সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, আদ্রা
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন বায়োস্কোপ

সুফি আন্দোলন এবং ব্রিটিশ বিরোধী বিদ্রোহের উপর নির্ভর করে নির্মিত

দেবী চৌধুরানী

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরানীর কাহিনীর সাথে আমরা আট থেকে আশি সকলেই কম-বেশি পরিচিত। দেবী চৌধুরানীর প্রসঙ্গ উঠলেই উঠে আসে ১৭৭০ সালের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অপশাসন এবং ইংরেজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা প্রতিবাদের আগুনের লেগে যাওয়ার কথা, যে আগুনের শিখাকে আরো লেলিহান করে তুলেছিল দেবী চৌধুরানী। সম্প্রতি এই কাহিনী কে কেন্দ্র করে মুক্তি পেয়েছে পরিচালক শুভ্রজিৎ মিত্রর ছবি দেবী চৌধুরানী। অনিরুদ্ধ দাশগুপ্ত এবং অপর্ণা দাশগুপ্তর প্রযোজনায় 'এডিটেড মোশন পিকচার' প্রযোজিত এই ছবিটি সিনেমা হলে ইতিমধ্যেই বেশ সারা ফেলেছে। ছবিটি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের উপর নির্মিত হলেও গল্পের প্লটটি সম্পূর্ণরূপে রচিত হয়েছে পরিচালকের কল্পনা অনুসারে।এই ছবিটির মুখ্য চরিত্রগুলিতে অভিনয় করেছেন, শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, সব্যসাচী চক্রবর্তী, কিঞ্জল নন্দ, অর্জুন চক্রবর্তী, বিবৃতি চট্টোপাধ্যায়, দর্শনা বণিক, এলেক্স-ও নেল প্রমুখরা।

প্রফুল্ল অর্থাৎ দেবী চৌধুরানীর চরিত্রে শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়কে ভালো লাগছে। তার ভাবভঙ্গি এক্সপ্রেশন এবং কথাবার্তা অনেকটা সেকেলের ঐতিহাসিক পটভূমির চরিত্রগুলোর সাথে বিশেষ করে দেবী চৌধুরানীর চরিত্রের সাথে অনেকটাই মিলে গিয়েছে। তিনি যে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন এই চরিত্রটার জন্য সেটা এই সিনেমায় তার অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে।

শ্রাবন্তীর কাছে এই ছবিটি ছিল একটি চ্যালেঞ্জিং ছবি কারণ দেবী চৌধুরানী চরিত্রে নিজেকে রূপায়িত করার জন্য তিনি যথাযথ চেষ্টা করেছেন । শ্রাবন্তী যে তার চেষ্টায় সফল হয়েছেন এবং যথাযথভাবে দেবী চৌধুরানী রূপে নিজেকে উপস্থাপিত করতে সক্ষম হয়েছে তার বাস্তব প্রমাণ স্বয়ং এই সম্পূর্ণ সিনেমাটি। ভবানী পাঠকের চরিত্রে প্রসেনজিতের অনন্য অভিনয় এই সিনেমায় দর্শকদের উপলব্ধ হয়েছে। সিনেমাটিতে তার প্রবেশ একেবারে দুর্ধষ যা বহুল প্রশংসিত হয়েছে।দেবী চৌধুরানীর শিক্ষক হিসেবে এবং তার গুরু হিসেবে ভবানী পাঠকের চরিত্রে প্রসেনজিতের অভিনয় দর্শকদের মনোমুগ্ধ করেছে। ভবানী পাঠকের চরিত্রটি এই সিনেমায় বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়েছে এবং দেবী চৌধুরানীর পাশাপাশি এই চরিত্রটিও বেশ আলোকিত হয়েছে। প্রসেনজিৎ অর্থাৎ বুম্বাদার বয়স যত বৃদ্ধি পাচ্ছে তিনি ততই প্রমাণ করে দিচ্ছেন যে তিনি কত বড় একজন অভিনেতা, কত বড় একজন শিল্পী। দেবী চৌধুরানীর স্বামী ব্রজর ভূমিকায় কিঞ্জল নন্দের অভিনয়ে ছিমছামভাবে, অতি সাধারণ ও স্বল্প পরিসরে উপস্থাপিত হলেও তিনি সেই অভিনয়তেও একটা অনন্যতা ফুটিয়ে তুলেছেন যেটা দর্শকদের নজর আকর্ষণ করেছে। হরবল্লভ রায়ের চরিত্রে চরিত্রাভিনেতা সব্যসাচী চক্রবর্তীর অভিনয়ও বেশ নজরকারা। গুরুগম্ভীর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চরিত্র অনুযায়ী তার অভিনয় একেবারে মানানসই। নিশির চরিত্রে বিবৃতির অভিনয় বেশ সাবলীল। শ্রাবন্তী চ্যাটার্জির সঙ্গে তাল মিলিয়ে তিনিও যথেষ্ট পরিপূর্ণতার সাথে অভিনয় করেছেন। রঙ্গরাজ এর ভূমিকায় অর্জুন চক্রবর্তীকে দর্শক এই সিনেমায় নতুনভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে। সমস্ত আগের চিরাচরিত চরিত্রগুলি থেকে বেরিয়ে তার এই নতুন চরিত্রে অভিনয় অসামান্য যা দর্শকবৃন্দের মনোগ্রাহী হয়ে উঠেছে। সাগর চরিত্রটিতে দর্শনা বনিক বেশ বাস্তবচিত অভিনয় করেছে। ভালো চরিত্রাভিনেতা হিসেবে এই চরিত্রটি তাকে ভবিষ্যতে ভালো কাজ পেতে অনেক সুযোগ করে দেবে সেটা বলাই বাহুল্য। অত্যাচারী ইংরেজ শাসকের ভূমিকায় আলেক্স ও নেল যথাযথ। তিনি তার অভিনয়ের মাধ্যমে বারংবার প্রমাণ করে দিচ্ছেন যে বাংলায় নির্মিত যেকোনো ঐতিহাসিক পটভূমি কেন্দ্রিক চলচ্চিত্রতে ব্রিটিশ শাসকের ভূমিকা এবং অত্যাচারী ইংরেজ রাজার ভূমিকায় তিনি যেন বারংবার অনবদ্য এবং অতুলনীয়। আসলে নিজ অভিনয় গুনে তিনি এই সমস্ত চরিত্র গুলির জন্য নিজের দর আরো বাড়িয়ে তুলছেন।

কয়েকটা অ্যাকশন সিকুয়েন্সে শ্রাবন্তী এবং বিবৃতির অভিনয় অতুলনীয় এবং চমকপ্রদ যা দর্শকদের আপ্লুত করেছে।

এই ছবিটির সিনেমাটোগ্রাফি এবং সংলাপ বুনন খুবই পরিপাটি যার কৃতিত্ব সম্পূর্ণ রূপে পরিচালকেরই প্রাপ্তি। পরিচালক এই ছবিতে নিজ হাতে ঐতিহাসিক পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে চরিত্রগুলিকে অসাধারণ ভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে তুলেছেন এবং সমস্ত চরিত্র গুলির যুগলবন্দী সিনেমা হলে এক অনন্য মাত্রায় দর্শকদের মনোরঞ্জন করছে। চিত্রনাট্য খুবই সবল এবং রীতিমতো প্রশংসনীয়। ছবির গল্প যতই অগ্রসর হয়েছে গল্পের প্লটবিন্যাস ততই সুগঠিত এবং অতি সুন্দরভাবে বিস্তৃত বলে মনে হয়েছে। দর্শককে কল্পনা করে পরিচালক শুভ্রজিৎ মিত্রর সুন্দর সবল প্লট বিন্যাস যেন তার নিজস্ব দূরদর্শীতার পরিচয় দিয়েছে। ছবিটির প্রথমার্ধ মন্থর ভাবে অগ্রসর হলেও ছবিটির দ্বিতীয়ার্ধ ঘটনা বহুল এবং অতিরিক্ত মাত্রায় টানটান। সবশেষে ছবির ক্লাইম্যাক্স দর্শককে বিস্মিত করবে এ কথা বলাই যায়। এই ছবির গানগুলিও খুব সুন্দর এবং শ্রুতি মধুর। সংগীত পরিচালক বিক্রম ঘোষের সংগীত পরিচালনায় উজ্জয়নী মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া গানটি দর্শকদের বিহ্বল করেছে।এছাড়া 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু'গানটিও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই গানটি গেয়েছেন ইমন চক্রবর্তী এবং দুর্নিবার। সব মিলিয়ে দেবী চৌধুরানী একটি জাঁকজমকপূর্ণ প্লটবহুল সিনেমা যেটি দর্শকদের হলমুখী করেছে এবং ভবিষ্যতেও এই সিনেমার নাম বাংলা সিনেমার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

পরম-সুন্দরী: রোমান্টিকতার ওষ্ঠ মিলন 'চাঁদ কাগজ কা...'

প্রদীপ মারিক

রোমান্টিক প্রেমগাঁথার সাক্ষী হয়ে সাজি ভরে উঠলো পরম সুন্দরী চলচিত্রে। ভালোবাসা আসলে হৃদয়ের অনুভব সেই অনুভব কোন ভাষা মানে না কোন জাতি মানে না, ভালোবাসা জানে কি ভাবে ভালোবাসাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে হয়। ভালোবাসা ঈশ্বর উপলব্ধি তাই যে পরম দক্ষিণ ভারতীয় রীতি মেনে ধুতি পড়লেন, এই ভালোবাসার অনুভূতি উপলব্ধি করলো সুন্দরী, ভেসে গেল প্রেমের ভেলায়। পরিচালক তুষার জালোটার ছবি 'পরম সুন্দরী'। ম্যাডক ফিল্মসের ব্যানারে তৈরি 'পরমসুন্দরী'র প্রযোজক দিনেশ ভিজন। ছবির চিত্রনাট্যকার অর্শ ভোরা,তুষার জালোটা এবং গল্প লিখেছেন গৌরব মিশ্র,অর্শ ভোরা এবং তুষার জালোটা। এই ছবির সবচেয়ে আলোচ্য,এর সিনেমাটোগ্রাফি। সিনেমাটোগ্রাফি করেছেন সান্থানা কৃষ্ণন রবিচন্দ্রন। উত্তর ভারতের ছেলে 'পরম সচদেব'-এর সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের মেয়ে 'দেখপাট্টা সুন্দরী দামোদরম পিল্লাই' সংক্ষেপে 'সুন্দরী'র রোম্যান্টিক, মিষ্টি প্রেমের গল্প। পরিচালক উত্তর-দক্ষিণকে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে দিয়েছেন এই ছবিতে। ছবির মুখ্যভূমিকায় সিদ্ধার্থ মালহোত্রা এবং জাহ্নবী কাপুর। সিদ্ধার্থ মালহোত্রার বলিউডে হাতেখড়ি হয়েছিল করণ জোহরের 'স্টুডেন্ট অফ দ্য ইয়ার' ছবির মাধ্যমে। ওই ছবিতে ডেবিউ করেছিলেন আলিয়া ভাট। পরম একজন ধনী পরিবারের যুবক, যে তার বাবার টাকা নতুন নতুন স্টার্টআপে বিনিয়োগ করতে পছন্দ করে। একটি অনন্য বিনিয়োগের সুযোগ খুঁজতে গিয়ে, সে সোলমেটস নামে একটি অ্যাপ আবিষ্কার করে, যা উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে একজনের জন্য নিখুঁত সঙ্গী খুঁজে বের করে। তার বাবার কথা প্রমাণ করার জন্য, পরম অ্যাপটি পরীক্ষা করে এবং কেরালার একজন হোমস্টে মালিক থেক্কেপাত্তু সুন্দরী দামোধরন পিল্লাইয়ের সাথে দেখা হয়, যিনি তার কাকা, কালারি পায়াত্তুর একজন অনুশীলনকারী ভার্গবন নায়ারের সাথে তার পৈতৃক থারাবাদ অর্থাৎ পারিবারিক বাড়িপরিচালনা করেন । পরম এবং সুন্দরীর দেখা হওয়ার সাথে সাথে তাদের পৃথিবী বদলে যায় ভালোবাসার কথামালায়, সাংস্কৃতিক পার্থক্যগুলি অতিক্রম করে এবং প্রেমের সম্ভাবনা

অন্বেষণ করার সময় তাদের জীবন অপ্রত্যাশিতভাবে ভালোবাসায় মিশে যেতে শুরু করে। রোম্যান্টিক অথচ ঘটনাবহুল, জমজমাটি প্রেমের গল্প 'পরম সুন্দরী' উত্তর ভারতের পরম সচদেব কেরল বেড়াতে আসে। কেরলে এসে সে সেখানকার বাসিন্দা নৃত্যপটীয়সী সুন্দরীর বাড়িতে টুরিস্ট হিসাবে ওঠে। এরপর ধীরে ধীরে শুরু হয় তাদের প্রেমকাহিনি। সেই প্রেম একটু একটু করে ঝগড়া, ঝামেলা, রাগ, জেদ, মান-অভিমানের শেষে দীপকথার ওষ্ঠোমিলন। পাঞ্জাবের হাসিখুশি 'মুন্ডা' পরম আর কেরালার লাজুক অথচ প্রাণবন্ত পেনকুট্টি সুন্দরী, কেরালার সবুজে ঘেরা এক শান্ত হোমস্টেতে আলাপের পর থেকেই দু'জন একে অপরকে জানতে শেখে, হাসি-ঠাট্টায়, মনের কথায় ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে এক অচেনা সেতুর কথামালা। এই প্রেমকাহিনির সবচেয়ে বড় শক্তি অবশ্যই সিদ্ধার্থ আর জাহ্নবীর সহজ-সরল রসায়ন। দু'জন যেন পর্দায় খুব সহজেই মিশে গেছেন। তাদের চরিত্র ছাড়াও পার্শ্বচরিত্ররা ওনজর কারে। ছবিটির প্রাণভোমরা ই পারিবারিক বিনোদন। তাই এখানে যেমন আছে কে-পপের রোম্যান্টিক ভঙ্গি, তেমনি আছে কথাকলি, কালারিপায়াত্তু, ওনামের রঙিন আবহ। আবার; পাঞ্জাব মানেই উচ্চকণ্ঠে 'চক দে ফাট্টে', দক্ষিণ মানেই নায়কোচিত প্রতীক;আন্ধ্রতে আল্লু, তামিলে রজনী, কেরালায় মোহনলাল, কর্ণাটকে যশ। এমনকি আজকের যুগের ডেটিং অ্যাপস, অ্যালগরিদম আর 'একজনই আত্মার সঙ্গী'- এই ভাবনায় সিনেমা আরো বেশি প্রানচ্ছল হয়েছে। 'পরম সুন্দরী' সিনেমায় মালায়ালাম এবং দক্ষিণ ভারতীয় দুটো কালচারকে খুব সুচারুভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই সিনেমায় পরম আর সুন্দরীর সংস্কৃতির মধ্যেকার বিস্তর ফারাক, মানসিক দ্বন্দ্ব আর সেই দ্বন্দ্বে দ্বর মাঝেই একটু একটু করে বেড়ে ওঠা দুই সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী মানুষের প্রেম সত্যি ভালবাসায় মিলিত হল দীপকথার ওষ্ঠমিলনে। 'চাঁদ কাগজ কা---'গানটাই চলচিত্রের প্রাণ এনে দেয়।এই পরম সুন্দরী মনে করিয়ে দেয় অন্তহীন দিগন্তে শুধু একটাই দীপশিখা আছে যার নাম শুধুই 'ভালোবাসা'আর তা শুধু তার প্রানপ্রিয় কথামালার জন্যই।

সিনেমা জগত এবং কাব্যসাহিত্য, সর্বত্রই ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ

ডাঃ শামসুল হক

সিনেমা জগতের একজন নামী অভিনেতা হিসেবেই আমরা চিনি সেই মানুষটিকে। নিজের বহুমুখী প্রতিভার দৌলতে সব ধরণের অভিনয়ে সিদ্ধহস্ত ও ছিলেন তিনি। আর দর্শকদেরও তিনি তাঁর অভিনয় গুণে এতটাই মোহগ্রস্থ করে তুলতেন যে, সিনেমার পুরোটা না দেখলে বোঝার ও উপায় থাকত ঠিক কেমন ধরণের চরিত্রাভিনেতা তিনি। অর্থাৎ সোজা কথায়, সবধরনের চরিত্রকেই একেবারে নিখুঁত অভিনয় দক্ষতার গুণে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতাও তাঁর ছিল। তাই সিনেমা জগতের সেই সব্যসাচী অভিনেতাকে অদ্যাবধি ভুলতে পারেননি সিনেমাপ্রেমী কোন মানুষজনই।

তিনি অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি বিরাজমান ছিলেন সিনেমার পর্দা জুড়ে । সেই ১৯৫১ সালে প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের অপুর সংসার ছবির মাধ্যমেই সিনেমা জগতে প্রবেশাধিকার ঘটে তাঁর। সেইসময় সত্যজিৎবাবুর মতো খুঁতখুঁতে পরিচালকের ছবিতে সুযোগ পাওয়াও মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। কিন্তু তাঁর হাত ধরে সেদিনের সেই আনকোরা অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের টালিগঞ্জের স্টুডিও পাড়ায় নীরব অনুপ্রবেশের ঘটনা সকলকে ভীষণ অবাক করেও দিয়েছিল।

তারপর ষাট বছরেরও বেশি সময় বাংলা চলচ্চিত্র জগতে দাপটের সঙ্গেই অভিনয় করে গেছেন তিনি। আর সেই সময়ের মধ্যে সত্যজিৎ রায় ছাড়াও মৃণাল সেন, অজয় কর , সলিল মজুমদার , তপন সিংহ সহ নামীদামী আরও অনেক পরিচালকদের ছবিতে সুনামের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। পেয়েছেন অনেক পুরস্কারও। সিনেমা জগত ছাড়া নাট্য জগতেও প্রচুর সুনাম অর্জন করেছেন তিনি।

প্রতিভাবান সেই মানুষটির প্রতিভার দৌড় কিন্তু শুধুমাত্র চলচ্চিত্র শিল্পের জগতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে চুটিয়ে চালিয়ে গেছেন আবৃত্তিও। আছে অনেক রেকর্ডও। অনেক নামীদামী কবির কবিতা তাঁর কণ্ঠের জাদুতে ভীষণ শ্রুতিমধুর হয়ে উঠেছিল। আবৃত্তি করেছেন তাঁর নিজের লেখাও অনেক কবিতা।

কাব্য সাহিত্যের জগতেও প্রচুর সুনাম অর্জন করেছেন বহুমুখী প্রতিভাধর সেই মানুষটি। নিয়ম করে লিখতেন অন্যান্য রচনাও। সাহিত্যের সকল শাখাতেই তাঁর অবাধ বিচরণ ছিল বলেই অবশ্য সেই কাজ করা সম্ভবও হয়েছিল তাঁর পক্ষে। কলকাতার বই পাড়ার প্রকাশকরাও অতি উৎসাহের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন তাঁর অনেক গ্রন্থও। সময়ের অভাব থাকা সত্ত্বেও কবিতা, প্রবন্ধ সহ বেশ কয়েকটা বইও লিখেছেন তিনি। লিখেছেন চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের জীবনের উপর ভিত্তি করে একটি মূল্যবান জীবন কাহিনীও। ২০১৪ সালে লেখা মানিকদার সঙ্গে, এই শিরোনামে লেখা সেই গ্রন্থখানা পাঠক মহলে ভীষণ সমাদৃত ও হয়েছিল।

কবিতা রচনার ক্ষেত্রেও অসাধারণ নজীর সৃষ্টি করেছিলেন তিনি। ভালবাসার কবিতা, হতাশার কবিতা, আনন্দ উদ্বেগের কবিতা, সব মিলিয়ে আবার ভীষণ জমজমাট হয়ে উঠত তাঁর কবিতার খাতাও। নিসর্গের নিখুঁত ছবিও ফুটে উঠত তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে । তাইতো তাঁরই কলম থেকে নিঃসৃত হয়েছিল সেই কবিতা যা নাড়িয়ে দিয়েছিল সকলের মনকেও। তিনি লিখেছেন —

শব্দহীন গান শোনে আজ ও জোনাকির ভিড়ে মহানিম
গ্রামাঞ্চলে অন্ধকার দীর্ঘ মাঠে পৌষের হিম,
আমার শৈশব আমি ভুলব না
মাটিতে শুকনো শিশির, আমি তবু মুঠি খুলব না ...

১৯৩৫ সালের ১৯ শে জন্ম তাঁর কলকাতায়। তাঁর বাবার চাকরির সুবাদে নিজের পরিবারের সঙ্গেই তাঁকেও অবশ্য ঘুরতে হয়েছিল বিভিন্ন স্থানে। তাই স্কুল পর্বের পড়াশোনার কাজ তাঁর চলেছিল বিভিন্ন স্কুলেই। অবশেষে চলে আসেন কলকাতায়। ভর্তি হন সিটি কলেজে। সেখান থেকেই স্নাতক হন তিনি। তারপর পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজ অফ আর্টসে ভর্তি হন তিনি। সেখানেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ীর সঙ্গে এবং তাঁর অনুপ্রেরণাতেই অভিনয় জগতে প্রবেশ করেন তিনি। নিজস্ব অভিনয় দক্ষতার গুণে পেয়েছেন অনেক পুরস্কারও। ২৯৯১ সালে জাতীয় পুরস্কার, ২০০০ সালে অর্জন করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি.লিট। ২০০৪ সালে পদ্মভূষণ, ২০১২ দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার এবং ওই বছরই নাট্য অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডও পান তিনি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বঙ্গ বিভূষণ পুরস্কার পান ২০১৭ সালে। ফ্রান্স সরকারের তরফ থেকেও তিনি পেয়েছেন যথাযোগ্য সম্মাননা।

২০২০ সালের ১৫ ই নভেম্বর বেলভিউ নার্সিং হোমে মারা যান তিনি। তার আগে জ্বর আসে তাঁর। করোনা সন্দেহে ভর্তি করা হয় নার্সিং হোমে। প্রথমের দিকে একটু সুস্থ হলেও পরে আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। অবশেষে সকলকে কাঁদিয়ে এই পৃথিবী থেকে চির বিদায় নেন তিনি।

এই বৎসর তাঁর নব্বইতম জন্মবার্ষিকী। তাই ১৯ শে জানুয়ারি তাঁর জন্মদিনটার কথা মনে রেখেই আমারা যেন তাঁকে স্মরণ করতে পারি এবং জানাতে পারি উপযুক্ত সম্মানও।